بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

اوراد مرشد

আওরাদে মুর্শিদ

দুআয়ে মাসনূনা, কুরআনে বর্ণিত মুনাজাত, আওরাদ ও অজিফায়ে উলামা মাশায়েখগণের সংকলিত দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবীর আমল ও অনুসরণের নির্ভরযোগ্য একটি কিতাব।

মূল

আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহ হাফেজ
আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রহঃ)

প্রকাশনায়

মৌলানা মুহম্মদ ফূজৈল জৌনপুরী
বিণ
শেখুত তরীকত মৌলানা গালিব হুসাইন জৌনপুরী
মারকাজ তালিব উল উলুম
মুল্লা ঢৌলা
জৌনপুর ভারত

সূচীপত্র

সম্মানিত লেখক, তাঁর বুযুর্গ পিতা ও খান্দানের আলেম-আউলিয়াগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী

মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (রহঃ)-এর **পিতা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ)** (১৮০০-১৮৭৩) তাঁর মুর্শিদ সৈয়দ আহমদ শহীদের[১] নির্দেশে ১৮২১ সাল থেকে বাংলা-আসামে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। সে সময় বাংলা-আসাম তথা উপমহাদেশে যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করে বাংলা-আসামে ইসলাম প্রচার অব্যাহত রাখেন। তিনি চার-পাঁচবার জৌনপুর থেকে বংগে সপরিবারে যাতায়াত করেন এবং ৭৩ বছরের জীবনে মোটামুটি ৫১ বছরব্যাপী এ দেশে কোথাও নদীপথে, কোথাও স্থলপথে, কখনো বোটযোগে, আবার কখনো পদব্রজে হিদায়াত-কার্য চালনা করেন। মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট অনৈসলামী রীতিনীতি তথা শির্‌ক-বিদ্‌আত দূর করার চেষ্টা করেন; লোকদের শরীআতের অনুসারী হওয়ার শিক্ষা দেন;

টিকাঃ ১. **মহাত্ম সৈয়দ আহমদঃ** ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে বারশত এক হিজরী, মোহাররাম মাসের ১লা তারিখের শুভক্ষণে ধরা ধামে পদার্পণ করলেন। তাঁর জন্মস্থান রায় বেরেলী। তাঁর সাধ্য সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ভারতবর্ষে আল্লাহ্‌র একত্ব, মহত্ব এবং বিশ্বনবীর সুন্নত 'নব জীবন লাভ করল; ধর্মের স্তম্ভ সুদৃঢ় হল। তারিখুল ইসলাম আব্বাছীর ৫৫২ পৃষ্ঠায় তাঁর সম্বন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেনঃ

(মাওলানা) সৈয়দ আহমাদ সাহেবকে সারা উত্তর পশ্চিম হিন্দুস্থানের শিক্ষিত সমাজ ভাল ভাবেই জানেন। তিনি রায় বেরেলীর অধিবাসী ছিলেন। আরবী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিশ্বনবীর সুন্নত তাঁরই সুদৃষ্টিতে হিন্দুস্থানে জীবিত হয়েছে। নতুবা লোকে কেবল বিশ্বনবীর সম্মান করাকেই যথেষ্ট বলে মনে করত, তাঁর তরিকা ও রীতিনীতির প্রতি কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপই করত না। তিনি "আলেম" "মোহাদ্দেছ" (হাদীছ সাস্ত্রে পণ্ডিত) "ওয়ায়েজ" (বক্তা) "মুজাহেদ" (যোদ্ধা) এবং "অলিউল্লাহ" (আল্লাহ্‌র বন্ধু) ছিলেন। তিনি পেশাওয়ার ও হাজারা জিলার অসংখ্য মুসলমানদিগকে শিখদের অত্যাচার হতে রক্ষা করেছেন। আফ্‌গানিস্তান ও আরব দেশে তাঁর বহু অনুসরণকারী আজও বিদ্যমান। সহস্র সহস্র হিন্দু ও ইংরেজ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ তাঁহার তুল্য সৎ ও মহৎ কেহই ছিল না। তিনিই পরাধীন জাতির আযাদীর এক অপূর্ব প্রেরণা দিয়েছিলেন। তাঁরা সর্ব প্রকার কার্যাবলী সাহাবা (রাঃ)-দের ন্যায়ই ছিল। সৈয়দ আহমদ সাহেব ও তদীয় প্রিয় শিষ্য প্রধানতম খলিফা মাওলানা মোহাম্মাদ ইসমাইল সাহেব দ্বারাই "ইলমে হাদীস" ভারতবর্ষে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। তিনি ধর্মদ্রোহী ও বিধর্মীদের সঙ্গে বহু যুদ্ধবিগ্রহ করেছেন। শেষ পর্যন্ত বালাকোট ময়দানে শিখ্‌দের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই (২৪ শে জিলকদ ১২৪৬ হিজরী) ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে শহীদ হয়েছেন।" ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সূত্র ঃ মুর্শিদ চরিত্র, মাওলানা আবদুল হাই সাহেব (রহঃ), হাতিয়া।

মসজিদ-মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথমবার জৌনপুর থেকে এসে একটানা ১৮ বছর যশোর, খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সিলেট, কাছাড়, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, পাব্‌না, নদীয়া, রংপুর, পূর্ণিয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচার করেন এবং লক্ষ লক্ষ লোককে মুরীদ করে জৌনপুরে ফিরে যান। এর পরেও তিনি তাবলীগের উদ্দেশ্যে আরো তিন-চারবার বংগদেশের বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘ সফর করেন। শেষ দফায় তিনি খুব সম্ভব ১২৮০/১৮৬৩ সালে জৌনপুর থেকে বাংলায় আগমন করেন। এবার প্রথম দিকে তিনি কিছুদিন কলকাতায় অবস্থান করেন। অতপর বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় তাবলীগ করে ১২৮৩/১৮৬৬ সালে সন্দ্বীপে উপনীত হন এবং ঐ সময় সেখানেই তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মাওলানা আবদুল আউওয়ালের জন্ম হয় (১৮৬৬)। এবারকার সফরে দশ বছর (১৮৬৩-১৮৭৩) ইসলাম প্রচার করে মাওলানা কারামত আলী রংপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (৩০ শে মে ১৮৭৩)। তাঁর ওফাতের দুই মাস পর তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ আবদুল আউওয়ালের মাতাও তথায় মারা যান। তাঁদের উভয়কে রংপুর শহরের মুন্‌শী পাড়াস্থ জামে মসজিদের পাশে পাশাপাশি দাফন করা হয়। তাঁদের ওফাতের সময় দুই পুত্র শাহ্‌ মুহাম্মদ উমর ওরফে বড় মিঞা ও আবদুল আউওয়াল, দুই কন্যা ও জামাতা মওলানা মুসলিহ্‌ উদ্দীন মৃত্যুশয্যার পার্শ্বেই ছিলেন।

মাওলানা কারামত আলীর (রহঃ) তাবলীগ-সফরে মাওলানা মুসলিহ্‌ উদ্দীন প্রায়শ তাঁর সাথেই থাকতেন। সন্দ্বীপে যখন মাওলানা আউওয়ালের জন্ম হয়, তখন মুসলিহ্‌ উদ্দীন সেখানেই ছিলেন। তাঁর ভাষ্য মতে মাওলানা আউওয়ালের ভূমিষ্ট হওয়ার পরক্ষণে পিতা মাওলানা কারামত আলী মন্তব্য করেছিলেনঃ "এই সন্তান একদিন প্রখ্যাত লেখক হবে।" বস্তুত তাই হলো। ছোটবেলা থেকে পড়াশোনার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি আজীবন লেখনী চালনা করেন।

মাওলানা জৌনপুরী তাঁর 'ফাযায়িল-এ-বিস্‌মিল্লাহ্‌' গ্রন্থে সংক্ষেপে নিজ জন্ম-তারিখ, বাল্যকাল ও ছাত্রজীবনের উপর কিছুটা আলোকপাত করেন। তিনি বলেনঃ

"অধমের জন্ম হয় বংগের সন্দ্বীপ নামক স্থানে ১২৮৩ হিজরী মুতাবিক ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে। বুধবার আসরের নামাযের সময় আমি বজরায় ভূমিষ্ঠ হই। আবাসে-প্রবাসে পিতা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর (রহঃ) সাহচর্যে থেকে কুরআন হিফ্‌য করছিলাম। এমতাবস্থায় ১২৯০ হিজরী মুতাবিক ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে বংগের রংপুর শহরে আমার পিতৃবিয়োগ হয়। তথায় আমার পিতা-মাতার মাযার জনগণের শ্রদ্ধাগার। পিতা ও মাতা উভয়ের নামায-এ-জানাযা পড়িয়েছিলেন চাচাত ভাই (ভগ্নীপতিও বটে) মাওলানা

মুসলিহ্ উদ্দীন আহ্‌মদ। এই অনাথ পরিবারটিকে তিনি জৌনপুর নিয়ে এলেন এবং আমাদের লালন-পালন ও শিক্ষাদীক্ষার ভার গ্রহণ করেন। আমাকে কুরআন হিফয করাবার দায়িত্ব তিনি তাঁর ছোট ভাই হাফিয মুহাম্মদ আহসানের উপর অর্পণ করেন। কয়েক বছরে আমি কুরআন হিফ্য করে ফেল্‌লাম (১২৯৭/১৮৮০)।"

কুরআন হিফ্য করা ও তারাবীহ্-নামাযে তা পাঠ করা ঃ

(মাওলানা) আউওয়াল হাফেয আহ্‌সানের কাছে কুরআন হিফ্য (কণ্ঠস্থ) করছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ দেশে (মাওলানা আউওয়ালের ভাই হাফেয মাহমূদের মৃত্যু ঘটলে (১৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৯) তাঁরা সবাই জৌনপুরে ফিরে যান এবং সেখানেই মাওলানা আউওয়াল কুরআনের বাকী অংশ হিফ্য করেন। (১৮৮০)

কুরআন হিফ্য করার পর মাওলানা আউওয়াল রামাযানের তারাবীহ্-এর নামাযে সর্বপ্রথম ১০ দিনে পুরো কুরআন খতম করেন জৌনপুরের মোল্লাটোলা-মসজিদে (১২৯৮/১৮৮১)। উস্তাদ হাফেয আহ্‌সান, তাঁর ভাই মাওলানা মুহসিন ও ভগ্নীপতি মাওলানা মুসলিহ্ উদ্দীন বড় জামাআতে মুকতাদীরূপে মাওলানা আউওয়ালের এই কুরআন খতম শুনে খুবই আনন্দিত হন। দ্বিতীয় বছর (১২৯৯/১৮৮২) রামাযানে বড় ভাই মাওলানা হাফেয আহ্‌মদের আদেশে তিনি তারাবীহ্ নামাযে দশ দিনে কুরআন খতম করেন জৌনপুরের শাহী জামে মসজিদে। তৃতীয় বছর (১৩০০/১৮৮৩) মাওলানা মুসলিহ্ উদ্দীনের আদেশে রামাযানের তারাবীহ্-নামাযে প্রথম দফা আট দিনে কুরআন খতম করেন ফেনীর (নোয়াখালী) নিকটস্থ সেলুনিয়ায়; দ্বিতীয় দফা খতম করেন নোয়াখালীর চৌমুহনীতে; তৃতীয় দফা খতম করেন লক্ষ্মীপুর জেলার ভবানীগঞ্জে। চতুর্থ বছর (১৩০১/১৮৮৪) মাওলানা মুসলিহ উদ্দীন তাঁকে লখ্‌নৌ থেকে ঢাকায় ডেকে আনেন। এবং স্থানীয় চকবাজার মসজিদে রামাযানের তারাবীহ্ নামায পড়াবার নির্দেশ দেন এবং মুক্‌তাদীরূপে বড় জামাআতে তাঁর কণ্ঠে বার দিনে পুরো কুরআন শ্রবণ করেন। ঐ সময় (১৮৮৪) মাওলানা আউওয়াল লখ্‌নৌর ফিরিংগীমহল মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নরত ছিলেন। রামাযান শেষে তিনি পড়াশোনার জন্য লখ্‌নৌতে ফিরে যান। পঞ্চম বছর (১৩০২/১৮৮৫) রামাযানে তিনি পুরো কুরআন খতম করেন জৌনপুরের মোল্লাটোলা মহল্লায়। এরপর বিভিন্ন স্থানে আনুষ্টানিক জ্ঞানার্জনে লিপ্ত থাকায় তাঁর পক্ষে পনর বছর যাবত আর কুরআন খতম করার সুযোগ হয়ে উঠেনি।

বিদ্যার্জন ঃ

মাওলানা কারামত আলী (রহঃ)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর বড় পুত্র মাওলানা হাফেয আহমদ ও জামাতা মওলানা মুসলিহ্ উদ্দীন

বাংলা-আসামে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। কুরআন হিফ্য করার পর মাওলানা আউওয়াল বোনকে নিয়ে নোয়াখালীতে অবস্থানরত তাঁর ভগ্নীপতি মাওলানা মুসলিহ্ উদ্দীনের নিকট উপস্থিত হন। ভগ্নীপতি কর্মব্যস্ত থাকতেন বলে তিনি লক্ষ্মীপুর উপজেলার অধীন ভবানীগঞ্জের দক্ষ আলিম মৌলভী মুহাম্মদ হামেদকে মাসিক ২৫/= টাকা বেতনে মাওলানা আউওয়ালের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। মৌলভী হামেদের পিতা মৌলভী আহসানুল্লাহ্ ফরাশগঞ্জী মাওলানা কারামত আলীর (রহঃ) খলীফা ছিলেন। ইনি মাঝিরূপে মাওলানা কারামত আলীর বোটে চাকুরী নিয়েছিলেন এবং তাঁর সাহচর্যে পড়াশোনা করে দক্ষ আলিমরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তী সময় তিনি মওলানা কারামত আলীর (রহঃ) খলীফা নিযুক্ত হন। এ ওরই পুত্র মৌলভী হামেদ সুদক্ষ আলিম ও লেখকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। মাওলানা মুসলিহ্ উদ্দীনের বোটে সব সময় লোকের ভীড় থাকতো বলে তিনি মওলানা আউওয়ালের পড়াশোনার সুব্যবস্থার জন্য একটি ছোট বোট ক্রয় করেন। মৌলভী হামেদের কাছে প্রাথমিক 'সর্ফ্', 'নাহ্ব', সাহিত্য ও কিছুটা যুক্তিবিদ্যা অর্জনের পরে মাওলানা আবদুল আউওয়াল জৌনপুরে ফিরে যান। সেখানে কিছুদিন মাওলানা মুহ্সিনের নিকট শিক্ষালাভের পর বড় ভাই মাওলানা হাফেয আহ্মদের কাছে 'শর্হি মুল্লা জামী'র কিংদংশ অধ্যয়ন করেন। কিন্তু তাঁর অবসর ছিল না বলে মাওলানা মুহ্সিনের পরামর্শে তিনি মাওলানা আউওয়ালকে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ফিরিংগীমহল মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দেন।

১৮৮২ সালে মাওলানা জৌনপুরী (রহঃ) লখ্নৌর ফিরিংগীমহল মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি মাওলানা হাফেয আবুল হাসানাত মুহাম্মদ আবদুল হাই লখ্নৌবী, মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ নাঈম লখ্নৌবী ও মাওলানা হাফেয হাকীম নিযামুদ্দীন লখ্নৌবীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সুন্দর হস্তলিখন আয়ত্ত করেন মাওলানা মুহাম্মদ মুহসিনের নিকট। মাদ্রাসা ছুটির সময় তিনি ফার্সী গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতেন মৌলভী মুহাম্মদ উছমান চিতাম্ভয়ারীর নিকট এবং যুক্তিবিদ্যার বই পুস্তক পড়তেন মুল্লা শাহ্ যামান বিলায়তীর নিকট। ফিরিংগীমহল মাদ্রাসায় তিনি চার-পাঁচ বছর (১৮৮২/৮৭) জ্ঞানার্জন করেন।

লখ্নৌ থেকে জৌনপুরে ফিরে এসে মওলানা জৌনপুরী (রহঃ) 'মাদ্রাসা-এ-হানাফিয়্যা'র দ্বিতীয় শিক্ষক মাওলানা সৈয়দ শের আলী মান্তিকী বুলন্দশহরীর নিকট যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা করেন। ফিরিংগীমহল মাদ্রাসায় থাকাকালে মাওলানা জৌনপুরী (রহঃ) প্রখ্যাত আলিম ও আরবী সাহিত্যিক মাওলানা লুৎফুর রহমান বর্ধমানীর সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। মাওলানা বর্ধমানী কিছুকাল জৌনপুরের হানাফিয়্যাহ মাদ্রাসায় শিক্ষকতা

করার পর কলিকাতা মাদ্‌রাসায় শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। মাওলানা আউয়াল যখন লখ্‌নৌতে অধ্যয়নরত ছিলেন, তখন মাওলানা বর্ধমানী একবার লখ্‌নৌ গিয়েছিলেন। সে সময় মাওলানা বর্ধমানী মাওলানা জৌনপুরীকে বলেছিলেনঃ "তুমি যদি আরবী সাহিত্য ভাল করে শিখতে চাও, তবে কলকাতায় আমার নিকট চলে এসো।" তদুনসারে মাওলানা জৌনপুরী শের আলী মানতিকীর নিকট শিক্ষা লাভের পর আরবী সাহিত্য শিক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতায় মাওলানা বর্ধমানীর নিকট গমন করেন (১৮৮৭)। যেখানে তিনি প্রখ্যাত সমাজ-সেবক মুসলিম জাতির সত্যিকার দরদী হাজী নূর মুহাম্মদের বাসভবনে থাকতেন। কর্মব্যস্ততার কারণে মাওলানা বর্ধমানী মাওলানা জৌনপুরীর শিক্ষাদানে পর্যন্ত সময় দিতে পারতেন না। তা ছাড়া তাঁর শিক্ষকতায় মাওলানা জৌনপুরী সন্তুষ্টও ছিলেন না। ঐ সময় মাওলানা বর্ধমানী এক মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। সেখানে তিনি ছিলেন প্রবাসী। তাঁর সেবাযত্ন করার কেউ ছিল না। উস্তাদ ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করাই ছিল মাওলানা জৌনপুরীর স্বভাব। তিনি মাওলানা বর্ধমানীর যথাসাধ্য পরিচর্যা করেন। এজন্য মাওলানা বর্ধমানী তাঁর জন্য আন্তরিকভাবে দুআ করেন। অসুস্থ থাকার সময় মাওলানা বর্ধমানী কথা দিয়েছিলেন যে, আরোগ্য লাভের পর তিনি মাওলানা জৌনপুরীকে মনোযোগ-সহকারে আরবী সাহিত্য শিক্ষা দেবেন। কিন্তু বস্তুত তা তিনি করতে পারেন নি। তাই মাওলানা জৌনপুরী অন্যত্র শিক্ষালাভের সিদ্ধান্ত নেন।

উচ্চ শিক্ষার জন্য মক্কা শরীফ গমন ঃ

ঐ সময় মাওলানার ভগ্নীপতি মাওলানা মুসলিহ্ উদ্দীন ময়মনসিংহের নাসীরাবাদে তাবলীগরত ছিলেন। মাওলানা আউওয়াল কলকাতা থেকে সরাসরি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁর বোন সেখানেই ছিলেন। বোনের পরামর্শে তিনি পবিত্র মক্কায় শিক্ষালাভের সংকল্প করেন। আরব যাওয়ার পথ-খরচ ভগ্নীপতি দিলেন। বোনও গোপনে কিছু আশরাফী ভাইয়ের হাতে তুলে দেন, যেন মক্কা শরীফে ছাত্রাবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনে খরচ করতে পারেন।

ময়মনসিংহ থেকে জৌনপুরে ফিরে আসার পর মাওলানা আউওয়াল কতগুলো কাজে জড়িয়ে পড়েন। তাই সে বছর আর মক্কায় যাওয়া হলো না। অন্যদিকে তিনি মক্কার যে পথখরচ যোগাড় করেছিলেন, তা-ও প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী বছর তাঁর খালু ও খালা পবিত্র মক্কায় যেতে মনস্থ করেন। মাওলানা আউওয়াল সাথে গেলে তাঁর খালার সফরের কষ্ট অনেকটা লাঘব হবে-এ প্রেক্ষিতে খালু মৌলভী হাফিয আরেফ হুসাইন তাঁকে সাথে নিতে চাইলেন। তিনি সম্মত হয়ে খালু ও খালার সাথে

১৩০৫/১৮৮৭ সালে মক্কা শরীফ যাত্রা করেন। তাঁর মায়ের জমিদারীর আয় বাবদ আড়াই শ' টাকা খালুর কাছে আমানত ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, খালু তাঁর রাহাখরচ বহন করবেন এবং মক্কায় পৌছলে ঐ আড়াই শ' টাকাও তাঁর হাতে সমর্পণ করবেন। তদপুরি তাঁকে শিক্ষাব্যয় বাবদ আরো অর্থ-সাহায্য দেবেন। কিন্তু পবিত্র মক্কায় পৌছে তিনি নিরাশ হন। অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্য তো দূরের কথা, খালু ঐ আড়াই শ' টাকাও রাহাখরচ বাবদ তাঁর নিকট থেকে কেটে রাখেন। সে জন্য মক্কায় তাঁকে আর্থিক সংকটে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাঁর সংকট দূর করেন এবং সেখানে তাঁর আরাম ও শান্তির পথ সুগম করেন। সে সময় মাওলানা কারামত আলীর মুরীদ মুলফতগঞ্জের (ফরিদপুর) ক্বারী হাফীয উদ্দীন মক্কায় কুরআন হিফ্য করছিলেন। তিনি মাওলানা জৌনপুরীর আগমন-বার্তা শুনে পীরজাদার সমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁর সর্বপ্রকার সেবা-যত্নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি স্বহস্তে রান্না করে মাওলানাকে খাওয়াতেন এবং তাঁর কাপড় চোপড়ও ধুইয়ে দিতেন।

মাওলানা জৌনপুরী পবিত্র মক্কায় পৌছে মাওলানা রহ্মতুল্লাহ্ হিন্দী প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা-এ-সাওলাতিয়ায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা রহমতুল্লাহ্, মাওলানা নূর, মাওলানা হাফেয আবদুল্লাহ্ মক্কী ও অন্যদের নিকট ফিক্হ শাস্ত্রের মূলনীতি, হাদীস, অভিধান সংকলন ও আরবী সাহিত্য শিক্ষা করেন। অতপর মক্কায় বসতি স্থাপনকারী প্রখ্যাত হাদীস-তাফসীরবিদ মাওলানা আবদুল হক এলাহাবাদী মুহাজির-এ-মক্কীর নিকট হাদীস-তাফসীর ও আরবী সাহিত্য শিক্ষা করেন এবং হাদীসের চল্লিশটি কিতাব শিক্ষাদানের সনদ লাভ করেন।

আবদুল হক এলাহাবাদী মাওলানা জৌনপুরীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন, তাঁকে আদর করতেন. নিজ হাতের রান্না খাওয়াতেন। এর কারণ ছিল এই যে, তিনি মাওলানা আউওয়ালের পিতা মাওলানা কারামত আলীর নিকট কিছুটা আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এছাড়া তাঁর কাছে হাদীসের কিতাব 'মিশকাত্ শরীফ'ও পড়েছিলেন। পবিত্র মক্কায় থাকাকালে মাওলানা জৌনপুরী অবসর সময়ে সেখানকার উস্তাদবর্গ ও আস্থাভাজন আলিমদের নিকট যাতায়াত করতেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ্র নিকট গিয়ে মাঝে মধ্যে দু'আ প্রার্থী হতেন। মক্কায় থাকাকালে তিনি দুইবার হজ্জ করেন। একবার মদীনায় নবীজীর রওযা মুবারক যিয়ারত করেন।

মক্কায় ছাত্রজীবনে মাওলানা জৌনপুরী মীলাদ অনুষ্ঠান এবং তাতে কিয়াম (কাসীদা পাঠের সময় দণ্ডায়মান হওয়া) করা মুস্তাহাব-এ মর্মে "নাফহাতুল আম্বারিয়্যাহ্ লি-ইস্বাতিল্ কিয়ামি-ফী-মাওলাদি খায়রিল বারিয়্যাহ" শীর্ষক ১০৭ পৃষ্ঠার একটি আরবী গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটি

মক্কা-মদীনার আলিম, চার মাযহাবের মুফ্তী ও শিক্ষকগণ পছন্দ করেন এবং সে সম্পর্কে লিখিত মতামত প্রদান করেন। সেগুলো কিতাবটির শেষের দিকে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া সেখানে থাকাকালে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর জীবন ও গুণাবলী সম্বলিত 'আন্-নওয়াদিরুল্ মুনীফাহ্-ফী মানাকিবিল্ ইমামে আবী হানীফাহ্' শীর্ষক ৬৮ পৃষ্ঠার অপর একটি গ্রন্থও রচনা করেন। এ বইটিকেও মক্কার হানাফী আলেমগণ পছন্দ করেন এবং সে সম্পর্কে লিখিত মন্তব্য ব্যক্ত করেন। মন্তব্যগুলো বইয়ের শেষের দিকে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

জৌনপুরে প্রত্যাবর্তন ঃ

মাওলানা জৌনপুরীর ইচ্ছা ছিল, আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করার পরেও কিছুদিন আরব দেশে অবস্থান করবেন। অতঃপর মুসলিম দেশসমূহ যেমন মিসর, সিরিয়া ইত্যাদি সফর করবেন। কিন্তু ভাগ্যে তা ছিল না। হঠাৎ দেশ থেকে খবর আসলো যে, তাঁর বড় ভগ্নীপতি মাওলানা মুসলিহ্ উদ্দীন পাবনায় ইন্তিকাল করেছেন (১৮৮৯) এবং তাঁকে সেখানে দাফন করা হয়েছে। সাত বছর বয়সে মাওলানা জৌনপুরীর পিতৃবিয়োগের পর থেকে বড় বোনই তাঁর ভরণ-পোষণ করে আসছিলেন। মাওলানা জৌনপুরীর পড়াশোনার ব্যয় তিনিই নির্বাহ করতেন। তাই ভগ্নীপতির মৃত্যু সংবাদে তিনি বিচলিত হন এবং বড় বোন ও ভাগনে-ভাগ্নীদের লালন-পালনের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

প্রায় দু'বছর (১৮৮৮-৮৯) পবিত্র মক্কায় জ্ঞানচর্চা করে মাওলানা জৌনপুরী ১৩০৭ হিজরী মুতাবিক ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফেরার সময় তাঁর উস্তাদ আবদুল হক মুহাজির-এ-মক্কী এলাহাবাদী বলেছিলেনঃ "আল্লাহ্ আবার তোমাকে এখানে (মক্কায়) ফিরিয়ে আনবেন।" বস্তুত তাই হলো। ১৩২৫/১৯০৭ সালে তিনি চাকর-বাকর, বন্ধু-বান্ধব এবং বিশেষ আপনজন হাজী মুহাম্মদ সগীরের সমভিব্যাহারে আবার পবিত্র মক্কায় গমন করেন। সেবার হজ্জ-মওসুমে মক্কায় মহামারীর প্রার্দুভাব ঘটে। বহুলোক মারা যায়। মহামারীর প্রার্দুভাবে মাওলানা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। মহামারীকে তিনি খুবই ভয় করতেন। এরূপ বিপদের সময় তিনি বাহ্য তদবীর তথা ওষুধপত্র খেতেন না; স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দুআ-দুরূদ পাঠ করতেন; পূণ্য কাজের মানত করতেন। মামুলি উদ্যোগের সময়েও তিনি কুরআন খতম করতেন; পঞ্চাশ রাক্আত নফল নামায পড়তেন; হাজার হাজার বার দুআ-দুরূদ পড়তেন। সে বার মক্কায় মহামারীর সময় নিজের ও সঙ্গীদের বিপদমুক্তির জন্য তিনি কুরআন খতম করেন; দুআ দুরূদ পাঠ করেন। তদুপরি তিনি এই মানত করলেন যে, আল্লাহ্ তাঁদেরকে

নিরাপদে দেশে পৌছালে মসজিদ নির্মাণে দু'শ টাকা ব্যয় করবেন। তদনুসারে তিনি নিজ মসজিদের উত্তরের দরজা নির্মাণে দু'শ টাকা ব্যয় করেন।

১৮৮৯ সালে পবিত্র মক্কা থেকে জৌনপুর প্রত্যাবর্তনের পর মাওলানা জৌনপুরী প্রতি জুমুআর দিন স্থানীয় মসজিদে ওয়ায-নসীহত করতেন। উপর্যুপরি কয়েক জুমুআয় তিনি এই হিদায়তের কাজ অব্যাহত রাখেন। তিনি ছিলেন তাকলীদপন্থী (ইমাম ও ফিক্‌হের অনুসারী) ও কট্টর হানাফী।

বাংলা-আসামে ইসলাম প্রচার ঃ

পবিত্র মক্কা ত্যাগের পূর্বেই মক্কায় অবস্থানরত হাজীগণ মাওলানা জৌনপুরীকে তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় ইসলাম পচারের দাওয়াত দিয়ে রেখেছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁরা চিঠিপত্র যোগে মাওলানাকে পূর্ববাংলার সফরে আসার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। এ ব্যাপারে তিনি পূর্ববাংলায় অবস্থানরত তাঁর বড় ভাই মাওলানা হাফেয আহ্‌মদ এবং পিতা-নিযুক্ত রায়পুরার খলীফা মাওলানা আবদুল কাদেরের সাথে পত্রযোগে পরামর্শ করেন। মাওলানা আবদুল কাদের অনতিবিলম্বে পত্রযোগে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা লিখে তাঁকে ঢাকা সফরের পরামর্শ দেন।

১৩০৭ হিজরীর রবীউল আউওয়াল মাসের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৮৯০ খৃস্টাব্দের "অক্টোবরে মাওলানা জৌনপুরী ইসলাম প্রচার এবং মুসলিম জনসাধারণের ধর্মীয় চিন্তাধারা ও আচার-অনুষ্ঠান সংস্কারের উদ্দেশ্যে" পূর্ববাংলায় পদার্পণ করেন।

মাওলানা জৌনপুরী পিতার মুরীদান ও গুণগ্রাহীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম ঢাকায় আগমন করেন। স্থানীয় বিশিষ্ট লোকেরা তাঁর আগমনে নিজেদের ধন্য মনে করেন। জনসাধারণ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি ঢাকার চকবাজার শাহী মসজিদে ওয়ায করেন। অতঃপর শহরের মহল্লায় মহল্লায় ওয়াযের মাহফিল শুরু হয়। তখন ঘনিষ্ঠ সহচররূপে যাঁরা মাওলানার সংস্পর্শে আসেন, তন্মধ্যে হাফেয মহীউদ্দীন ও হাফেয মুহাম্মদ ইউসুফের নাম উল্লেখযোগ্য। শহরের লোকদের মধ্যে যখন মাওলানার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো, তখন নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের লোকদের মধ্যেও সাড়া পড়ে গেল। ঢাকার নিকটবর্তী বিভিন্ন এলাকায় তিনি ওয়ায-নসীহত করেন। এই দফা কয়েক মাস ঢাকায় অবস্থান করে জনগণের আকাঙ্খা পূরণ করে তিনি জৌনপুরে ফিরে যান (১৮৯০)।

দেশে ফিরে মাওলানা জৌনপুরী তাঁর বাল্যকালীন উস্তাদ মাওলানা হাফেয আহসানের কন্যাকে বিয়ে করেন (১৮৯০/৯১)।৪ বিয়ের পর তিনি

বাড়ী নির্মাণের প্রয়োজন অনুভব করেন। এই দায়িত্ব তিনি ভাগ্নে মাহ্‌ফুযুল হকের উপর ন্যস্ত করে বাংলাদেশে চলে আসেন (১৮৯১)। তিনি জৌনপুর থেকে মাঝে মাঝে বাংলাদেশে আসতেন এবং এখান থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বাড়ী নির্মাণের জন্য দেশে পাঠাতেন। এমনি করে কয়েক বছরে বাড়ীর কাজ সম্পন্ন হয়।

মাওলানা জৌনপুরী বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার এসে এক নাগাড়ে ৫/৬ বছর (১৮৯১-৯৬) তাবলীগ-কার্যে অতিবাহিত করেন। বাড়ী নির্মাণের কাজ শেষ হলে তিনি জৌনপুর প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু কোন্ সালে বা কোন্ মাসে প্রত্যাবর্তন করেন, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। এই দফা বাড়ী প্রত্যাবর্তনের অল্প পরেই ১৩১৩ সালের ২৩ রামাযান মুতাবিক ১৮৯৬ সালের প্রথম দিকে তাঁর প্রথম পুত্র আবদুল আখির জন্মগ্রহণ করে এবং কয়েক দিন পরেই সেই সন্তান মারা যায়। এতে অনুমিত হয় যে, ১৮৯৬ সালের প্রথম দিকেই তিনি দ্বিতীয়বার দেশে ফিরেছিলেন। কিন্তু কয়েক দিন পরেই তিনি তৃতীয় দফা সস্ত্রীক বঙ্গদেশে যাত্রা করেন। কয়েক দিন কলকাতায় অবস্থান করে পূর্ববাংলায় রওয়ানা করেন। তিনি যখন ঢাকার ঘুলিয়ার ঘাটে অবস্থান করছিলেন, তখন ১৩১৪ সালের ১৯ শাওয়াল মুতাবিক ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর পুত্র মুহাম্মদ হাম্মাদ আবদুয্ যাহিরের জন্ম হয়।

মাওলানা আউওয়ালের ভাগ্নে মাওলানা আবুল বাশার "সীরাত-এ আবদুল আউওয়াল জৌনপুরী" গ্রন্থে তাঁর মামার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি বাংলাদেশে প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার এসে শুধু ঢাকা জেলা সফর করেন। তৃতীয় দফা তিনি ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ সফর করেন। মাওলানা আবুল বাশার আরো বলেন, ফরিদপুরের ফারায়েযী নেতা দুদু মিঞার পুত্র নয়া মিঞা মাওলানা জৌনপুরীকে আমন্ত্রণ করেন। নয়া মিঞার মা তাঁর হাতে বায়আত হন। ফারায়েযীরা তদানীন্তন ভারতকে "দারুল্ হার্‌ব্" (শত্রুদেশ) বলে মনে করতেন এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁরা জুমুআ ও ঈদের নামাযের বৈধতা স্বীকার করতেন না। মাওলানা জৌনপুরী নয়া মিঞার আমন্ত্রণে ফরিদপুর গেলে ফারায়েযীদের অনেকে তাঁর সাথে জুমুআ নামায আদায় করেন। তৃতীয় দফায় মাওলানা জৌনপুরী চাঁদপুর ও লাকসাম সফর করার পর দেশে ফিরে যান। এই দফা আগমণের পর তিনি কখন জৌনপুরে ফিরে যান বা এর পর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কতবার বাংলাদেশ সফর করেন, তা জানা যায়নি। তবে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি শেষবার বাংলাদেশ থেকে জৌনপুর প্রত্যাগমন করেন ১৩৩৯ সালের ২৯ জুমাদাল উলা মুতাবিক ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে।

ইন্তিকাল ঃ

জৌনপুরে তিন মাস কাটিয়ে মাওলানা জৌনপুরী ১৩৩৯ হিজরীর ১৯ রামাযান মুতাবিক ১৯২১সালের মে মাসের প্রথমার্ধে শেষ দফা জৌনপুর থেকে বাংলাদেশ যাত্রা করেন২ এবং দ্বিতীয় দিন কলকাতায় উপনীত হন। কলকাতায় দুই দিন অবস্থান করে ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ১৩৩৯সালের ২৫ রামাযান অর্থাৎ ১৯২১সালের মে মাসে ফরিদপুরে পৌছেন। এখানে তিনি ঈদুল ফিত্‌রের পর ১৯২১সালের জুন মাসে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। তখন কলকাতায় মির্জাপুর তাঁর অনেক মুরীদ ছিল। তিনি তাঁদের মাঝে অবস্থান করছিলেন। মুরীদরা তাঁর চিকিৎসায় যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু আরোগ্যলাভ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ছিল না। ১৩৩৯সালের ১২ শাওয়াল মুতাবিক ১৯২১সালের ১৮ই জুন শনিবার রাতে তিনি কলকাতায় ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। স্থানীয় মানিক তলায় তাঁর দীর্ঘদিনের ভক্ত ঢাকার আবদুর রহমান খানের বাগানে তাঁকে দাফন করা হয়। কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার অবসরপ্রাপ্ত মাওলানা বেলায়ত হুসাইন বর্ধমানী (১৮৬৪-১৯২২) নাখোদা মসজিদে তাঁর নামায-এ-জানাযা পড়িয়েছিলেন। ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ৫৫ বছর। তাঁর ৫৫ বছরের জীবনের মধ্যে ৩৩ বছর (১৮৯০-১৯২১) কাটে বাংলা-আসামে ইসলাম প্রচারের মধ্য দিয়ে। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি বিপথগামী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতাদের সাথে অনেক বাহাসে লিপ্ত হন; লোকদের সৎপথে আনার চেষ্টা করেন; মাদ্‌রাসা, হিফ্‌য-এ-কুরআন মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন; ছোট-বড় ১২১টি গ্রন্থ রচনা করেন। যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের প্রতি তাঁর কোন ঝোঁক ছিল না। আরবী সাহিত্য ও হাদীসে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। আরবী, ফার্সী, উর্দূ ও বাংলা-এ ক'টি ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলতে পারতেন। তিনি কম খেতেন ও কম ঘুমাতেন। তিনি চমৎকার অনেক আরবী কবিতা রচনা করেন।

মাওলানা কারামত আলী ও তাঁর স্ত্রী ইন্তিকাল করেন রংপুর শহরে এবং দাফন করা হয় সেখানে। তাঁর পুত্রদের মধ্যে মাওলানা হাফেয আহ্‌মদ ইন্তিকাল করেন ঢাকায় এবং সমাধিস্থ হন চকবাজার শাহী মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে। মাওলানা হামেদ ও শাহ্‌ মুহাম্মদ উমর ওরফে বড় মিঞা সাহেব ইন্তিকাল করেন এবং সমাধিস্থ হন নোয়াখালীর সনুয়া নামক স্থানে। মাওলানা আবদুল আউওয়ালের ওফাতের বিবরণ ইতিপূর্বেই দেয়া হয়েছে। মাওলানা হাফেয মাহমূদ ইন্তিকাল করেন তাঁর জন্মস্থান-জৌনপুরে। তাঁর কবর মোল্লাটোলা মসজিদের পূর্ব দরজার নিকট অবস্থিত।

মাওলানা আবদুল আউওয়াল (রহঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারের সাথে মাওলানা মুসলিহ্ উদ্দীন আহ্মদ ও মাওলানা হাফেয আহ্মদের নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মাওলানা আবদুর রব ছিলেন মাওলানা আউওয়ালের ভাতিজা এবং তাঁর সমসাময়িক ধর্মপ্রচারক। এঁরা সবাই বাংলাদেশে ধর্মপ্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাই পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য মাওলানা আউওয়ালের জীবন-কথার পাশাপাশি মাওলানা মুস্লিহ্ উদ্দীন, মাওলানা হাফেয আহ্মদ ও মাওলানা আবদুর রবের সংক্ষিপ্ত জীবনীও পেশ করা হচ্ছে।

মাওলানা হাফেয আহ্মদ (১৮৩৪-১৮৯৯)

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর কলকাতায় অবস্থানকালে সেখানে ১২৫০/১৮৩৪ সালে তাঁর পুত্র হাফেয আহ্মদের জন্ম হয়। কুরআন হিফয্ করার পর তিনি ধর্মীয় আরবী কিতাবসমূহ পড়তে আরম্ভ করেন। তিনি ভারতের তদানীন্তন খ্যাতনামা আলিম মুফ্তী মুহাম্মদ ইউসুফ লখ্নৌবীর নিকট অধিকাংশ ধর্মীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়া তিনি ফিরিংগীমহলের মাওলানা আবদুল হাই লখ্নৌবীর (১৮৪৮-১৮৬৬) পিতা মাওলানা আবদুল হালীম লখ্নৌবীর (১৮২৩-১৮৬৮) নিকটও পাঠ্য পুস্তকসমূহ অধ্যয়ন করেন। সে সময় মাওলানা হালীম জৌনপুরের হানাফিয়্যাহ্ মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষকরূপে নিয়োজিত ছিলেন। মাওলানা হাফেয আহ্মদ পবিত্র মক্কার বিখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আহ্মদ দাহ্লানের নিকট হাদীস বর্ণনার সনদ লাভ করেন। তিনি একজন ভাল শিক্ষকও ছিলেন। তিনি মাওলানা কারামত আলীর বাংলা-আসাম সফরের সময় তাঁর বোটে অধ্যয়নরত ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। তাঁর ছোট ভাই মাওলানা মাহমুদ, মাওলানা আবদুল আউওয়াল ও ভাতিজা মাওলানা আবদুর রবও তাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

মাওলানা হাফেয আহ্মদের তাবলীগের প্রধান কেন্দ্র ছিল পূর্ব বাংলা। মাওলানা কারামত আলীর মৃত্যুর (১৮৭৩) তিন বছর পূর্বেই তিনি চল্লিশ বছর বয়সে (১৮৭০) পূর্ববঙ্গ সফর শুরু করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ১২৯১/১৮৭৪ সাল থেকে যথারীতি ধর্মপ্রচার শুরু করেন এবং একটানা ৭/৮ বছর পূর্ববাংলায় তাবলীগ অব্যাহত রাখেন। এরপর স্বদেশের মায়ায় ও হজ্জ করার লক্ষ্যে জৌনপুর যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কয়েক দিন কলকাতায় অবস্থান করেন। সেখানে নওয়াব আবদুল লতীফের ব্যবস্থাপনায় এবং পুলিশ কমিশনারের অনুমতিক্রমে ১৮৮১ সালের ৩রা নভেম্বর তিনি গড়ের মাঠে ঈদুল আযহার ইমামতি করেন। 'দারুস্-সাল্তানাত' পত্রিকায় এই সংবাদ পরিবেশিত হয়। কলকাতা থেকে

তিনি জৌনপুরে পৌছেন এবং বছর খানেক বাড়ীতে অবস্থান করে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওয়ানা করেন।

১২৯৯/১৮৮২ সালের ৩রা নভেম্বর মাওলানা হাফেজ আহ্মদ হজ্জ সমাপন করেন। হজ্জ থেকে ফিরে এসে তিনি মোটামুটি ১৬ বছর জীবিত ছিলেন। হজ্জের পর তিনি কতকাল জৌনপুরে ছিলেন, তা জানা যায়নি। তবে মাওলানা আবদুল বাতেনের ভাষ্যানুসারে হজ্জের পর তিনি জৌনপুরে কিছুদিন অবস্থান করে শেষবারের মত পূর্ববাংলায় আগমন করেন এবং স্বীয় বজরায় নদীপথে ভ্রমণের এক পর্যায়ে কুমিল্লার মতলব থানাধীন কমদমলী নামক স্থানে পৌছে তিনি ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ২০শে পৌষ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসায় কোন ফলোদয় হয়নি। চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে ঢাকায় আনা হয়। কিন্তু হায়াত ফুরিয়ে গিয়েছিল। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ৬ই মাঘ, মুতাবিক ১৩১৬ হিজরীর ৬ই রামাযান মুতাবিক ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার তিনি ঢাকার সদরঘাটে অবস্থিত বোটে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। তাঁকে চক বাজার শাহী মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে দাফন করা হয়।

মাওলানা হাফেয আহ্মদ কর্মজীবনভর অর্থাৎ দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে বাংলাদেশে ধর্মপ্রচার করেন। ভোলার দৌলতখানে তিনি মাদ্রাসা ও ঈদগাহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত মাওলানা আবদুর রব একাধারে ৩৭ বছর ঐ ঈদগাহে ইমামতী করেন। হাকীম হাবীবুর রহমান তাঁর ইন্তিকালের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ

"মাওলানা হাফেয আহমদ সারা জীবন বাংলায় অতিবাহিত করেন। তাঁর কাছে জনগণের খুবই আনাগোনা ছিল। তিনি অত্যন্ত ওয়াকিফহাল, বিনয়ী আলিম এবং প্রভাবশালী ধর্ম বক্তা ছিলেন। তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকায় আসছিলেন। পথিমধ্যে তিনি বোটে ইন্তিকাল করেন। লাশ ঢাকার সদরঘাটে আনা হয়। সেখানেই গোসল দেয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শায়খ ফয়েজ বখ্শ কানপুরীর প্রস্তাবানুসারে লাশ চক বাজার আনা হয়। সদরঘাট থেকে চক পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য ছিল। লোকেরা মাওলানার খাটলিতে কাঁধ পেতে দেয়ার জন্যে পতঙ্গের ন্যায় অধীর চিত্তে খাটলির দিকে ধাবমান ছিল। আমি লক্ষ্য করেছিলাম, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তাঁর দাফন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল এবং সবাই তাঁর জন্য কাঁদছিল সর্বসাধারণের এত গভীর শোক ও এত আহাজারি ইতিপূর্বে আমি আর কখনো দেখিনি। চকবাজার মসজিদের দক্ষিণ দিকে ছোট এক খণ্ড জমি শুন্য ছিল। তাতে কবর প্রস্তুত করা হয় এবং সেখানে তাকে দাফন করা হয়। ...... বছর খানেক পর তাঁর কবরের উপর দালান তৈরী করা হয়।"

মাওলানা হাফেয আহমদের অনেক কারামতের বর্ণনা পাওয়া যায়। সকল ধর্মের লোক ফূঁক দেয়ার জন্য তাঁর কাছে পানি, কালো জিরা ও কাল সুতা নিয়ে আসতো। কথিত আছে তাঁর ফুঁ ও দুআর বরকতে লোকেরা কঠিন রোগ থেকেও আরোগ্য লাভ করতো। পূর্ববাংলার প্রত্যেকটি জেলায় তাঁর অসংখ্য খলীফা ধর্ম প্রচারে রত ছিলেন এবং এখনো কোথাও কোথাও সেই সিলসিলার উলামা জৌনপুরীর প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাঁর তদানীন্তন খলীফাদের মধ্যে মাওলানা হাকিম আবদুর রব ও মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী-এর নাম সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাওলানা হাফেজ আবদুর রব (১৮৭৪-১৯৩৫)

মাওলানা আবদুর রব ছিলেন মাওলানা হাফেয আহমদের ভাতিজা ও খলীফা। ১৮৭৪ সালের মার্চে তিনি জৌনপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ৫বছর বয়সে পিতা মাওলানা মাহমূদ মারা যান (১৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৯)। অতঃপর জনাব আবদুর রব মাওলানা হাফেয আহমদের কাছে বাংলাদেশে লালিত-পালিত হন। ১৯৮০ সালে হাফেয আহমদ তাঁর ভাতিজাকে জৌনপুর থেকে বাংলাদেশে ডেকে আনেন। ১৮৯৬সাল পর্যন্ত তিনি মাওলানা হাফেয আহমদের সফরকালে তাঁর সাহচর্যে থেকে কুরআন হিফ্য করেন। মাওলানা হাফেয আহমদের নিকট তিনি প্রাথমিক স্তর থেকে মধ্য পর্যায়ভুক্ত আরবী গ্রন্থসমূহও অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি জৌনপুর ফিরে গেলে সেখানকার হানাফিয়াহ্ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা হিদায়েতুল্লাহ্-কে তাঁর শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত করা হয়। মাওলানা আবদুর রব প্রচলিত গ্রন্থসমূহ তাঁর নিকট অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৯ সালে মাওলানা হাফেয আহমদ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হলে মাওলানা আবদুর রব তার বার্তা পেয়ে তাঁর মুর্শিদের নিকট ছুটে আসেন। ১৮৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে মাওলানা হাফেয আহমদ ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। পরদিন জুমুআর নামাযের পর ঢাকা শহরের ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মাওলানা হাফেয আহ্মদের কবরের সম্মুখে মাওলানা রবের মাথায় মাওলানা হাফেয আহমদের পাগড়ি পরিয়ে দেয়া হয় এবং এমনি করে তাঁকে মাওলানা হাফেয আহমদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নোয়াখালী ও বরিশালের অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। বরিশালের লোকেরা তাঁকে দৌলত খাঁয় ঈদুল ফিতরের নামায পড়ানোর জন্য আমন্ত্রণ জানান। তিনি মুরব্বীদের দুআ নেয়ার জন্য জৌনপুরে ফিরে যান এবং উস্তাদ মাওলানা হিদায়েতুল্লাহ্-র আদেশে বাংলায় ফিরে আসেন। ১৮৯৯ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৬/৩৭ বছর তিনি যথারীতি বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের কাজ অব্যাহত রাখেন।

হযরত মাওলানা শাহ্ হাফেজ আবদুর রব (রহঃ) প্রথম ছাহেবদাজার নাম হযরত মাওলানা শাহ সুফী হাফেজ হোসাইন আহমদ সাহেব। দ্বিতীয় ছাহেবজাদার নাম হযরত মাওলানা শাহ সুফী হাফেজ মাহমূদ আহমদ (রহঃ) ইনি একজন বড় আলেম, ফকীহ্ ও কামেল পীর ছিলেন। দীর্ঘদিন বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে তাবলীগে দ্বীন ও হেদায়েতের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানের করাচীতে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁর মাযার অবস্থিত।

হযরত মাওলানা শাহ সুফী হাফেজ মোহাম্মদ আবদুর রব সাহেব (রহঃ) এর ছোট সাহেবজাদা হযরত মাওলানা শাহ সূফী হাসান আহমদ সাহেব একজন বড় আলেম ফকীহ ও মরদে কামেল। তিনি আখলাকে হাসানার অধিকারী। তিনিও বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার ভবানীগঞ্জ ও বিভিন্ন অঞ্চলে তাবলীগেদীন ও হেদায়েতের কাজে নিয়োজিত আছেন। হযরত মাওলানা শাহ সুফী হাফেজ আবদুর রব সাহেবের পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই জীবিত আছেন। এজন্যই হাজার হাজার ভক্ত মুরীদান তাঁহার খেদমত করে ফয়েয ও বরকত হাসেল করতেছেন। তিনি অতিশয় বুযুর্গ বরণ্য ব্যক্তি। আল্লাহ তাঁর হায়াত দারাজ করুন। আমীন।

বাংলাদেশের বিখ্যাত আলেম ওয়ায়েজ সাহসী সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতা নোয়াখালী জিলার হাতিয়া নিবাসী আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আবুল হাসানাত মোহাম্মদ আবদুল হাই সাহেব (রহঃ) হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী হাফেজ মোহাম্মদ আবদুর রব জৌনপুরী (রহঃ)-এর খলিফাগণের মধ্যে বিশিষ্ট খলিফাও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি।

হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী হাফেজ হোসাইন আহমদ সাহেব (রহঃ) ১৯১৪ইং জৌনপুর জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব কাল হইতে তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ও আশেকে রাসূল (সাঃ) ছিলেন। তিনি হযরত হাফেজ ইয়াকুব সাহেবের নিকট কুরআন শরীফ হেফজ করেন এবং হযরত মাওলানা হাফেজ আবুল বাশার (রহঃ) সাহেবের নিকট আরবী, ফার্সী, ফেকাহ্, হাদীস ও তাফসীরে মোকাম্মাল (পরিপূর্ণ) ইলম লাভ করেন। হযরত মাওলানা শাহ সুফী হাফেজ হোসাইন আহমদ সাহেব (রহঃ) জনাব আবুল হোসাইন সাহেব (রহ.) হইতে ফন্নে কিতাবাত (লিখনীর সৌন্দর্যের দিক দিয়া অতি পারদর্শীতা) শিক্ষালাভ করেন।

হযরত মাওলানা শাহ সূফী হাফেজ হোসাইন আহমদ (রহঃ)-এর মামাত ভাই ও খলীফা জনাব হযরত মাওলানা শাহ সুফী মুফতী ক্বারী, জাফর আহমদ সাহেব[১] অত্র লিখককে বলেছেন, জনাব পীর সাহেব কেবলা (হযরত মাওলানা শাহ সুফী হাফেজ হোসাইন আহম্মদ সাহেব) বিভিন্ন ভাষায় অতি পারদর্শী লিখন পদ্ধতি জানতেন, তার মধ্যে ফন্নে তোগড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি আরও বলেন, জনাব পীর কেবলা হযরত মাওলানা শাহ সুফী হাফেজ হোসাইন আহমদ সাহেব (রহঃ) উর্দূ ভাষায় একজন শায়েখ ছিলেন। তাঁর উর্দূ কবিতার নমূনা (যা মাওলানা জাফর আমহদ সাহেব হতে অত্র জীবনী লিখক পেয়েছে। তা নিম্নে প্রদত্ত্ব হল। তার কবি নাম ছিল 'মানযার'।

ای خوشا وقت که بهر آیا ربیع الاول * صفحۂسال پر گویا هے سنهری جدول

হযরত মাওলানা শাহ সুফী হাফেজ হোসাইন আহমদ সাহেব (রহঃ) দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে তাবলীগ ও হেদায়েতের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর দ্বারা বহু পথভ্রষ্ট লোক হেদায়েত লাভ করেছিলেন এবং অনেক অমুসলমান দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তিনি আখলাকে হাসানা অধিকারী ও একজন মর্দ্দে কামেল ছিলেন। তাঁর বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছফরকাল ও হেদায়েত কাল ছিল কামালাত ও কারামতে পরিপূর্ণ। (স্থানাভাবে এখানে সন্নিবেশিত হল না।) তিনি একজন বড় দানবীর ও স্নেহ বৎসল কামেল পুরুষ ছিলেন। ১৯৭৮ ইংরেজী সনে ফেব্রুয়ারী মাসে জৌনপুর ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

টিকাঃ ১. হযরত মাওলানা জাফর আহমদ সাহেবের পিতার নাম, হযরত মাওলানা সূফী আবুল হোসাইন সাহেব (রহঃ) ১৩০১ হিজরী জন্ম মৃত্যু ৭ রবিউস সানি ৩৫০ হিঃ) ইনি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর ছাত্র ও খলিফা। হযরত মাওলানা সূফী আবুল হোসাইন সাহেব (রহঃ) পবিত্র হাদীস গ্রন্থ বোখারী শরীফের ৭ অধ্যায় পর্যন্ত হেফজ করেছিলেন। হযরত মাওলানা জাফর আহমদ সাহেব এর জন্ম তারিখ ১৩৪৬ হিঃ ২৪ রজব বেলা ১টা। ১৮ জানুয়ারী, ১৯২৮ইং ৩ বৎসর ৯ মাস বয়সকালে মাওলানা জাফর আহমদ সাহেবের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যুর পর জনাব মাওলানা সাহেবকে তাঁর ফুফা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী হাফেজ মুহাম্মদ আবদুর রব সাহেরকে (রহঃ) লালন-পালন করেন। হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী হাফেজ মোহাম্মদ আবদুর রব সাহেবের ইন্তেকালে পর তদীয় সাহেবজাদা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী হাফেজ হোসাইন আহমদ (রহঃ) হযরত মাওলানা জাফর আহমদ সাহেবকে লেখাপড়া করান ও দেখাশুনা করেন এবং খেলাফত দান করতঃ বাংলাদেশে হেদায়েত কার্যে প্রেরণ করেন। মাওলানা জাফর আহমদ সাহেবের ওস্তাদের নাম হযরত মাওলানা হাফেজ আবুল বাশার সাহেব (রহঃ) ও হযরত হাফেজ মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) হযরত মাওলানা আবদুল আজীজ পাঞ্জাবী (রহঃ)। –প্রকাশক (বুলবুল এডভোকেট)

হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী হাফেজ হোসাইন আহমদ সাহেব (রহঃ) ভারতের উত্তর প্রদেশের গাজীপুর জেলার রুহিমণ্ডি গ্রামের হযরত মাওলানা আবলায়েছ (রহঃ) সাহেবের ছোট কন্যার সাথে বিবাহ হয়। হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী হাফেজ হোসাইন আহমদ সাহেবের তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

তার বড় সাহেবজাদা হযরত মাওলানা শাহ্সুফী হাসনাইন আহমদ সাহেব দ্বিতীয় ছাহেবজাদার নাম জনাব সাইয়্যিদাইন, তৃতীয় ছাহেবজাদার নাম জনাব উসামা। বড় সাহেবজাদা হযরত মাওলানা শাহ্সুফী হাসনাইন আহমদ সাহেব একজন বিজ্ঞ আলেম ও বড় ফকীহ। চালচলনে তিনি সুন্নতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক উজ্জল অনুসরণকারী। হযরত মাওলানা শাহ সুফী হোসাইন আহমদ সাহেব জীবদ্দশায়ই হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী হাসনাইন আহমদ সাহেবকে ইত্তেহাদী তাওয়াজ্জোহ দ্বারা বেলায়েতের দরজায় পৌঁছায়ে দেন এবং খেলাফত দান করতঃ গদীনাশীন করে যান। জৌনপুর তিনি নিজ গৃহে বিখ্যাত মকবুল হাদীস গ্রন্থ বোখারী শরীফের তালীম দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশের বরিশালে জেলার ভোলা মকামে ও জায়গায় তাবলীগে দ্বীন ও হেদায়েতের কাজে নিয়োজিত আছেন।

মাওলানা মুসলিহ্ উদ্দীন (মৃঃ ১৮৯৯)

মাওলানা রজব আলীর পুত্র মাওলানা মুসলিহ্ উদ্দীন উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত আলিম, ফিকহ্বিদ ও ধর্মপ্রচারক ছিলেন। দেশব্যাপী তাঁর বক্তৃতার খ্যাতি ছিল। তিনি জৌনপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বড় হন। কিছুকাল নিজ এলাকায় পড়াশোনা করেন। তৎপর চাচা মাওলানা কারামত আলীর সংস্পর্শে আসেন, ঘনিষ্ঠ সহচররূপে তাঁর খিদমত করেন, তাঁর হাতে বায়আত হন, তাঁর নিকট থেকে খিলাফত প্রাপ্ত হন, তাঁর সাথে তাবলীগ করেন, তাঁর মৃত্যুর (১৮৭৩) পর বাঙলায়, বিশেষত নোয়াখালী, সন্দ্বীপ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কমিল্লা, পাবনা, চট্টগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ, আসামের ধুবড়ী, গোয়ারপাড়া, বার্মার আরাকান ইত্যাদি স্থানে ধর্মপ্রচার করেন। তিনি মাওলানা কারামত আলীর ভাতিজা ও জামাতা ছিলেন। কারামত আলীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পরিবারের তত্ত্বাবধান করেন। মাওলানা আবদুল আউওয়াল জৌনপুরী তাঁর হাতেই লালিত-পালিত হন এবং তাঁরই বদৌলতে লখ্নৌ ও পবিত্র মক্কায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

১৩০৬ হিজরী মুতাবিক ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মাওলানা মুসলিহ্ উদ্দীন পাবনায় ইন্তিকাল করেন এবং তথায় দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

আওরাদে মুর্শিদ

জীবনের প্রয়োজনীয় মাসনূন দুআ ও অজিফা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. **ফযীলতঃ** হাসানইবনে আবিদ দুনিয়া হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- যালেম বাদশাহ বখত নছর যখন দানিয়াল (আঃ)-কে দু'টি বাঘের সাথে একটি কূঁয়ার ভিতরে বন্দী করে রেখেছিল, তখন তিনি নিম্নোক্ত দুআ পড়েছিলেন। ফলে হিংস্র বাঘ দু'টি তাঁকে কোন ক্ষতি করে নাই। (বর্ণনাটি হাছান বলে উল্লেখ করেছেন।)

① اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَا يَنْسٰى مَنْ ذَكَرَهٗ -

উচ্চারণঃ আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী লা ইয়ান্‌সা মান্ যাকারাহ্।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা ঐ মহান আল্লাহ্ তা'আলার যিনি ভুলেন না তাকে, যে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে।

২. **ফযীলতঃ** হযরত ইমাম আহমাদ (রহঃ) নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন- আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এক ব্যক্তি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দিয়ে বায়আত হল এবং নিম্নোক্ত দুআ পড়ল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তুমি আবার পড়। লোকটি এই দুআ আবার পড়ল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- আল্লাহ্‌র কসম! দু'শ জন ফেরেশতা এর নেকী লিখার ইচ্ছা করছে। কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না যে, কি নেকী লিখবে। অত্যন্ত পেরেশান হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন করল। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হুকুম হল যে, আমার বান্দা যে কালিমা পড়েছে তা লিখে রাখ। আমি নিজেই বান্দার পঠিত এ কালিমার ছওয়াব ও প্রতিদান দিব।

② اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا اَنْ يُّحْمَدَ وَيَنْبَغِىْ لَهٗ -

উচ্চারণঃ আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি হাম্‌দান কাছীরান ত্বাইয়্যিবাম্‌ মুবারাকান্‌ ফীহি কামা ইউহিব্বু রাব্বুনা আঁই ইউহ্‌মাদা ওয়া ইয়াম্‌বাগী লাহ্‌।

অর্থঃ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র; আমি পবিত্রতার সাথে অসীম, বরকতময়, আল্লাহ্‌র গুণগান করছি। আমার প্রতিপালক যেমন প্রশংসা করা ভালবাসেন এবং যে প্রশংসা তাঁর উপযুক্ত।

৩. **ফযীলতঃ** ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় নিচের দুআটি একবার পড়বে আল্লাহ্‌ তাআলা তার শরীরের এক চতুর্থাংশ জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। দুইবার পড়লে অর্ধেক, তিনবার পড়লে তিন চতুর্থাংশ এবং চারবার পড়লে তার পুরা শরীর আল্লাহ্‌ তাআলা জাহান্নাম থেকে হেফাযত করবেন।

ইবনে আসাকির বলেছেন– যে ব্যক্তি আরও চারবার পড়বে। অতঃপর মারা যাবে তাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করান হবে। (রিয়াজুল জান্নাত) এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়- যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় উক্ত দুআ আটবার পড়বে আল্লাহ্‌ তাআলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে বেহেশ্‌ত নসীব করবেন। –অনুবাদক

(৩) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ وَ اُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَآئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ ـ اَصْبَحْنَا وَ اَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ رَبِّ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَمَا بَعْدَهٗ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসবাহ্তু উশহিদুকা ওয়া উশহিদু হামালাতা আরশিকা ওয়া মালায়িকাতাকা ওয়া জামীআ খালক্বিকা আন্নাকা আন্তাল্লাহু লাইলাহা ইল্লা আন্তা ওয়াহ্দাকা লা শারীকা লাকা ওয়া আন্না সাইয়্যিদানা মুহাম্মাদান আব্দুকা ওয়া রাসূলুকা। আসবাহ্না ওয়া আস্বাহাল্ মুল্কু লিল্লাহি ওয়াল হাম্দু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুল্কু ওয়া লা হুল্হাম্দু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। রাব্বি আস্য়ালুকা খাইরা মা ফী হাযাল ইয়াওমি ওয়া খাইরা মা বা'দাহু ওয়া আঊযুবিকা মিন শাররি মা ফী হাযাল ইয়াওমি ওয়া শাররি মা বা'দাহ্।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমি সকাল বেলায় উপস্থিত হয়েছি। তোমাকে সাক্ষী রাখছি তোমার আরশ বহনকারী ফেরেশতা, অন্যান্য ফেরেশতা এবং সমস্ত মাখলূককে সাক্ষী রাখছি যে, তুমি একমাত্র আল্লাহ্। তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; তুমি এক তোমার কোন শরীক নেই এবং আমাদের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার বান্দা ও রাসূল। আমরা ভোরে উপনীত হলাম। আল্লাহ্র রাজত্ব সকালে উপনীত হল এবং সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। একমাত্র তাঁরই রাজত্ব আর তিনি সকল প্রশংসার মালিক, তিনি সর্বশক্তিমান। আয় প্রভূ! আমি তোমার কাছে এ দিন এবং এর পরবর্তী সময়ের কল্যাণ কামনা করি এবং তার যাবতীয় ক্ষতির থেকে তোমার কাছে আশ্রয় বা পানাহ চাই।

৪. **ফযীলতঃ** ইমাম আহ্মাদ (রহঃ) ও অন্যান্য ইমামগণ সহীহ সনদে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দুআ পড়তেন।

④ أَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَ دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

উচ্চারণঃ আস্‌বাহ্‌না আলা ফিতরাতিল ইসলামি, ওয়া কালিমাতিল ইখলাসি, ওয়া দ্বীনি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ওয়া মিল্লাতি আবীনা ইবরাহীমা হানীফাম্‌ মুসলিমাঁও ওয়া মা কানা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থঃ আমরা ইসলামী ফিতরাত অনুযায়ী ইখলাছের সাথে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরীকায় এবং আমাদের জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর মিল্লাত বা দ্বীন অনুযায়ী সকালে উপনীত হলাম।

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আউফা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দুআটি يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ পর্যন্ত প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করতেন।

৫ اَصْبَحْنَا وَ اَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَ الْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظْمَةُ لِلّٰهِ وَالْخَلْقُ وَالْاَمْرُ وَاللَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيْهِمَا لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ وَالسُّلْطَانُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوَّلَ هٰذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَ اَوْسَطَهُ نَجَاحًا وَاٰخِرَهُ فَلَاحًا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণঃ আস্‌বাহ্‌না ওয়া আস্‌বাহাল মুল্‌কা লিল্লাহি ওয়াল কিব্‌রিয়াউ ওয়াল আজ্‌মাতু লিল্লাহি ওয়াল খাল্‌কু ওয়াল আম্‌রু ওয়াল্লাইলু ওয়ান্নাহারু ওয়া মা সাকানা ফী হিমা লিল্লাহি ওয়াহ্‌দাহু ওয়াল হাউলু ওয়াল কুউওয়াতু ওয়াস্‌সুলতানু ফিস্‌সামা-ওয়াতি ওয়াল আরযি লিল্লাহি তাআলা, আল্লাহুম্মাজ আল আউওয়ালা হাযান্নাহারি সালাহান, ওয়া আওসাত্বাহু নাজাহান, ওয়া আখিরাহু ফালাহান ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থঃ আমরা প্রত্যুষে উপনীত হলাম। রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র, অহংকার, বড়ত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র। সমস্ত মাখলূক, সমস্ত হুকুম, রাত্র-দিন

এবং তার মধ্যস্থিত যাবতীয় সবকিছু আল্লাহ্‌রই। তাওফীক, ক্ষমতা এবং আসমান-যমীনের রাজত্ব আল্লাহ্‌র-ই। আয় আল্লাহ্! এ দিনের প্রথম ভাগে আমাদের শোধরিয়ে দিন। মধ্য ভাগে পরিত্রাণ দিন এবং শেষ ভাগে সফলতা দান করুন হে মহান দয়ালু।

৬. **ফযীলতঃ** ইমাম তিরমিযী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ)-এর বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত দুআটি হযরত সাহাবায়ে কেরামদের শিখিয়ে দিতেন। যারা এ দুআর আমল করত, তারা ভয়-ভীতি থেকে হেফাযত থাকত। হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেন- আমি ছোট বুঝদার বাচ্চাদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিতাম। আর তা লিখে অবুঝ শিশুদের গলায় লটকিয়ে দিতাম।

⑥ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِىْ يُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَاَ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ - اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَ عِقَابِهٖ وَ مِنْ شَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ-

উচ্চারণঃ আউযুবিল্লাহিল্লাযী ইউম্‌সিকুস্ সামায়া আন তাক্বাআ আলাল আরযি ইল্লা বিইযনিহী মিন শাররি মা খালাকা ওয়া যারায়া ওয়া মিন শাররিশ্ শাইত্বৌনি ওয়া শিরকিহ্। আউযুবি কালিমাতিল্লাহিত তা-ম্মাতি মিন গাযাবিহী ওয়া ইকাবিহী ওয়া মিন শাররি ইবাদিহী ওয়া মিন হামাযাতিশ শাইয়াত্বীনি ওয়া আঁয়্যাহ্‌যুরূন।

অর্থঃ আমি ঐ মহান আল্লাহ্ যিনি যমীনে পতিত হওয়া থেকে আসমানকে রক্ষা করেছেন। তাঁরই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যাবতীয় মাখলূকের ক্ষতি থেকে। আর শয়তানের ক্ষতি থেকে এবং শিরক থেকেও পানা চাচ্ছি। আমি আল্লাহ্‌র কালিমায় তাম্মার (পরিপূর্ণ কালিমার) সাহায্যে তাঁর গযব ও শাস্তির থেকে পানাহ চাই। বান্দার ক্ষতির থেকে, শয়তানের ওয়াস্‌ওয়াসা থেকে এবং আমার কাছে তার উপস্থিতির থেকেও আমি আল্লাহ্‌র পানাহ চাই।

৭. **ফযীলতঃ** আবূ দাউদ ও অন্যান্য হাদীছবেত্তাগণ হযরত উছমান (রাঃ) থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় নিচের দুআটি পড়বে সে সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে হেফাযত থাকবে, সে হঠাৎ কোন বিপদে পতিত হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হেফাযত করবেন।

(৭) بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াযুররু মাআস্‌মিহী শাইউন্ ফিল আরযি ওয়া লা ফিস সামায়ি ওয়া হুওয়াস্ সামীউল আলীম।

অর্থঃ আমি শুরু করলাম ঐ মহান আল্লাহ্‌র নামে যার নামে আরম্ভ করলে আসমান-যমীনের কিছুতে ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

৮. **ফযীলতঃ** হযরত ইবনে আবিদ দুনিয়া বলেন– রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে নিম্নোক্ত দুআ শিখিয়ে দিয়ে বলেন- মসীবতের সময় তুমি এই দুআ পড়িও। আর হযরত আলী (রাঃ) নিজ সন্তানদেরকে এই দুআ শিখিয়ে বলতেন- তোমরা এই দুআ পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে নিজ প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করিও।

(৮) يَا كَآئِنًا قَبْلَ كُلِّ شَىْءٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ضَعِيْفٌ فَقَوِّنِىْ وَ اِنِّىْ ذَلِيْلٌ فَاَعِزَّنِىْ وَ اِنِّىْ فَقِيْرٌ فَاَغْنِنِىْ -

উচ্চারণঃ ইয়া কায়িনান ক্বাব্‌লা কুল্লি শাইয়িন আল্লাহুম্মা ইন্নী যাঈফুন ফাকাওবিনী ওয়া ইন্নী যালীলুন ফা আয়িযানী ওয়া ইন্নী ফাকীরুন ফাআগ্‌নিনী।

অর্থঃ আদি থেকে বিদ্যমান আয় আল্লাহ্! আমি নিশ্চয়ই দুর্বল তুমি আমাকে শক্তি দাও, আমি নিকৃষ্ট তুমি আমাকে সম্মান দাও। আর আমি ফকীর (অসহায়) তুমি আমাকে ধনী বানাও।

৯. **ফযীলতঃ** ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য ইমামগণ লিখেছেন- যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দুআ তিনবার করে পড়বে আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি রাজী ও খুশী হয়ে যাবেন।

(৯) رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا ـ جَزَى اللّٰهُ عَنَّا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ اَهْلُهٗ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ

উচ্চারণঃ রাযীতু বিল্লাহি রাব্বাঁও ওয়া বিল ইসলামি দ্বীনাঁও ওয়া বি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নাবিয়্যাঁও ওয়া রাসূলা। জাযাল্লাহু আন্না সাইয়্যিদানা মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বিমা হুওয়া আহ্‌লুহূ, হাসবিয়াল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।

অর্থঃ আল্লাহ্‌কে রব (প্রতিপালক) হিসাবে পেয়ে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে, আর আমাদের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী ও রাসূল হিসাবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট আনন্দিত। আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের পক্ষ থেকে তার উপযুক্ত প্রতিদান দান করুন। আল্লাহ্ তাআলাই আমার জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম যিম্মাদার (অভিভাবক)।

১০. **ফযীলতঃ** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- ভয় ও মসীবতের সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়লে মসীবত ও ভয়ের থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

(১০) وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ ـ

উচ্চারণঃ ওয়ালা হাউলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহু।

অর্থঃ আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া বাঁচার উপায় নেই ও আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া তাঁর হুকুম মানার ক্ষমতা নেই। তিনি মহান, তিনি সম্মানী। ইয়া আল্লাহ্! ইয়া আল্লাহ্! ইয়া আল্লাহ্।

১১. **ফযীলতঃ** নিম্নোক্ত দুআকে দুরূদে মুআজ্জম বা বড় দুরূদ বলা হয়। প্রত্যহ রাত্রে ইহা দশবার পাঠ করা এবং জুমুআর রাত্রে ১০০ বার পাঠ করা অনেক লাভজনক। মাওলানা আবদুল হক মুহাজির বলেন- যে ব্যক্তি নিয়মিত ইহার আমল করবে সে মৃত্যুর পর অনুভব করতে পারবে যে, স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কবরস্থ করছেন।

(১১) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَسَلِّمْ ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদি নিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যিল হাবীবিল আলিল্ ক্বাদ্‌রিল আজীমিল জাহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাহ্‌বিহী ওয়া সাল্লিম।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমাদের নেতা (সরদার) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি উম্মী নবী, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হাবীব-এর প্রতি রহমত নাযিল কর, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের প্রতি রহমত নাযিল কর।

১২. **ফযীলতঃ** নিচের দুআর ফযীলতে লিখা হয়েছে যে, ফেরেশ্‌তা এই দুআর ছওয়াব লিখার ক্ষেত্রে অক্ষমতা প্রকাশ করে আল্লাহ্‌র কাছে আরজ করবে আমরা কি লিখব! কিভাবে লিখব? তখন আল্লাহ্ পাক বলবেন- যাও আমার বান্দা যা পড়েছে তা লিখে রাখ। বান্দা যখন আমার কাছে আসবে আমি নিজেই বান্দার ছওয়াব বা প্রতিদান দিব।

(১২) سُبْحَانَكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِىْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ ـ

উচ্চারণঃ সুবহানাকা লাইলাহা ইল্লা আন্তা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরামি, ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়াম্বাগী লি জালালি ওয়াজহিকা ওয়া লি আজীমি সুলত্বানিকা।

অর্থঃ তুমি পবিত্র, তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আয় সম্মানের অধিকারী আল্লাহ্! আয় আমার প্রভূ! যাবতীয় প্রশংসা তোমারই যেমন- তোমার মর্যাদার জন্য উপযুক্ত এবং তোমার মহান রাজত্বের জন্য যা উপযুক্ত।

১৩. **ফযীলতঃ** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন মসীবতে পড়ে যেতেন তখন নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করতেন।

(১৩) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَ دَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِصْمَةَ وَالْعِفَّةَ وَ الْاَمَانَةَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَ الرِّضَا بِالْقَدْرِ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَقَّ قَدْرِهٖ وَمِقْدَارِهٖ ـ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ ـ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন জাহ্‌দিল বালায়ি ওয়া দারকিশ শাক্বায়ি ওয়া সূয়িল কাযায়ি ওয়া শামাতাতিল আ'দায়ি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাস সিহ্‌হাতা ওয়াল ইসমাতা ওয়াল ইফ্‌ফাতা ওয়াল আমানাতা ওয়া হুস্‌নাল খুলুক্বি ওয়ার রিযা বিল ক্বাদ্‌রি।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন হাক্কা ক্বাদরিহী ওয়া মিকদারিহী, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আজীমুল হালীমু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আজীম।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই বিপদ-আপদের আগমন থেকে। ভীতি পাওয়ার থেকে, শুন্যতার ক্ষতির থেকে ও শত্রুদের আক্রমণ থেকেও তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আয় আল্লাহ্ তোমার কাছে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, পবিত্রতা, আমনতদারী, উন্নত চরিত্র ও তাকদীরের সাথে সন্তুষ্টি কামনা করি।

আয় আল্লাহ্! তুমি দয়া কর আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী যে পরিমাণ দয়া করা তার উপযুক্ত। একমাত্র সহনশীল মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই। আরশে আযীমের মালিক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই।

১৪. **ফযীলতঃ** ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, নিচের দুই আয়াতের মধ্যেই ইসমে আজম রয়েছে।

(১৪) وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ - الٓمّٓ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ -

উচ্চারণঃ ওয়া ইলাহুকুম ইলাহুঁও ওয়াহিদ, লাইলাহা ইল্লা হুওয়ার রাহমানুর রাহীম। আলিফ লা-ম মীম, আল্লাহু লাইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যূম।

অর্থঃ আর তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ্ সেই মহান করুণাময় দয়াবান আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ বা মা'বূদ নেই। আলিফ-লাম-মীম, মহান আল্লাহ্ তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনি চিরঞ্জীবী ও চিরস্থায়ী।

১৫. **ফযীলতঃঃ** ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত কালিমা পড়বে সে তুফান এবং পেরেশানী থেকে মুক্তি পাবে।

(১৫) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَبْلَ كُلِّ شَىْءٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ بَعْدَ كُلِّ شَىْءٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَبْقٰى رَبُّنَا وَيَفْنٰى كُلِّ

شَيْءٍ ـ اَللّٰهُمَّ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ، اَللّٰهُمَّ لَا نَعْبُدُ اِلَّآ اِيَّاكَ
اَللّٰهُمَّ لَا نُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا ـ

উচ্চারণঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ক্বাব্‌লা কুল্লি শাইয়িন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু বা'দা কুল্লি শাইয়িন, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়াব্‌ক্বা রাব্বুনা ওয়া ইয়াফ্‌না কুল্লি শাইয়িন। আল্লাহুম্মা লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, আল্লাহুম্মা লা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাকা আল্লাহুম্মা লা নুশরিকু বিকা শাইয়া-।

অর্থঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই তিনি-ই সর্বপ্রথম তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। একমাত্র তিনি-ই থাকবেন এবং বাকি সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আয় আল্লাহ্! তুমি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। আয় আল্লাহ্! আমরা একমাত্র তোমার-ই ইবাদত করি। আয় আল্লাহ্! আমরা তোমার সাথে কোন কিছু শরীক করি না।

১৬. রিয়াজুল জান্নাত গ্রন্থে আছে যে, হযরত ইসমাঈল তূসী (রহঃ) হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর সূত্রে নিজ কিতাবে নিম্নোক্ত দুরূদ উল্লেখ করেছেন।

(১৬) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ আল সালা ওয়াতিকা ওয়া বারাকাতিকা আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা জাআল্‌তাহা আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ আয় আল্লাহ! তোমার রহমত এবং বরকত বর্ষণ কর আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি যেমন তুমি রহমত ও বরকত নাযিল করেছ হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর প্রতি, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত সম্মানিত।

১৭. নিম্নোক্ত দুআটি তিরমিযী শরীফের মধ্যে উল্লেখ করেছেন দু'আটির বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রাঃ)।

(১৭) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّآئِمَةَ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ جَمِيْعَ مَا مَضٰى مِنْ ذُنُوْبِىْ وَ اعْصِمْنِىْ فِيْمَا بَقِىَ مِنْ عُمُرِىْ وَ ارْزُقْنِىْ عَمَلًا تَرْضٰى بِهٖ عَنِّىْ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَ الْاَهْوَآءِ وَالْاَدْوَآءِ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল আফ্‌ওয়া ওয়াল আফিয়াতা ওয়াল মুআফাতাদ দায়িমাতা ফিদ্ দ্বীনি ওয়াদ্ দুন্‌ইয়া ওয়াল আখিরাতি, আল্লাহুম্মাগ ফিরলী জামীআ মা মাযা মিন যুনূবী ওয়া'সিমনী ফীমা বাক্বিয়া মিন উমুরী ওয়ার যুক্বনী আমালান তার্‌যা বিহী আন্নী, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিম মুনকারাতিল আখলাকি ওয়াল আ'মালি ওয়াল আহ্‌ওয়ায়ি ওয়াল আদ্‌ওয়ায়ি।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেছি। সুস্থতা এবং দুনিয়া ও আখেরাতের স্থায়ী শান্তি কামনা করতেছি। আয় আল্লাহ্! আমার পিছনের যাবতীয় গুনাহ্ মাফ করে দাও আর বাকী জীবনে গুনাহ থেকে তুমি আমাকে হেফাযত কর। আর তোমার মর্জী মোতাবেক আমল করার তাওফীক দান কর। আয় আল্লাহ্! আমি অসৎ আমল, অসৎ চরিত্র, খাহেশাতে নাফসানী এবং যাবতীয় বিমারী থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করতেছি।

১৮. **ফযীলতঃ** তাফসীরে রূহুল বয়ানে নিম্নোক্ত দুরূদের ফযীলতে লিখা হয়েছে যে, মারাত্মক বিমারী (রোগের) সময় এই দুরূদ শরীফ সকাল-সন্ধ্যায় তিন তিন বার পাঠ করলে আল্লাহ্ তাআলা পাঠককে ধ্বংসাত্মক রোগের থেকে মুক্তি দিবেন। লেখক তার উস্তাদ, মুরশেদ হযরত মাওলানা আবদুল হক সাহেবের অনুমতিক্রমে আমল করে দুআটি অত্যন্ত ফলপ্রসু পেয়েছেন।

(১৮) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، بِعَدَدِ كُلِّ دَاۤءٍ وَ دَوَاۤءٍ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ,বিআদাদি কুল্লি দায়িন ওয়া দাওয়ায়িন।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ও তাঁর বংশের প্রতি রোগ-দুঃখ এবং চিকিৎসা-ওষুধ মাফিক রহমত নাযিল কর।

১৯. সাহেবে আবূ দাউদ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে নিম্নোক্ত দুআটি বর্ণনা করেছেন।

(১৯) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّءِ الْاَسْقَامِ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল বারাসি ওয়াল জুনূনি ওয়াল জুযামি ওয়া সাইয়্যিয়িল আসক্বামি।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমি যাবতীয় ক্ষতি তথা কুষ্টরোগ, পাগলামীসহ কঠিন বিমারী থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করতেছি।

২০. হযরত উকবা ইবনে আমের থেকে নিম্নে উল্লেখিত দুআটি মু'জামে তাবারানী বর্ণনা করেছেন।

(২০) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْۤءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْۤءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْۤءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْۤءِ فِىْ دَارِ الْمُقَامَةِ - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰۤى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ইয়াওমিস সূয়ি ওয়া মিন সাআতিস সূয়ি ওয়া মিন সাহিবিস সূয়ি ওয়া মিন জারিস সূয়ি ফী দারিল মুক্বামাতি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসূলিকা ওয়া আহলি বাইতিহী কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমি সকল প্রকার খারাবী তথা দিনের খারাবী, সময়ের খারাবী, খারাপ সাথী এবং বসতী স্থানে খারাপ প্রতিবেশীর থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করি। আয় আল্লাহ্! তোমার প্রিয় বান্দা ও রাসূল আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রহমত নাযিল কর যেমন- হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি রহমত নাযিল করেছ। নিশ্চয়-ই তুমি প্রশংসিত মর্যাদাবান।

২১. **ফযীলতঃ** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্রুত ঋণ পরিশোধের জন্য হযরত আলী (রাঃ)-কে নিম্নোক্ত দুআ শিক্ষা দিয়েছেন। দুআটি যোহর এবং জুমুআর নামাযের পর ৭০ (সত্তর) বার করে পড়তে হয়।

(২১) اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ اَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ-

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাক ফিনী বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগনিনী বি ফাযলিকা আম্মান সিওয়াকা।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! হারাম ত্যাগ করে হালাল রিযিক আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও এবং তুমি ছাড়া সবকিছু থেকে আমাকে বে-নিয়ায (মুখাপেক্ষীহীন) বানিয়ে দাও।

২২. **ফযীলতঃ** আবূ দাউদ ও অন্যান্য ইমামগণ হযরত মুআয (রাঃ) থেকে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে বলেছেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ্র শপথ তোমাকে অসিয়ত করছি যে, তুমি প্রত্যহ নামাযের পর নিম্নোক্ত দুআ তিনবার করে পড়বে।

(২২) اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! তোমার স্মরণে, তোমার কৃতজ্ঞতায় এবং সুন্দরভাবে তোমার ইবাদত করার প্রতি আমাকে তুমি সাহায্য কর।

২৩. **ফযীলতঃ** হযরত আবূ দারদা (রাঃ)-কে এক ব্যক্তি এসে সংবাদ দিল, হুযূর! আপনার বাড়ী আগুনে জ্বলে গেছে। তিনি নিশ্চিন্তভাবে বললেন, কিছুতেই হতে পারে না। আল্লাহ পাক এই রূপ কখনও করবেন না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট শুনেছি, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দুআ দিনের প্রারম্ভে পাঠ করে, সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে কোন বিপদ স্পর্শ করবে না এবং যদি সন্ধ্যায় পাঠ করে তবে ভোর পর্যন্ত তার কোন বিপদ আসবে না। অন্য বর্ণনায় তার জান-মাল ও পরিবার-পরিজনের উপর কোন বিপদ পৌঁছনে না। আজ ভোরে আমি এই কালিমা পাঠ করেছি। তাই কেমন করে আমার ঘর জ্বলতে পারে? তখন লোকে বলল, গিয়ে দেখুন। তিনি তাদের সাথে গিয়ে নিজের বাড়ীতে পৌছিলেন এবং দেখতে পেলেন, পাড়ার আশ-পাশের সকল ঘরই জ্বলেছে শুধু তাঁর ঘর আল্লাহ তাআলা নিরাপদ রেখেছেন।

(২৩) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ لَا حَوْلَ وَ لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া আন্তা রাব্বুল আরশিল আজীম, মা শাআল্লাহু কানা ওয়া মা লাম ইয়াশা' লাম ইয়া কুন লা হাউলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। আ'লামু আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, ওয়া আন্নাল্লাহা ক্বাদ আহাত্বা বি কুল্লি শাইয়িন ইল্মা।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! তুমি আমার প্রভূ তুমি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নাই। তোমার-ই উপর ভরসা করলাম, তুমি-ই মহান আরশের মালিক। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করে তাই হয়, আর যা ইচ্ছা করে না তা হয় না। আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া কেহ গুনাহ ছাড়তে পারে না। অনুরূপ আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া কারও ইবাদত করার ক্ষমতা নাই। আমি জানি যে, আল্লাহ্ সর্ব শক্তিমান এবং আল্লাহ্ তাআলা সবকিছুর জ্ঞান রাখেন।

২৪. **ফযীলতঃ** তিরমিযী শরীফে আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন- নামাযের পর মুনাজাতের মধ্যে নিম্নোক্ত দুআ পড়া কর্তব্য।

(২৪) رَبِّ اَعِنِّیْ وَ لَا تُعِنْ عَلَیَّ وَ انْصُرْنِیْ وَ لَا تَنْصُرْ عَلَیَّ وَ امْکُرْلِیْ وَلَا تَمْکُرْ عَلَیَّ وَ اهْدِنِیْ وَ یَسِّرِ الْهُدٰی لِیْ وَانْصُرْنِیْ عَلَیَّ مَنْ بَغٰی عَلَیَّ ـ اَللّٰهُ اَکْبَرُ اَللّٰهُ اَکْبَرُ اَللّٰهُ اَعَزُّ مِنْ خَلْقِهٖ جَمِیْعًا، اَللّٰهُ اَعَزُّ مِمَّا اَخَافُ وَ اَحْذَرُ ـ

উচ্চারণঃ রাব্বি আইন্নী ওয়া লা তুইন আলাইয়্যা ওয়ানসুরনী ওয়া লা তানসুর আলাইয়্যা ওয়ামকুর লী ওয়া লা তামকুর আলাইয়্যা ওয়াহ্দিনী ওয়া ইয়াস্সিরিল হুদা লী ওয়ানসুরনী আলাইয়্যা মাম্বাগা আলাইয়্যা। আল্লাহু আকবারু আল্লাহু আকবারু আল্লাহু আআয্যু মিন খালক্বিহী জামীআ, আল্লাহু আআয্যু মিম্মা আখাফু ওয়া আহ্যারু।

অর্থঃ আয় আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে সাহায্য কর আমার বিপক্ষে কাউকে সাহায্য কর না। আমাকে মদদ দাও, আমার বিরুদ্ধে কাউকে মদদ দিও না। আমার জন্য কৌশল কর, আমার বিরুদ্ধে কাউকে কৌশল কর না। আমাকে হেদায়েত কর আর আমার জন্য হেদায়েত সহজসাধ্য করে

দাও। আর আমার প্রতি যে বাড়াবাড়ি করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ যাবতীয় মাখলূক থেকে অধিক সম্মানী। আমি যার ভয় করি আল্লাহ্ তার থেকে অধিক সম্মানিত।

২৫. **ফযীলতঃ** আবূ দাউদ শরীফে আছে আসমা বিনতে উমায়ের বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- তোমাদের কেহ যদি বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট বা অসুস্থতায় পড়ে যায় তবে নিম্নোক্ত দুআ তিনবার পড়বে।

(২৫) اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَاۤ اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا۔

উচ্চারণঃ আল্লাহু আল্লাহু রাব্বী লা উশরিকু বিহী শাইয়া।

অর্থঃ আল্লাহ্-ই আমার প্রভূ, আমি তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করি না।

২৬. মু'জামে তাবারানীতে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে নিম্নোক্ত দুআ বর্ণিত হয়েছে।

(২৬) يَا وَلِيَّ الْاِسْلَامِ وَ اَهْلِهٖ ثَبِّتْنِىْ بِهٖ حَتّٰى اَلْقَاكَ۔

উচ্চারণঃ ইয়া ওয়ালিয়্যাল ইসলামি ওয়া আহলিহী ছাব্বিতনী বিহী হাত্তা আল্‌ক্বাকা।

অর্থঃ ওহে মুসলিম জাতির অভিভাবক! তোমার সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত আমাকে দৃঢ়পদ থাকার তাওফীক দাও।

২৭. মাসনাদে আহ্‌মাদে নিম্নোক্ত দুআটি রয়েছে।

(২৭) اَللّٰهُمَّ لَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রা তুখযিনী ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! কিয়ামতের দিন আমাকে অপমান কর না।

২৮. হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে ইবনে সানী তার কিতাবে এই দুআটি উল্লেখ করেছেন।

(২৮) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِىْ اٰخِرَهٗ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَوَاتِيْمَ عَمَلِىْ رِضْوَانَكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ اَيَّامِىْ يَوْمَ اَلْقَاكَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ আল খাইরা উমরী আখিরাহু আল্লাহুম্মাজ্আল খাওয়াতীমা আমালী রিয্ওয়ানাকা আল্লাহুম্মাজ্আল খাইরা আইয়্যামী ইয়াওমা আল্ক্বাকা।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমার শেষ জীবনকে সুন্দর বানিয়ে দাও। আয় আল্লাহ্! তোমার সন্তুষ্টি মোতাবেক আমার শেষ আমল করার তাওফীক দাও। আয় আল্লাহ্! তোমার সাক্ষাতের দিনকে আমার জন্য কল্যাণকর বানিয়ে দাও।

২৯. **ফযীলতঃ** ইবনে সানী তার নিজ কিতাবে লিখেছেন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন- একজন বৃদ্ধ সাহাবী দুর্বল হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে তার দুর্বলতার অভিযোগ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে নিম্নোক্ত দুআ প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর তিনবার পড়ার নির্দেশ দেন। এর দ্বারা তার উপকার হয়।

(২৯) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ مِنْ عِنْدِكَ وَاَفِضْ عَلَىَّ مِنْ فَضْلِكَ وَ اَسْبِغْ عَلَىَّ رَحْمَتَكَ وَاَنْزِلْ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ-

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আজীমি ওয়া বিহামদিহী ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লাবিল্লাহি, আল্লাহুম্মাহ্দিনী মিন ইনদিকা ওয়া আফিয আলাইয়্যা মিন ফাযলিকা ওয়া আসবিগ আলাইয়্যা রাহমাতাকা ওয়া আনযিল আলাইয়্যা মিন বারাকাতিকা।

অর্থঃ আমি আল্লাহ্ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রশংসা করছি। আমি মহান আল্লাহ্ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর গুণগান করছি। আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া কারও কিছু করার নাই। আয় আল্লাহ্! আমাকে তোমার মনোনীত হেদায়েত দান কর। আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ জারী করে দাও। আর আমার প্রতি তোমার দয়া পরিপূর্ণ দান কর এবং আমার প্রতি তোমার বরকত নাযিল কর।

৩০. **ফযীলতঃ** নিম্নোক্ত দুআটি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আনাস (রাঃ)-কে শিখিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, তুমি অজিফা হিসাবে এই দুআটি পাঠ করবে ইন্‌শাআল্লাহ্ শত্রু তোমাকে পরাজিত করতে পারবে না এবং তুমি কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্তও হবে না। সুতরাং যালেম বাদশাহ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যখন হযরত আনাস (রাঃ)-এর উপর মারাত্মকভাবে রাগান্বিত হয় তখন হযরত আনাস (রাঃ) এই দুআ অজিফা হিসাবে পাঠ করায় তার যুলুম থেকে রক্ষা পান।

(৩০) بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ بِسْمِ
اللّٰهِ عَلٰى دِيْنِىْ وَنَفْسِىْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى وَلَدِىْ
وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ اَعْطَانِيْهِ
رَبِّىْ بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَآءِ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْاَرْضِ
وَالسَّمَآءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ دَآءٌ بِسْمِ
اللّٰهِ افْتَتَحْتُ وَ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَ
دُنْيَاىَ وَ اَهْلِىْ وَاَوْلَادِىْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ
رَوْعَاتِنَا۔

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, বিসমিল্লাহি আলা দীনী ওয়া নাফসী বিসমিল্লাহি আলা ওয়ালাদী ওয়া আহ্‌লী ওয়া মালী বিসমিল্লাহি আলা কুল্লি শাইয়িন আ'ত্বানীহি রাব্বী বিসমিল্লাহি

খাইরিল আসমায়ি বিসমিল্লাহি রাব্বিল আরযি ওয়াস সামায়ি বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াযুররু মাআসমিহী দাউন, বিসমিল্লাহি ইফতাতাহতু ওয়া আলাল্লাহি তাওয়াক্কালতু লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল আফ্ওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফী দীনী ওয়া দুন্ইয়া ইয়া, ওয়া আহ্লী ওয়া আওলাদী, আল্লাহুম্মাসতুর আউরাতিনা ওয়া আমিন রাওআতিনা।

অর্থঃ আল্লাহ্র নামে শুরু করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সর্দার। আল্লাহ ছাড়া কারো কোন ক্ষমতা নাই। আমার জীবন ও দ্বীন আল্লাহ্র নামে কুরবানী করলাম, আমার সন্তান, পরিবার, ধনসম্পদ আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করলাম, আর পরওয়ারদেগারে আলম আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তাও আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করলাম, উত্তম নামসমূহের সাথে, আসমান যমীনের প্রতিপালক আল্লাহ্র নামে শুরু করলাম। আল্লাহ্ তাআলার নামের সাথে শুরু করলে কোন অসুস্থতায় ক্ষতি করতে পারে না, আল্লাহ্র নামের সাথে সূচনা করলাম, আল্লাহ্র উপর-ই ভরসা করলাম আল্লাহ ছাড়া কারো ক্ষমতা নাই. আয় আল্লাহ্! আমাকে আমার পরিবারবর্গ, সন্তানাদিকে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে পূর্ণ সুস্থতা ও শান্তি দান কর। আয় আল্লাহ্! আমার সতর ঢাকার ব্যবস্থা করে দাও ও পরিবারবর্গকে নিরাপত্তা দাও।

৩১. **ফযীলতঃ** নিম্নোক্ত দুআর নাম সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার। এর ফযীলত বর্ণনায় হযরত বুরাইদা (রাঃ) বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এ দু'আ পড়বে অতীব মঙ্গলজনক ভাবে তার মৃত্যু হবে। অর্থাৎ সকালে পড়ার পর সন্ধ্যার পূর্বে মারা গেলে সে বেহেশ্তী হয়ে যাবে। অনুরূপ সন্ধ্যায় পড়ে রাত্রে মারা গেলেও সে বেহেশ্তী হয়ে যাবে।

(৩১) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا
عَبْدُكَ وَ اَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ
اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَ

اَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ
اِلَّا اَنْتَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা খালাক্বতানী ওয়া আনা আব্‌দুকা ওয়া আনা আলা আহ্‌দিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্‌তাত্বা'তু, আউযুবিকা মিন শাররি মা সানা'তু আবূউ বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবূউ বি যাম্বী ফাগ্‌ফির্‌লী ফাইন্নাহু লা ইয়াগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! তুমি-ই আমার প্রভু, তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা, যথাসম্ভব আমি তোমার সাথে কৃতঅঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পালন করি। আমা কর্তৃক যাবতীয় অন্যায়ের ক্ষতি থেকে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ স্বীকার করি এবং আমি আমাকৃত গুনাহও স্বীকার করি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। যেহেতু তুমি ছাড়া কেহ গুনাহ মাফ করতে পারে না। একমাত্র তুমি-ই ক্ষমাশীল।

৩২. **ফযীলতঃ** হযরত বুরাইদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। নিম্নোক্ত দুআটি নিয়মিত আমল করলে সবকিছু তার অধীন হয়ে যাবে।

(৩২) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ صَبُوْرًا وَّاجْعَلْنِىْ شَكُوْرًا
وَّاجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَّ فِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ
كَبِيْرًا۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ আল্‌নী সাবূরাঁও ওয়াজ আল্‌নী শাকূরাঁও ওয়াজ আল্‌নী ফী আইনী সাগীরাঁও ওয়া ফী আ'ইউনিন নাসি কাবীরা।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! তুমি আমাকে ধৈর্যশীল বানিয়ে দাও। তুমি আমাকে কৃতজ্ঞ বানিয়ে দাও। আর নিজেকে ছোট মনে করার মত মানসিকতা তৈরী করে দাও এবং অন্যের চোখে আমাকে বড় বানিয়ে দাও।

৩৩. হযরত উমার (রাঃ)-এর সূত্রে তিরমিযী শরীফে নিম্নোক্ত দুআটি বর্ণিত হয়েছে।

৩৩ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِىْ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَّتِىْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَّتِىْ صَالِحَةً ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِى النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ غَيْرَ الضَّالِّ وَ الْمُضِلِّ ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজআল সারীরাতী খাইরাম মিন আলানিয়্যাতী ওয়াজআল আলানিয়্যাতী সালিহাহ্। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন সালিহি মা তু'তিন্নাসা মিনাল মালি ওয়াল আহ্‌লি ওয়াল ওয়ালাদি গাইরায যা-ল্লি ওয়াল মুযিল্লি।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! তুমি আমার যাহেরের তুলনায় বাতেনকে সুন্দর করে দাও। আর আমার যাহেরকে ভাল বানিয়ে দাও। আয় আল্লাহ্! মানুষের প্রতি তোমার যে অনুগ্রহ রয়েছে তার মধ্যে পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদির দিক দিয়ে আমি তার উন্নতটাই তোমার কাছে কামনা করছি। যেন সেগুলো ভ্রান্ত না হয় এবং ভ্রান্তির কারণও না হয়।

৩৪. তাবারানী কিতাবে হযরত আমের (রাঃ)-এর সূত্রে নিম্নোক্ত দুআটি বর্ণিত হয়েছে।

৩৪ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَىَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّىْ وَانْقِطَاعِ عُمْرِىْ ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ্‌আল আউসাআ রিযক্বিকা আলাইয়্যা ইন্দা কিবারি সিন্নী ওয়ানক্বিত্বাই উমরী।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমার বার্ধক্যের সময় আর জীবন অবমানের সময় তুমি আমাকে সম্পদের প্রাচুর্য্য দান করিও।

৩৫. **ফযীলতঃ** হায়াতুল হায়ওয়ান কিতাবে আছে যে, মাকহুল শামী তাবেঈ পরিপূর্ণ নিম্নোক্ত দুআটি সর্বদা পাঠ করতেন, যার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয়াদি রয়েছে।

(৩৫) اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ الْإِيْمَانَ وَ الْعَمَلَ وَ مَتِّعْنِىْ بِالْمَالِ وَالْوَلَدِ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মার যুক্বনিল ঈমানা ওয়াল আমালা ওয়া মাত্তি'নী বিলমালি ওয়াল ওয়ালাদি।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! তুমি আমাকে ঈমানের তাওফীক দাও। আর সম্পদ ও সন্তানাদির দ্বারা আমাকে লাভবান হওয়ার তাওফীক দাও।

৩৬. **ফযীলতঃ** আবূ আব্দুল্লাহ্ হাকেম (রহঃ) তার মুসতাদরাক গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনা নকল করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি কোন দুশ্চিন্তা বা পেরেশানীতে পড়ে যায় আর নিম্নোক্ত দুআ পড়ে নেয়। আল্লাহ্ তাআলা তার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করে দিবেন এবং তদস্থলে তাকে শান্তি ও সফলতা দান করবেন। যার ফলে সে খুশী হয়ে যাবে।

(৩৬) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ فِىْ قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِىَّ قَضَاؤُكَ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِىْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهٖ فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ بَصَرِىْ وَ جَلَاءَ حُزْنِىْ وَ ذَهَابَ هَمِّىْ وَ غَمِّىْ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আবদুকা ওয়াব্‌নু আবদিকা ওয়াবনু আমাতিকা ফী কাব্‌যাতিকা নাসিয়াতী বিয়াদিকা মাযিন ফিয়্যা হুকমুকা, আদলু ফিয়্যা

কাযাউকা, আসআলুকা বিকুল্লি ইসমিন হুওয়া লাকা সাম্মাইতা বিহী নাফসাকা আও আনযালতাহূ ফী কিতাবিকা আও আল্লাম্‌তাহু আহাদাম মিন্ন খালক্বিকা, আবিস্‌তা'ছারতা বিহী ফী ইলমিল গাইবি ইন্দাকা আন তাজআলাল কুরআনাল আজীমা রাবীআ ক্বাল্‌বী ওয়া নূরা বাসারী ওয়া জালায়া হুযনী ওয়া যাহাবা হাম্মী ও গাম্মী।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমি তোমার বান্দা, আর তোমার বান্দা-বান্দীর সন্তান তোমার কুদরতী হাতে ও ফয়সালায় আমার জীবন। আমার ব্যাপারে তোমার বিধান কার্যকরি। আমার ক্ষেত্রে তোমার ফয়সালা-ই ন্যায় সংগত। তোমার নামের বরকতে আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। তুমি নিজের জন্য যে নাম নির্ধারণ করেছ বা তোমার কিতাবে নাযিলকৃত বা তোমার কোন বান্দাকে তুমি যে নাম শিখিয়েছ তার বরকতে আমি প্রার্থনা করছি যে, তুমি কুরআনে আযীমকে আমার অন্তরের সাথী বানিয়ে দাও, চোখের নূর বানিয়ে দাও এবং আমার পেরেশানীর আলো বানিয়ে দাও।

৩৭. **ফযীলতঃ** রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট বা দুশ্চিন্তায় পড়তেন তখন অন্যান্য দুআর সাথে সাথে নিম্নোক্ত দুআটিও পড়তেন। আহলে বাইতের হযরত আলী (রাঃ)-এর সূত্রে ইবনে আসাকির তার গ্রন্থে এই দুআ বর্ণনা করেছেন।

(৩৭) اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى دِيْنِىْ بِالدُّنْيَا وَعَلٰى اٰخِرَتِىْ
بِالتَّقْوٰى وَ احْفَظْنِىْ فِيْمَا غِبْتُ عَنْهُ وَلَا تَكِلْنِىْ
اِلٰى نَفْسِىْ فِيْمَا حَضَرْتُهٗ يَا مَنْ لَّا تَضُرُّهُ الذُّنُوْبُ
وَلَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ هَبْ لِىْ مَا لَا يَنْقُصُكَ وَ
اغْفِرْلِىْ مَا لَا يَضُرُّكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ
اَسْئَلُكَ فَرَجًا قَرِيْبًا وَّ صَبْرًا جَمِيْلًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا
وَّ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ ـ وَاَسْئَلُكَ تَمَامَ

الْعَافِيَةِ - وَاَسْئَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ - وَ اَسْئَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ - وَاَسْئَلُكَ الْغِنٰى عَنِ النَّاسِ - وَاَسْئَلُكَ السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ سُوْٓءٍ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা দীনী বিদ্ দুন্ইয়া ওয়া আলা আখিরাতী বিত্তাক্বওয়া ওয়াহ্ফাজনী ফীমা গিবতু আনহু ওয়া তাকিলনী ইলা নাফসী ফীমা হাযারতাহু ইয়া মাঁল্লা তাযুররুহুয যুনুবা ওয়া লা তানকুসুহুল মাগফিরাতু হাব লী মা লা ইয়ানকুসুকা ওয়াগফিরলী মা লা ইয়া যুররুকা ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহ্হাবু, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ফারাজান ক্বারীবাঁও সাবরান জামীলাঁও ওয়া রিযকাঁও ওয়াসিআঁও ওয়া আসআলুকাল আফিয়াতা মিন কুল্লি বালিয়্যাহ্, ওয়া আস্আলুকা তামামাল আফিয়াহ্, ওয়া আসআলুকা দাওয়ামাল আফিয়াহ্, ওয়া আস্আলুকাশ শুকরা আলাল আফিয়াহ্, ওয়া আস্আলুকাল গিনা আনিন্নাসি ওয়া আসআলুকাস সালামাতা মিন কুল্লি সূয়িন ওয়া লা হাউলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! দুনিয়া দিয়ে আমাকে দ্বীনের কাজে সাহায্য কর, তাকওয়া দ্বারা আখিরাতে সাহায্য করিও। আর আমার অজানা ক্ষতির থেকে আমাকে হেফাযত কর। আমাকে নিজের উপর ছেড়ে দিও না। আমাকে নিরাপদ করে দাও গুনাহ যেন ক্ষতি না-করে আর পরিপূর্ণভাবে ক্ষমা করে দাও যেন অভাব না থাকে। আমাকে পরিপূর্ণ দান কর এবং যেগুলো ক্ষতিকর নয় তাও সাফ করে দাও। অবশ্যই তুমি দানশীল। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে পরিপূর্ণ সবর ও প্রচুর রিযিকের প্রার্থনা করছি। সকল প্রকার মসীবত থেকে মুক্তির প্রার্থনা করছি। স্থায়ী সুস্থতার আবেদন করছি। সুস্থতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার তাওফীক চাই। মানুষের কাছে মুখাপেক্ষীহীন হওয়ার নিবেদন করছি। সর্বপ্রকার খারাবী থেকে নিরাপদ জীবন ভিক্ষা করছি। মহান ও শ্রেষ্ঠ আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না।

৩৮. **ফযীলতঃ** নিম্নোক্ত দুআটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অসুস্থতার সময় দুআটি বেশী বেশী করে পড়তে থাকবে। আর দৈনিক নির্ধারিত পরিমাণ অজিফার ন্যায় নিয়মিত পড়া দরকার।

(৩৮) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَسُوْءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ بَطَرِ الْغِنٰى وَمَذَلَّةِ الْفَقْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى اَرْبَعٍ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল বুখলি ওয়াল জুবনি ওয়া সূয়িল্ উমরি ওয়া ফিতনাতিল ক্বাবরি ওয়া আযাবিল ক্বাবরি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন বাত্বারিল গিনা ওয়া মাযাল্লাতিল ফাক্বরি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শাররি মাঁইয়্যামশী আলা বাত্বনিহী ওয়া মিন শাররি মাঁইয়্যাম্শী আলা রিজলাইন ওয়া মিন শাররি মাঁইয়্যাম্শী আলা আরবাঈন।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! কৃপণতা, কাপুরুষতা, নিকৃষ্ট জীবন-যাপন, কবরের পরীক্ষা এবং কবরের আযাব থেকে আমি তোমার কাছে পরিত্রাণের প্রার্থনা করছি (পানাহ চাচ্ছি)। আয় আল্লাহ্! আমি ধনাঢ্যের অহংকার এবং অপমানজনক অভাব থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। আয় আল্লাহ্! আমি সর্বপ্রকার প্রাণীর ক্ষতির থেকে (হোক সে বুকচল, দ্বিপদচল বা চতুষ্পদ প্রাণী) তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি বা আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৩৯. **ফযীলতঃ** দায়লামী গ্রন্থে হযরত আলী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার করে নিম্নোক্ত দুআ পড়লে হায়াত বৃদ্ধি পায়, শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়া যায়। রুজী বৃদ্ধি পায় এবং অপমৃত্যুর হাত থেকে ঐ ব্যক্তি রক্ষা পায়।

(৩৯) سُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْأَ الْمِيْزَانِ وَ مُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضٰى وَزِنَةَ الْعَرْشِ -

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাহি মিলআল মীযানি ওয়া মুনতাহাল ইলমি ওয়া মাব্লাগার রিযা ওয়াযিনাতাল আরশি।

অর্থঃ আমি ঐ মহান সত্ত্বা আল্লাহ্ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি মীযানের পরিপূরক, অসীম জ্ঞানের আধার, সন্তুষ্টি কেন্দ্র এবং আরশে মহল্লার সুন্দর্য।

৪০. **ফযীলতঃ** দায়লামী ও অন্যান্য বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, একবার হযরত আলী (রাঃ) খুব অভাব ও দুর্ভিক্ষে পড়ে যান। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলেন যে, আমি এ অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে গিয়ে সাহায্যের আবেদন করলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেনঃ ফাতেমা আমার কাছে কিছু বকরি আসছে। তুমি চাইলে তা তোমাকে দিয়ে দিব। আর তুমি যদি চাও যে, জিবরাঈল (আঃ) এইমাত্র এসে আমাকে যা শিখিয়ে গেলেন তা তোমাকে বলে দেই। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলেন– এমতাবস্থায় আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আরজ করলাম, আয় আল্লাহ্র রাসূল! বকরি আপনার নিকটই থাক। আমার তার কোন প্রয়োজন নেই। বরং হযরত জিবরাঈল (আঃ) আপনাকে যে দুআ শিখিয়েছেন আপনি আমাকে তা বলে দিন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে নিম্নোক্ত দুআ বলে দিলেন। (বুঝা গেল অভাব অনটনসহ দুর্ভিক্ষ দূর হওয়ার জন্য দুআটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ)।

(৪০) يَا اَوَّلَ الْاَوَّلِيْنَ ـ وَ يَا اٰخِرَ الْاٰخِرِيْنَ ـ وَيَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ وَ يَا رَاحِمَ الْمَسَاكِيْنِ وَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণঃ ইয়া আউওয়ালাল আউওয়ালীন, ওয়া ইয়া আখিরাল আখিরীন, ওয়া ইয়া যাল কুউওয়াতিল মাতীন, ওয়া ইয়া রাহিমাল মাসাকীন, ওয়া ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থঃ আয় আদি ও অন্ত, ওহে মহা শক্তিধর, অসহায় মিসকীনদের কান্ডারী, আয় সর্বাপেক্ষা মহান করুণাময়। (তুমি অসহায় মিসকীনদের প্রতি দয়া কর এবং আমাদের সকলের প্রতি তোমার করুণার ছায়া বর্ষণ কর- অনুবাদক)।

৪১. **ফযীলতঃ** হযরত মূসা (আঃ) ফিরাউনের মোকাবিলার সময় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধের সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়েছিলেন। অনুরূপ বিপদগ্রস্ত প্রতিটি মানুষের জন্য বিপদের সময় উক্ত দুআ পড়া কর্তব্য।

(৪১) كُنْتَ وَ تَكُوْنُ وَ اَنْتَ حَىٌّ لَّا تَمُوْتُ تَنَامُ الْعُيُوْنُ وَ تَتَكَوَّرُ النُّجُوْمُ وَاَنْتَ حَىٌّ قَيُّوْمٌ لَا تَاْخُذُكَ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ -

উচ্চারণঃ কুন্‌তা ওয়া তাকূনু ওয়া আন্তা হাইয়্যুল লা তামূতু তানামুল উইউনু ওয়া তাতাকাউওয়ারুন নুজূমু ওয়া আন্তা হাইয়্যুন ক্বাইয়্যুমুন লা তা'খুযুকা সিনাতুঁও ওয়া লা নাউমুন ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুমু।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! তুমি অতীতে ছিলে, বর্তমানে আছ এবং ভবিষ্যতে থাকবে, তুমি জীবিত মরবে না। সমস্ত চোখ ঘুমায় (তুমি ঘুমাও না) তারকারাজী বিদূরীত হয় (আর তুঁমি বিদূরীত হও না)। আর তুমি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী তোমার কোন প্রকার তন্দ্রা নাই। আর তোমার ঘুমও নাই يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ (আয় চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আল্লাহ্)

৪২. **ফযীলতঃ** মু'জামে তাবারানী গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনা পাওয়া যায় যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভাবে পড়ে যান এবং বিবিগণের কাছে খাদ্যের জন্য লোক পাঠান। কিন্তু বিবিগণ কোন খাদ্য সামগ্রী দিতে পারেন নাই। ফলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করেন। তার কিছুক্ষণ পর একটি ভূনা বকরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- এটা আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানী।

(৪২) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَاِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا اِلَّا اَنْتَ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা ওয়া রাহমাতিকা ফাইন্নাহু লা ইয়ামলিকহুমা ইল্লা আন্তা।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমি তোমার অনুগ্রহ আর দয়া কামনা করি যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ তার মালিক নয় (একমাত্র তুমি-ই এর মালিক)।

৪৩. তাবারানী গ্রন্থে হযরত আয়শা (রাঃ)-এর সূত্রে নিম্নোক্ত দুআটি বর্ণিত হয়েছে।

(৪৩) اَللّٰهُمَّ لَقِّنِّىْ حُجَّةَ الْاِيْمَانِ عِنْدَ الْمَمَاتِ ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লাক্বক্বিনী হুজ্জাতাল ঈমানি ইন্দাল মামাতি।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! মৃত্যুর সময় তুমি আমাকে ঈমানের কালিমা (কালিমায়ে তাইয়্যেবা, কালিমায়ে শাহাদাত) স্মরণ করিয়ে দিও।

৪৪. মুসলিম শরীফে তারেক শাজয়ী (রাঃ)-এর সূত্রে নিম্নোক্ত দুআটি বর্ণিত হয়েছে।

(৪৪) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَ ارْحَمْنِىْ وَ اهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লী ওয়ার্হামনী ওয়াহ্দিনী ওয়ার্যুক্বনী।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! তুমি আমাকে মাফ করে দাও। আমার প্রতি দয়া কর। আমাকে হেদায়েতের তাওফীক দাও এবং আমার যাবতীয় অভাব অনটন দূর করে দাও। (অর্থাৎ আমার রিযিকের ব্যবস্থা করে দাও)।

৪৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর সূত্রে দায়লামী নিম্নোক্ত দুআটি নকল করেছেন।

(৪৫) اَللّٰهُمَّ لَا تُخْزِنِىْ فَاِنَّكَ بِىْ عَالِمٌ ـ وَلَا تُعَذِّبْنِىْ فَاِنَّكَ عَلَىَّ قَادِرٌ ـ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লা তুখযিনী ফা ইন্নাকা বী আলিমুন, ওয়া লা তুআয্যিব্নী ফাইন্নাকা আলাইয়্যা ক্বাদিরুন, রাব্বিগ্ফির ওয়ার্হাম ওয়া আন্তা খাইরুর রাহিমীন।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! তুমি আমাকে অপমান কর না। যেহেতু আমার ব্যাপারে তুমি সবকিছু জান। আর তুমি আমাকে আযাব দিও না, যেহেতু তুমি আমার উপর ক্ষমতাবান (অর্থাৎ আমার সবকিছু তোমার আয়ত্ত্বাধীন-অনুবাদক)। আয় আমার পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে মাফ করে দাও। আমার প্রতি অনুগ্রহ কর আর তুমি-ই তো সর্বোত্তম বা সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ালু (অর্থাৎ একমাত্র দয়ার কাণ্ডার, তোমার দয়াই প্রকৃত দয়া, তোমার দয়া ছাড়া আর কোন দয়া নাই-অনুবাদক)।

৪৬. **ফযীলতঃ** মু'জামে তাবারানী গ্রন্থে হযরত আয়শা (রাঃ)-এর একটা বর্ণনা পাওয়া যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- হযরত আদম (আঃ) দুনিয়ায় এসে কা'বা শরীফের কাছে দুই রাকআত নামায পড়েন তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতি ইলহামের মাধ্যমে নিম্নোক্ত দুআ পাঠান। আদম (আঃ) এই দুআ পড়ার পর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতি অহী অবতীর্ণ করেন যে, আমি তোমার তওবা কবূল করলাম আর তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম। আমার যে বান্দা নিম্নোক্ত দুআ পড়ে আমার কাছে দুআ করবে আমি তার গুনাহ মাফ করে দিব। তার যাবতীয় কাজ সহজ করে দিব এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আমি তাকে হেফাযত করব।

(৪৬) اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سَرِيْرَتِىْ وَعَلَانِيَتِىْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِىْ وَ تَعْلَمُ حَاجَتِىْ فَاَعْطِنِىْ سُؤْلِىْ - وَتَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِىْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَا يُصِيْبُنِىْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِىْ وَ رَضِّنِىْ بِمَا قَسَمْتَ لِىْ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা তা'লামু সারীরাতী ওয়া আলানিয়্যাতী ফাক্ববাল মা'যিরাতী ওয়া তা'লামু হাজাতী ফাআ'ত্বিনী সু'লী, ওয়া তা'লামু মা ফী নাফসী ফাগফিরলী যাম্বী আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ঈমানাঁই

ইউবাশিরু ক্বালবী ওয়া ইয়াকীনান সাদিকান হাত্তা আ'লামা আন্নাহু লা ইউসীবুনী ইল্লা মা কাতাবতা লী ওয়া রায্যিনী বিমা ক্বাসামতা লী।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! তুমি আমার যাহের-বাতেন সবকিছু জান। অতএব তুমি আমার ওযর কবূল কর। তুমি আমার যাবতীয় প্রয়োজনাদির খবর রাখ। অতএব তুমি আমার প্রার্থনা অনুযায়ী দান কর (প্রয়োজন পূর্ণ কর)। আয় আল্লাহ্! তোমার জানা আছে আমার মনের অবস্থা। সুতরাং তুমি আমার গুনাহ মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে এমন ঈমানের আবেদন করছি যা আমার অন্তরের সাথী হবে। আর তুমি আমাকে সত্যিকারের একীন দান কর যার ফলে আমি জানতে পরি যে, তোমার চূড়ান্ত ফয়সালা ছাড়া কোন প্রকার বিপদ-আপদ আমার প্রতি আসবে না। আর আমার জন্য তুমি যা ফয়সালা করেছ (অর্থাৎ আমার জন্য তুমি যে রিযিকের ফয়সালা করেছ) তার প্রতি আমাকে রাজী বা খুশী থাকার তাওফীক দান কর।

৪৭. তিরমিযী শরীফের মধ্যে নিম্নোক্ত দুআটি হযরত ছাওর ইবনে হুমাইদ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

(৪৭) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِىْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِىْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِىْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّىْ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শাররি সাম্ঈ, ওয়া মিন শাররি বাছারী, ওয়া মিন শাররি লিসানী, ওয়া মিন শাররি ক্বালবী, ওয়া মিন শাররি মানিয়্যী।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আমার কানের খারাবী, চোখের খারাবী, মুখের খারাবী, দিলের বা অন্তরের খারাবী এবং ব্যক্তিত্বের খারাবী থেকে পানাহ চাচ্ছি। (অর্থাৎ এগুলোর খারাবী তথা ক্ষতির থেকে তুমি আমাকে হেফাযত করার জন্য আমি তোমার কাছে আবেদন করছি-অনুবাদক)।

৪৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে তিরমিযী শরীফে নিম্নোক্ত দুআটি উল্লেখ করা হয়েছে।

(৪৮) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِيْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ تَهْنِئَةَ الْعَيْشِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ خَاتِمَةَ الْخَيْرِ بِالْعَافِيَةِ ـ

উচ্চারণঃ আল্লহুম্মাগ ফিরলী যাম্বী ওয়া ওয়াস্‌সি'লী ফী দারী ওয়া বারিক লী ফীমা রাযাক্বতানী আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা তাহ্‌নিয়াতাল আইশি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাতিমাতাল খাইরি বিল আফিয়াহ্‌।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্‌! তুমি আমার গুনাহ মাফ করে দাও, আমার ঘরে প্রাচুর্য দান কর আর তোমার কর্তৃক আমাকে দেওয়া রিযিকের মধ্যে বরকত দান কর। আয় আল্লাহ্‌! আমি তোমার কাছে যিন্দেগীর আরাম-আয়েশের প্রার্থনা করছি। আয় আল্লাহ্‌! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমাকে সুস্থাবস্থায় خَاتِمَةَ بِالْخَيْرِ অর্থাৎ ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার তাওফীক দিও।

৪৯. **ফযীলতঃ** আবূ আব্দুল্লাহ ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তার নাওয়াদিরুল উসূল গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত বুরায়দা (রাঃ) হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী বর্ণনা করেছেন- যে ব্যক্তি প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর নিম্নোক্ত দুআটি দশবার পড়বে আল্লাহ্‌ তাআলা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন।

(৪৯) حَسْبِىَ اللّٰهُ لِدِيْنِىْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لِمَا اَهَمَّنِىْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لِمَنْ بَغٰى عَلَىَّ حَسْبِىَ اللّٰهُ لِمَنْ حَسَدَنِىْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لِمَنْ كَادَنِىْ بِسُوْٓءٍ حَسْبِىَ اللّٰهُ عِنْدَ الْمَوْتِ حَسْبِىَ اللّٰهُ عِنْدَ الْمَسْئَلَةِ فِى

الْقَبْرِ - حَسْبِىَ اللّٰهُ عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَسْبِىَ اللّٰهُ عِنْدَ
الصِّرَاطِ - حَسْبِىَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ -

উচ্চারণঃ হাসবিয়াল্লাহু লি দীনী, হাসবিয়াল্লাহু লিমা আহাম্মানী, হাসবিয়াল্লাহু লিমাম বাগা আলাইয়্যা, হাসবিয়াল্লাহু লিমান হাসাদানী, হাসবিয়াল্লাহু লিমান কাদানী বিসূয়ি, হাসবিয়াল্লাহু ইন্দাল মাউতি, হাসবিয়াল্লাহু ইন্দাল মাসআলাতি ফিল ক্বাবরি, হাসবিয়াল্লাহু ইন্দাল মীযান. হাসবিয়াল্লাহু ইন্দাসসিরাতি, হাসবিয়াল্লাহু লাইলাহা ইল্লাহুওয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব।

অর্থঃ আল্লাহ্ তাআলা-ই আমার দ্বীনের ব্যাপারে যথেষ্ট, আল্লাহ্ তাআলা-ই আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় বিষয়ে যথেষ্ট, আল্লাহ্ তাআলা-ই আমার জন্য যথেষ্ট ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যে আমার উপর বাড়াবাড়ি করে। (অর্থাৎ আমার বিরোধী)। আমার প্রতি যে হিংসা করে তার হিংসা দূর করতে আল্লাহ্ তাআলা-ই আমার জন্য যথেষ্ট। যে আমার সাথে দুরাচারী করতে চায় তার ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তাআলা-ই আমার জন্য যথেষ্ট, কবরে সওয়াল-জওয়াবের সময় আল্লাহ্ তাআলা-ই আমার জন্য যথেষ্ট। মীযানের সময় (অর্থাৎ আমলের হিসাব-নিকাশের সময়) আল্লাহ্ তাআলা-ই আমার জন্য যথেষ্ট। পুলসিরাতের সময় (অর্থাৎ পুলসিরাত পার হওয়ার সময়) আল্লাহ্ তাআলা-ই আমার (সাহায্যার্থে) জন্য যথেষ্ট। সর্বোপরি আল্লাহ্ তাআলা-ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নাই। তারই উপর আমি ভরসা করি এবং তারই কাছে আমি প্রত্যাবর্তিত হব (ফিরে যাব)।

৫০. **ফযীলতঃ** ইমাম তিরমিযী তাঁর গ্রন্থে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা নকল করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট বা দুশ্চিন্তায় নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করতেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অভাব

দূরীকরণে নিচের দুআটি শিক্ষা দিয়েছিলেন। শাহওয়াত দূরীকরণ, শাহওয়াত সমাপ্তি এবং যিনার থেকে হেফাযত থাকার জন্য দুআটি অতীব উপকারী।

(৫০) يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ-

উচ্চারণঃ ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আসতাগীছু আসলিহ্ লী শানী কুল্লাহু ওয়া লা তাকিলনী ইলা নাফসী তারফাতা আইনিন।

অর্থঃ ওহে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আল্লাহ্! তোমার রহ্মতের আশায় ফরিয়াদ করছি যে, তুমি আমার সার্বিক অবস্থাকে শোধরিয়ে দাও। কোন সময়ের জন্য আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না (অর্থাৎ আমার জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে চালানোর দায়িত্ব আমাকে দিও না বরং তুমি নিজেই আমার যিন্দেগীর দায়িত্ব নিয়ে নাও-অনুবাদক)।

৫১. **ফযীলতঃ** কঠিন বিপদ আর পেরেশানীর সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়তে হয়। ইবনে সানী হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে এটা বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী (রহঃ)ও তাঁর আযকার গ্রন্থের মধ্যে এটা উল্লেখ করেছেন।

(৫১) اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهٗ سَهْلًا وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ سَهْلًا-

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লা সাহ্লা ইল্লা মা জাআলতাহূ সাহ্লান ওয়া আন্তা তাজআলুল হুযনা সাহ্লান।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! তুমি যা সহজ করে দাও তা ছাড়া অন্য কিছু সহজ হওয়ার নয়। আর তুমি যাবতীয় পেরেশানী (সমস্যা) সহজ করে থাক। (অতএব আমার যাবতীয় সমস্যাগুলো সহজেই সমাধান করে দাও-অনুবাদক)।

৫২. **ফযীলতঃ** হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- দুঃখ-কষ্ট আর বিপদের সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়ার দ্বারা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ দূর হয়ে যায়। নিচের দুআটির আছর অতি তাড়াতাড়ি প্রকাশ পায়।

(৫২) اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اِكْفِنِىْ كُلَّ مُهِمٍّ مِّنْ حَيْثُ شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ وَ اَنّٰى شِئْتَ وَمِنْ اَيْنَ شِئْتَ ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতিস সাব্'ই ওয়া রাব্বাল আরশিল আজীম, ইকফিনী কুল্লা মুহিম্মিম মিন হাইছু শি'তা ওয়া কাইফা শি'তা ওয়া আন্না শি'তা ওয়া মিন আইনা শি'তা।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! তুমি সপ্ত আসমানের মালিক, আরশে আযীমের মালিক, তুমি আমার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দাও, তা যেভাবেই হোক আর যাই হোক এবং যেখান থেকেই হোক।

৫৩. রিয়াজুল জান্নাত গ্রন্থে তাবারানী থেকে বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অজিফাবলীর মধ্যে নিম্নোক্ত দুআটি রয়েছে।

(৫৩) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ مَّالٍ يَكُوْنُ عَلَىَّ فِتْنَةً وَّمِنْ وَّلَدٍ يَّكُوْنُ عَلَىَّ وَبَالاً وَّ مِنِ امْرَأَةٍ تُشَيِّبُنِىْ قَبْلَ الْمَشِيْبُ ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিম্মালিন ইয়াকূনু আলাইয়্যা ফিতনাতাঁও ওয়া মিঁও ওয়ালাদিঁই ইয়াকূনু আলাইয়্যা ওয়া বালাঁও ওয়া মিনিম রাআতিন তুশাইয়িবুনী ক্বাবলাল মুশীবু।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমি ঐ মাল সম্পদ থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই যা আমার ফিতনার কারণ হয় (আমার পরীক্ষার কারণ হয়) ঐ সন্তান

থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই, যে আমার ধ্বংসের কারণ হয়। আর এমন স্ত্রীর থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই যে আমার পেরেশানীর কারণ হয়। পেরেশানীতে পড়ার পূর্বেই আমাকে তার থেকে মুক্তি দাও।

৫৪. **ফযীলতঃ** ইমাম আহমাদ (রহঃ) হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে নিম্নোক্ত দুআ বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে اَللّٰهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ আর অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হযরত আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ এটা অজিফা হিসাবে পাঠ করলে প্রতিটি মানুষের মন ঠিক হয়ে যায়। আর কোন তিরস্কারীর দিকে মন যায় না। প্রতি নামাযের পর দুআটি তিনবার করে পড়তে হয়।

(৫৪) اَللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুবি ছাব্বিত ক্বালবী আলা দ্বীনিকা।

অর্থঃ আয় অন্তর আবর্তনকারী আল্লাহ্! আমার দিল বা মনকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ়পদ (মজবূত) রাখ।

৫৫. **ফযীলতঃ** ইবনে আসাকির বর্ণনা নকল করেছেন যে, হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি প্রতিদিন ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর নিম্নোক্ত দুআ পড়বে আল্লাহ তাআলা তাকে অভিশপ্ত শয়তান ও তার বাহিনী থেকে হেফাযত করবেন।

(৫৫) بِسْمِ اللّٰهِ ذِى الشَّانِ - عَظِيْمِ الْبُرْهَانِ - شَدِيْدِ السُّلْطَانِ - مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ -

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি যিশ্‌শানি, আজীমিল বুরহানি, শাদীদিস. সুলত্বোয়ানি, মাশাআল্লাহু কানা, আউযুবিল্লাহিমি নাশ্‌শাইত্বোয়ানি।

অর্থঃ শানদার মহান আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করলাম যিনি বড় দলীলের অধিকারী, কঠিন শাহেনশাহ্, সেই মহান আল্লাহ্ যা-ই চান তাই হয়। আমি বিতাড়িত শয়তানের থেকে সেই মহান আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৬. **ফযীলতঃ** যিয়ারতের জন্য নিম্নোক্ত দুরূদ অত্যন্ত ফলপ্রসূ। যা বহু পরীক্ষিত এবং তার আমল চলছে।

(৫৬) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ وَ عَلٰى جَسَدِهٖ فِى الْاَجْسَادِ وَ عَلٰى قَبْرِهٖ فِى الْقُبُوْرِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْتَجِيْرُكَ مِنَ النَّارِ ـ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَ حُبَّ عَمَلٍ يُّقَرِّبُنِىْ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى مَا تَشَآءُ قَدِيْرٌ، وَبِالْاِجَابَةِ جَدِيْرٌ ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা রূহি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ফিল আর্‌ওয়াহি. ওয়া আলা জাসাদিহী ফিল আজসাদি, ওয়া আলা ক্বাবরিহী ফিল কুবূরি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসতাজীরুকা মিনান্নারি, আল্লাহুম্মার যুক্বনী হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মাঁইয়্যুহিব্বুকা ওয়া হুব্বা আমালিঁই ইউকাররিবুনী ইলাইকা ইন্নাকা আলা মা তাশাউ ক্বাদীর, ওয়া বিল ইজাবাতি জাদীর।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! সকল রূহের মধ্যে আমাদের সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহ মুবারকের প্রতি তুমি রহমত নাযিল কর। যাবতীয় শরীরের মধ্যে তাঁর শরীর মুবারকের প্রতি এবং যাবতীয় কবরসমূহের মধ্যে তাঁর রওযা মুবারকের প্রতি রহমত নাযিল কর। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট বেহেশ্‌তের প্রার্থনা করিতেছি। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাচ্ছি। আয় আল্লাহ্! তোমার ভালবাসা আমাকে দান কর। যারা তোমাকে ভালবাসে তাদেরকে ভালবাসার তাওফীক দাও। আর আমাকে এমন আমল করার তাওফীক দাও যা আমাকে তোমার ভালবাসা পর্যন্ত পৌঁছে দেয় বা যা আমাকে তোমার ভালবাসার নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয়-ই তুমি তোমার ইচ্ছা বাস্তবায়নে শক্তিশালী। আর তুমি দ্রুত প্রার্থনা গ্রহণে সক্ষম।

৫৭. **ফযীলতঃ** প্রত্যহ ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর নিম্নোক্ত দুআ তিনবার করে পড়লে আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছায় সকল প্রকার বালা-মসী. ত

থেকে হেফাযত থাকা যায়। সাথে সাথে সর্ব প্রকার খারাবী থেকে বেঁচে থাকা যায়। নিয়মিত আমল করলেই সকল ক্ষেত্রে সফলতা লাভ হয়।

(৫৭) حَصَّنْتَ نَفْسِىْ بِالْحَيِّ الْقَيُّوْمِ الَّذِىْ لاَ يَمُوْتُ اَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْهَا السُّوْٓءَ بِاَلْفِ اَلْفِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

উচ্চারণঃ হাস্যান্‌তা নাফসী বিল হাইয়্যিল ক্বাইয়্যুমিল্লাজী লা ইয়ামূতু আবাদান, ওয়া দাফা'তু আনহাস সূয়া বিআল্‌ফি আলফিম,লাহাউলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আজীম।

অর্থঃ আমার জীবনকে আমি হাইয়্যুল কাইয়্যুম ঐ মহান আল্লাহ্‌র উপর সপর্দ করলাম যিনি কখনও মরেন না। আর আমার যিন্দেগীর যাবতীয় বিপদাপদ দূর করতে সক্ষম হয়েছি। لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۔ এর মাধ্যমে।

৫৮. **ফযীলতঃ** প্রত্যেক নামাযের পর মুনাজাত হিসাবে নিম্নোক্ত দুআ পড়া অনেক উপকারী। হ্যাঁ দুআটি اَللّٰهُمَّ بَارِكْ থেকে শুরু করে جَنِّبْنِىْ পর্যন্ত পড়া আবশ্যক। রিয়াজুল জান্নাত কিতাবে- হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সূত্রে নিম্নোক্ত দুআর হাদীছ উল্লেখ রয়েছে।

(৫৮) اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ اَسْمَاعِنَا وَ اَبْصَارِنَا وَ قُلُوْبِنَا وَ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّاتِنَاوَ تُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۔ اِلَيْكَ رَبِّ حَبِّبْنِىْ ۔ وَ فِىْ نَفْسِىْ لَكَ ذَلِّلْنِىْ ۔ وَ فِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِّمْنِىْ ۔ وَ مِنْ سَيِّءِ الْاَخْلَاقِ جَنِّبْنِىْ ۔ بِحَقِّ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ

رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَبِحُرْمَةِ سِرِّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - يَا اَللّٰهُ يَا شَافِىْ يَا كَافِىْ يَا وَافِىْ يَا عَافِىْ يَا مُعَافِىْ اَنْتَ رَبِّىْ اَنْتَ حَسْبِىْ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী আসমায়িনা ওয়া আবসারিনা ওয়া কুলূবিনা ওয়া আয্ওয়াজিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত্তাউওয়াবুর রাহীম। ইলাইকা রাব্বি হাব্বিবনী, ওয়া ফী নাফসী লাকা যাল্লিলনী, ওয়া ফী আ'ইউনিন্নাসি আজ্যিমনী, ওয়া মিন সাইয়্যিয়িল আখলাক জান্নিবনী, বি হাক্কি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি, ওয়া বি হুরমাতি সিররি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ইয়া আল্লাহু ইয়া শাফী, ইয়া কাফী, ইয়া ওয়াফী, ইয়া আফী, ইয়া মুআফী, আন্তা রাব্বি আন্তা হাসবী।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমাদের কানে, আমাদের চোখে, আমাদের অন্তরে, আমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে এবং আমাদের সন্তানাদির মধ্যে তুমি বরকত দাও। আর তুমি আমাদের তওবা কবূল কর। যেহেতু তুমি-ই একমাত্র তওবা গ্রহীতা, দয়ালু। আয় আমার পরওয়ারদেগার! আমি তোমার দিকে ফিরে আসছি তুমি আমাকে মাহ্বূব বানিয়ে নাও। তোমার জন্যই আমাকে নিজের কাছে ছোট বানিয়ে দাও। আর অন্যান্য মানুষের দৃষ্টিতে তুমি আমাকে বড় বানিয়ে দাও। সাথে সাথে অসৎ চরিত্রাদি থেকে তুমি আমাকে দূরে রেখ। কালিমায়ে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -এর অসিলায় এবং بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -এর বরকতে আমার আবেদন বা প্রার্থনা কবূল করে নাও। আয় আল্লাহ, আয় শেফা দানকারী, আয় ওয়াদা পূরণকারী, আয় পর্যাপ্তকারী, আয় ক্ষমাকারী, আয় সুস্থতা দানকারী। তুমি আমার প্রভূ এবং তুমি আমার জন্য যথেষ্ট।

৫৯. **ফযীলতঃ** ফজরের নামাযের পর নিম্নোক্ত দুআটি ১০০বার পড়লে রিযিকের প্রাচুর্য লাভ হয়। অন্তরে নূর পয়দা হয় এবং অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়।

(৬০) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ الصَّادِقُ الْوَعْدُ الْاَمِيْنُ ـ اَللّٰهُمَّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَ عَلَيْكَ الْاِجَابَةُ وَ هٰذَا الْجُهْدُ وَ عَلَيْكَ التُّكْلَانُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَاِلَيْكَ الْمُشْتَكٰى وَبِكَ الْمُسْتَغَاثُ وَ اَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ

উচ্চারণঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মুবীনু, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহিস সাদিকুল ওয়া'দুল আমীনু। আল্লাহুম্মা হাযাদ দুআউ ওয়া আলাইকাল ইজাবাতু ওয়া হাযাল জুহ্‌দু ওয়া আলাইকাত তুকলানু, আল্লাহুম্মা লাকাল হাম্‌দু ওয়া ইলাইকাল মুশতাকা ওয়া বিকাল মুসতাগাছু ওয়া আন্তাল মুসতাআনু, ওয়া লাহাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।

অর্থঃ আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত আর কোন মাবূদ নাই। যিনি সত্যিকার অর্থে প্রকাশ্য মালিক। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তাআলার রাসূল। যিনি প্রতিশ্রুতিতে সত্যবাদী বিশ্বাসী। আয় আল্লাহ্! এইটা আমার প্রার্থনা আর মঞ্জুরী বা কবূল করা তোমার কাছে, এর আশায় যাবতীয় চেষ্টা আর তোমার উপর আমাদের ভরসা। আয় আল্লাহ্! যাবতীয় প্রশংসা বা গুণগান তোমার-ই আর তোমার কাছে-ই সকল অভিযোগ (অর্থাৎ অভিযোগ গ্রহণ করার মত একমাত্র তুমি আর কেহ নাই- অনুবাদক)। তোমার কাছে যাবতীয় ফরিয়াদ আর তুমি একমাত্র সাহায্যকারী। وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

৬১. **ফযীলতঃ** মু'জামে তাবারানী কিতাবে সাহাবী যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নোক্ত দুআ তিন তিনবার করে পড়বে সে অনেক নেকী লাভ করতে পারবে। অনুরূপ হযরত আলী (রাঃ)-এর থেকে বর্ণিত আছে। তাছাড়া এটাও বর্ণিত আছে যে, মজলিস শেষে নিচের দুআটি পড়ে উঠা উচিৎ।

(৬০) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ - وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

উচ্চারণঃ সুব্হানা রাব্বিকা রাব্বিল ইয্যাতি আম্মা ইয়াসিফূন, ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীন, ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

অর্থঃ মুশরিকরা যে সব দোষত্রুটি বর্ণনা করে তার থেকে আপনার প্রভূ পবিত্র যিনি বড়ই সম্মানের অধিকারী। শান্তি বর্ষিক হোক সমস্ত রাসূলগণের প্রতি। আর যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তাআলার যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ عَبْدِ الْاَوَّلِ وَلِوَالِدَيْهِ وَاَشْيَاخِهٖ وَ اَحْبَابِهٖ وَالْمُسْلِمِيْنَ - بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ اٰمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اٰمِيْنَ -

সকাল সন্ধার আমল

তালেবে সাদেক (সত্য সন্ধানী)-এর উচিৎ যে, প্রত্যহ্ তিনশত তের বার অথবা সাতশত ছিয়াশি বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়বে। اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ১০০০ বার لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়বে, ১০০০ বার পড়বে, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ পড়বে ১০০০ বার। ১১০০ বার পড়বে يَا مُغْنِىْ এবং يَا وَهَّابُ ৩১৩ বার পড়বে। বর্ণিত আমলগুলো সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে করতে হবে। ফজরের নামাযের পর প্রত্যহ একবার সূরায়ে ইয়াসীন পড়বে। আর প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় الٓمّٓ থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত পড়বে। আয়াতুল কুরসী خَالِدُوْنَ পর্যন্ত একবার পড়বে। اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে সূরায়ে বাকারার শেষ পর্যন্ত অবশ্যই একবার পড়বে। তাহলে সে এবং তার পরিবারবর্গ দুর্ভিক্ষসহ সর্ব প্রকার খারাবী থেকে বেঁচে থাকবে ইন্‌শাআল্লাহ্। আর ইশার নামাযের পর সূরায়ে মুল্‌ক একবার ও সূরায়ে ওয়াকেয়া একবার পড়বে এবং ঘুমানোর পূর্বে ১০০০ বার অথবা ৫০০ বার নিম্নের দুআ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ

আল্লাহ্ তাআলা সকলকে আমলের তাওফীক দান করুন।

حِزْبُ الْإِمَامِ النَّوَوِيْ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

হিযবুল ইমামিন নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।

اَقُوْلُ عَلٰى نَفْسِىْ وَ عَلٰى دِيْنِىْ وَ عَلٰى اَهْلِىْ وَعَلٰى

আকূলু আলা নাফসী ওয়া আলা দীনী ওয়া আলা আহ্লী ওয়া আলা

اَوْلَادِىْ وَعَلٰى مَالِىْ وَ عَلٰى اَصْحَابِىْ وَ عَلٰى اَدْيَانِهِمْ

আওলাদী ওয়া আলা মালী ওয়া আলা আসহাবী ওয়া আলা আদ্ইয়ানিহিম

وَعَلٰى اَمْوَالِهِمْ اَلْفَ اَلْفٍ-بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ

ওয়া আলা আম্ওয়ালিহিম আল্ফা আল্ফিন-বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

اَكْبَرُ- اَقُوْلُ عَلٰى نَفْسِىْ وَعَلٰى دِيْنِىْ وَ عَلٰى اَهْلِىْ

আল্লাহু আকবার, আকূলু আলা নাফসী ওয়া আলা দীনী ওয়া আলা আহ্লী

وَعَلٰى اَوْلَادِىْ وَعَلٰى مَالِىْ وَعَلٰى اَصْحَابِىْ وَعَلٰى

ওয়া আলা আওলাদী ওয়া আলা মালী ওয়া আলা আসহাবী ওয়া আলা

اَدْيَانِهِمْ وَعَلٰى اَمْوَالِهِمْ اَلْفَ اَلْفٍ-بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ

আদ্ইয়ানিহিম ওয়া আলা আম্ওয়ালিহিম আল্ফা আল্ফিন- বিসমিল্লাহি

اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَقُوْلُ عَلٰى نَفْسِىْ وَ

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আকূলু আলা নাফসী

عَلٰى دِيْنِىْ وَعَلٰى اَهْلِىْ وَعَلٰى اَوْلَادِىْ وَ عَلٰى مَالِىْ

ওয়া আলা দীনী ওয়া আলা আহ্‌লী ওয়া আলা আওলাদী ওয়া আলা মালী ওয়া

وَ عَلٰى اَصْحَابِىْ وَعَلٰى اَدْيَانِهِمْ وَعَلٰى اَمْوَالِهِمْ اَلْفَ

আলা আসহাবী ওয়া আলা আদ্‌ইয়ানিহিম ওয়া আলা আম্‌ওয়ালিহিম আল্‌ফা

اَلْفِ-لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ - بِسْمِ

আল্‌ফিন–লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।

اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَمِنَ اللّٰهِ وَاِلَى اللّٰهِ وَ عَلَى اللّٰهِ وَفِى

বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি ওয়া মিনাল্লাহি ওয়া ইলাল্লাহি ওয়া আলাল্লাহি ওয়া

اللّٰهِ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ -

ফিল্লাহি ওয়া লা হাউলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى دِيْنِىْ وَعَلٰى نَفْسِىْ وَعَلٰى اَوْلَادِىْ -

বিসমিল্লাহি আলা দীনী ওয়া আলা নাফসী ওয়া আলা আওলাদী,

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى مَالِىْ وَعَلٰى اَهْلِىْ - بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى

বিসমিল্লাহি আলা মালী ওয়া আলা আহ্‌লী, বিসমিল্লাহি আলা

كُلِّ شَىْءٍ اَعْطَانِيْهِ رَبِّىْ - بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ

কুল্লি শাইয়িন আ'ত্বানীহি রাব্বী। বিসমিল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতিস

السَّبْعِ وَرَبِّ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

সাব্‌ই ওয়া রাব্বিল আরযীনাস্ সাব্‌ই ওয়া রাব্বিল আরশিল আজীম।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ

বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াযুররু মাআসমিহী শাইউন ফিল আরযি

وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ بِسْمِ اللّٰهِ

ওয়া লা ফিস সামায়ি ওয়া হুওয়াস্ সামীউল আলীম। বিসমিল্লাহি

خَيْرِ الْاَسْمَاءِ فِى الْاَرْضِ وَفِى السَّمَاءِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ

খাইরিল আসমায়ি ফিল আরযি ওয়া ফিস সামায়ি। বিসমিল্লাহি

اَفْتَتِحُ وَبِهٖ اَخْتَتِمُ ـ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ ـ اَللّٰهُ رَبِّىْ

আফতাতিহু ওয়া বিহী আখতাতিমু। আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু। আল্লাহু রাব্বী

لَاُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا ـ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ ـ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ

লা উশরিকা বিহী শাইয়া। আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু। আল্লাহু রাব্বী লা ইলাহা

اِلَّا اللّٰهُ ـ اَللّٰهُ اَعَزُّ وَاَجَلُّ وَ اَكْبَرُ مِمَّا اَخَافُ وَ اَحْذَرُ

ইল্লাল্লাহু। আল্লাহু আআয্যু ওয়া আজাল্লু ওয়া আকবারু মিম্মা আখাফু ওয়া

بِكَ ـ اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ غَيْرِىْ

আখযারু বিকা। আল্লাহুম্মা আউযু মিন শাররি নাফসী ওয়া মিন শাররি গাইরি ওয়া

وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ رَبِّىْ وَذَرَأَ وَ بَرَأَ وَبِكَ اَللّٰهُمَّ

মিন শাররি মা খালাকা রাব্বী ওয়া যারাআ ওয়া বারাআ ওয়া বিকা আল্লাহুম্মা

اَحْتَرِزُ مِنْهُمْ ـ وَبِكَ اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ مِنْ شُرُوْرِهِمْ وَبِكَ

আহতারিযু মিনহুম। ওয়া বিকা আল্লাহুম্মা আউযু মিন শুরুরিহিম ওয়া বিকা

اَللّٰهُمَّ اَدْرَءُ فِىْ نُحُوْرِهِمْ ـ وَ اُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَىَّ وَ

আল্লাহুম্মা আদ্‌রাউ ফী নুহূরিহিম। ওয়া উকাদ্দিমু বাইনা ইয়াদায়্যা ওয়া

اَيْدِيْهِمْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ قُلْ هُوَ اللّٰهُ

আইদিহিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। কুল হুওয়াল্লাহু

اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ

আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়া কুল্লাহু

كُفُوًا اَحَدٌ ـ وَمِثْلُ ذٰلِكَ عَنْ يَمِيْنِىْ وَاَيْمَانِهِمْ وَمِثْلُ

কুফুওয়ান আহাদ। ওয়া মিছলু যালিকা আন ইয়ামীনি ওয়া আইমানিহিম ওয়া

ذٰلِكَ عَنْ شِمَالِىْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَمِثْلُ ذٰلِكَ عَنْ

মিছলু যালিকা আন শিমালী ওয়া আন শামায়িলিহিম ওয়া মিছলু যালিকা আন

اَمَامِىْ وَاَمَامِهِمْ وَمِثْلُ ذٰلِكَ مِنْ خَلْفِىْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ

আমামী ওয়া আমামিহিম ওয়া মিছলু যালিকা মিন খালফী ওয়া মিন খালফিহিম,

وَمِثْلُ ذٰلِكَ مِنْ فَوْقِىْ وَمِنْ فَوْقِهِمْ وَمِثْلُ ذٰلِكَ مِنْ

ওয়া মিছলু যালিকা মিন ফাউক্বি ওয়া মিন ফাওক্বিহিম, ওয়া মিছলু যালিকা মিন

تَحْتِىْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ وَمِثْلُ ذٰلِكَ مُحِيْطٌ بِىْ وَبِهِمْ ـ

তাহ্তী ওয়া মিন তাহ্তিহিম, ওয়া মিছলু যালিকা মুহীতুম বী ওয়া বিহিম।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ لِىْ وَلَهُمْ مِّنْ خَيْرِكَ الَّذِىْ لَا

আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা লী ওয়া লাহুম মিন খাইরিকাল্লাযী লা

يَمْلِكُهٗ غَيْرُكَ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ وَاِيَّاهُمْ فِىْ عِبَادِكَ

ইয়ামলিকুহু গাইরুকা। আল্লাহুম্মাজ আলনী ওয়া ইয়্যাহুম ফী ইবাদিকা

وَعِيَاذِكَ وَعِيَالِكَ وَجَوَارِكَ وَ اَمَانِكَ وَحِرْزِكَ

ওয়া ঈয়াযিকা ওয়া ঈয়ালিকা ওয়া জাওয়ারিকা ওয়া আমানিকা ওয়া হিরযিকা

وَكَنَفِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّسُلْطَانٍ وَّاِنْسٍ وَّ

ওয়া কানাফিকা মিন শাররি কুল্লি শাইত্বানিও ওয়া সুলতানিও ওয়া ইনসিও ওয়া

جَآنٍّ وَّبَاغٍ وَّ حَاسِدٍ وَّسَبُعٍ وَّ عَقْرَبٍ وَّ حَيَّةٍ وَّمِنْ

জান্নিও ওয়া বাগিও ওয়া হাসিদিও ওয়া সাবুইঁও ওয়া আকরাবিও ওয়া হায়্যাতিও

كُلِّ دَآبَّةٍ اَنْتَ رَبِّىْ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى

ওয়া মিন কুল্লি দাব্বাতিন, আন্তা রাব্বী আখিযুম বি নাসিয়াতিহা ইন্না রাব্বী আলা

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ حَسْبِىَ الرَّبُّ مِنَ الْمَرْبُوْبِيْنَ

সিরাতিম মুস্তাকীম। হাসবিয়ার রাব্বু মিনাল মারবূবীন।

حَسْبِىَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوْقِيْنَ ـ حَسْبِىَ الرَّازِقُ

হাস্‌বিয়াল খালিকু মিনাল মাখলূকীন। হাস্‌বিয়ার রাযিকু

مِنَ الْمَرْزُوْقِيْنَ ـ حَسْبِىَ السَّاتِرُ مِنَ

মিনাল মারযূক্বীন। হাস্‌বিয়াস সাতিরু মিনাল

الْمَسْتُوْرِيْنَ ـ حَسْبِىَ النَّاصِرُ مِنَ الْمَنْصُوْرِيْنَ ـ

মাসতূরীন। হাস্‌বিয়ান নাসিরু মিনাল মানসূরীন।

حَسْبِىَ الْقَاهِرُ مِنَ الْمَقْهُوْرِيْنَ ـ حَسْبِىَ الَّذِىْ هُوَ

হাস্‌বিয়াল কাহিরু মিনাল মাক্‌হূরীন। হাস্‌বিয়াল্লাযী হুওয়া

حَسْبِىْ ـ حَسْبِىْ مَنْ لَّمْ يَزَلْ حَسْبِىْ ـ حَسْبِىَ اللّٰهُ

হাসবী। হাস্‌বী মাঁল্লাম ইয়াযাল্‌ হাসবী। হাস্‌বিয়াল্লাহু

وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ حَسْبِىَ اللّٰهُ مِنْ جَمِيْعِ خَلْقِهٖ اِنَّ

ওয়া নি'মাল ওয়াকীল। হাস্‌বিয়াল্লাহু মিন জামীই খাল্‌কিহী, ইন্না

وَلِيِّىَ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى

ওয়ালিয়্যি ইয়াল্লাহুল্লাযী নায্‌যালাল কিতাবা ওয়া হুওয়া ইয়াতা ওয়াল্লাস্‌

الصَّالِحِيْنَ ـ وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ

সালিহীন। ওয়া ইযা কারা'তাল কুরআনা জাআল্‌না বাইনাকা ওয়া

الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا وَّجَعَلْنَا

বাইনাল্লাযীনা লা ইউ'মিনূনা বিল আখিরাতি হিজাবাম্‌ মাস্‌তূরাঁও ওয়া জাআলনা

عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا

আলা কুলূবিহিম আকিন্নাতান আঁইয়্যাফ্‌কাহূহু ওয়া ফী আযানিহিম ওয়াক্‌রা,

وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰى

ওয়া ইযা যাকারতা রাব্বাকা ফিল কুরআনি ওয়াহ্‌দাহূ ওয়াল্লাও আলা

اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ـ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ

আদবারিহিম নুফূরা। ফাইন তাওয়াল্লাউ ফাকুল হাসবিয়াল্লাহু লাইলাহা

اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

ইল্লা হুওয়া, আলাইহি তাওয়াক্কাল্‌তু ওয়া হুওয়া রাব্বুল আরশিল আজীম।

*অতঃপর নিচের দুআটি ৭বার পড়বে।

وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى

ওয়া লা হাউলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। ওয়া সাল্লাল্লাহু

اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ ـ

আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাহ্‌বিহী ওয়া সাল্লামা।

* অতঃপর ডান দিকে তিনবার থুথুবিহীন থুক দিবে তারপর বাম দিকে তিনবার থুথু বিহীন থুক দিবে। অতঃপর خَبَاْتُ থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে।

خَبَأْتُ نَفْسِىْ فِىْ خَزَآئِنِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

খাবা'তু নাফসী ফী খাযায়িনি বিসমিল্লাহির রাহমানির

الرَّحِيْمِ اَقْفَالُهَا ثِقَتِىْ بِاللّٰهِ مَفَاتِيْحَهَا لاَ حَوْلَ وَلاَ

রাহীম, আক্‌ফালুহা ছিকাতী বিল্লাহি মাফাতীহাহা লা হাউলা ওয়া লা

قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ اُدَافِعُ بِكَ اَللّٰهُمَّ عَنْ نَفْسِىْ لِمَا اُطِيْقُ

কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি উদাফিউ বিকা আল্লাহুম্মা আন নাফসী লিমা উত্বীকু

وَمَا لاَ اُطِيْقُ لاَ طَاقَةَ لِمَخْلُوْقٍ مَعَ قُدْرَةِ الْخَالِقِ -

ওয়া মা লা উত্বীকু লা কাতা লি মাখলূকিন মাআ কুদরাতিল খালিকি।

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ - وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ بِاللّٰهِ

হাসবিয়াল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল, ওয়া লা হাউলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

পরম করুণাময় অত্যন্ত দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করলাম।

আমি নিজের উপর ধর্মের উপর, পরিবারবর্গের উপর, আমার সন্তানাদির উপর, আমার সম্পদের উপর এবং আমার সাথী ও বন্ধু-বান্ধবের উপর, তাদের দ্বীনের তথা ধর্মের উপর, তাদের সম্পদের উপর হাজার হাজার বার বলছি–

بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্লাহু আকবারঃ আমি নিজের ব্যাপারে ধর্মের ব্যাপারে, পরিবারবর্গের ব্যাপারে, নিজের সন্তানাদির ব্যাপারে, নিজের সম্পদের ব্যাপারে এবং সাথী ও বন্ধু-বান্ধবের ব্যাপারে, তাদের দ্বীনের ব্যাপারে, তাদের সম্পদের ব্যাপারে হাজার হাজার বার বলছি–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আমি নিজের ব্যাপারে, নিজের দ্বীনের ব্যাপারে, নিজের পরিবারবর্গের ব্যাপারে, নিজের সন্তানাদির ব্যাপারে নিজের সম্পদের ব্যাপারে এবং

নিজের সাথী ও বন্ধু-বান্ধবের ব্যাপারে, তাদের দ্বীনের ব্যাপারে, তাদের সম্পদের ব্যাপারে আমি হাজার হাজার বার বলছি–

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র সাথে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আল্লাহ্‌র দিকে, আল্লাহ্‌র উপর, আল্লাহ্‌র প্রতি,

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহি আলা দ্বীনি, ওয়া আলা নাফসী, ওয়া আ'লা আওলাদী। বিস্‌মিল্লাহি আলা মালী ওয়া আলা আহলী। আমার পরওয়ারদেগারে আলম আমাকে যা কিছু দিয়েছেন আমি তার নামে আরম্ভ করলাম। সপ্ত আসমানের প্রভূ। সপ্ত যমীনের প্রতিপালক আর সম্মানিত আরশের মালিক আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করলাম। আমি ঐ মহান সত্তা আল্লাহ্‌র নামে শুরু করলাম যার নামে আরম্ভ করলে আসমান-যমীনের কিছুতে কোন প্রকারের ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা মহাজ্ঞানী। আসমান ও যমীনের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট নাম আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করলাম বা আরম্ভ করছি। আল্লাহ্‌র নামে শুরু করলাম। আর তার নামেই শেষ–আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্। আল্লাহ্ আমার প্রভূ, আমি তার সাথে কোন কিছু শরীক করি না ও করব না। আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্। আল্লাহ্ আমার প্রভূ, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নাই। আল্লাহ্ অতি সম্মানিত, অতি বড় ও মহান আমি যাকে ভয় পাই তার থেকেও বড় এবং তোমার সাহায্যে পরহেয করি। আয় আল্লাহ্! আমি নিজস্ব ক্ষতি, অপরের ক্ষতি এবং তোমার যাবতীয় সৃষ্টির ক্ষতি থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি বা পরিত্রাণ কামনা করছি। আর তোমার সাহায্যে সেগুলোর থেকে আমি পরহেয করছি। আয় আল্লাহ্! তোমার সাহায্যেই তাদের ক্ষতির থেকে পরিত্রাণ কামনা করছি। আয় আল্লাহ্! তোমার নামের বরকতে তাদের মোকাবিলায় আমি মুক্তি কামনা করছি। আর তাদের ও আমার সামনে রাখছি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ -

অনুরূপভাবে তাদের ডানে ও আমার ডানেও এগুলো রাখছি, তাদের বামে ও আমার বামে এর মতই জিনিস রাখছি। তাদের সামনে ও আমার সামনে অনুরূপ। তাদের পিছে ও আমার পিছেও এমনইভাবে এগুলো রাখছি। আমার উপরে ও তাদের উপরে এটা রাখছি আবার আমার নিচে ও তাদের নিচেও তা রাখছি। আর অনুরূপভাবে তুমি তাদেরকেও আমাকে আয়ত্তকারী। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আমার জন্য ও তাদের জন্য এমন কল্যাণ কামনা যার মালিক একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। আয় আল্লাহ্! আমাকে এবং তাদেরকে তোমার প্রিয় বান্দাদের দলভুক্ত করে নাও। আর তোমার কাছে আশ্রয় প্রাপ্তদের দলভুক্ত করে নাও। আমাদেরকে তোমার রক্ষিত নিরাপত্তার আওতাধীন করে নাও। আমাদেরকে শয়তান, (জালেম) বাদশাহ, মানব-দানব, বিদ্রোহী, হিংসুক, হিংস্র পশু, বিচ্ছু, সাপসহ যাবতীয় প্রাণীর ক্ষতি থেকে তুমি হেফাযত কর। আয় আল্লাহ্! তুমি আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের অনুসারী বানিয়ে নাও। আমার প্রতিপালক আমার জন্য যথেষ্ট। যিনি সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, গোপনীয়তা রক্ষাকারী, সাহায্যকারী, কঠোর ব্যবস্থাকারী। আর আমার রক্ষাবকচ আল্লাহ তাআলাই আমার জন্য যথেষ্ট। আমার জন্য যথেষ্ট ঐ মহান সত্ত্বা আল্লাহ্ যার কোন হীনতা নেই। আল্লাহ্ তাআলাই আমার সহায় হিসাবে যথেষ্ট এবং তিনি প্রকৃতপক্ষেই উত্তম অভিভাবক। সমস্ত মাখলূকের থেকে রক্ষা করতেও আল্লাহ্ তাআলা-ই আমার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক একমাত্র আল্লাহ্ যিনি কিতাব নাযিল করেছেন। আর তিনি নেককারদের বন্ধু বা ভালবাসেন। আর তুমি যখন কুরআন পড় তখন আমি তোমার মাঝে ও বে-ঈমানদারদের মাঝে পর্দার ব্যবস্থা করে দিব। আর তাদের দিলের উপর আমি পর্দা দিয়ে দেই (যেন) তারা বুঝতে না পারে। সাথে সাথে তাদের কানে ঢেলে দেই বোঝা (অর্থাৎ আবরণ) আর কুরআন মাজীদের মধ্যে তুমি যখন আল্লাহ্ তাআলার তাওহীদের আলোচনা কর তখন তারা পিঠ ফিরিয়ে পালিয়ে যায় (চলে যায়)। আর তার যদি পিঠ ফিরিয়ে চলে যায় (অর্থাৎ অবজ্ঞা করে) তবে তুমি বল আল্লাহ্ তাআলা-ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ বা মাবূদ নেই। তার উপরই আমি ভরসা রাখি এবং তিনি মহান আরশের মালিক।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দুআ

হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে নিম্নলিখিত দুআটি শিক্ষা দিলেন আর বললেন, যদি তোমার মনে কোন প্রকার অশান্তির সৃষ্টি হয় তবে দুআটি পড়লে তোমার মনের অশান্তি দূর হয়ে যাবে এবং মনে আসবে শান্তি এবং আরাম। দুআটি এই–

١– يَا صَرِيْخَ الْمُسْتَخْرِجِيْنَ وَيَاغَوْثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ وَيَا مُفَرِّجَ كَرُوْبِ الْمَكْرُوْبِيْنَ قَدْ تَرٰى مَكَانِىْ وَالْعَلَمَ حَامِىْ وَلَا يَخْفٰى عَلَيْكَ شَىْءٌ مِنْ اَمْرِىْ -

উচ্চারণঃ ইয়া সারীখাল মুসতাখরিজীনা ওয়া ইয়া গাউছাল মুসতাগিছীনা ওয়া ইয়া মুফরিজা কারুবিল মাকরূবীনা কাদ তারা মাকানী ওয়াল আলামা হামী ওয়ালা ইয়াখ্‌ফা আলাইকা শাইউন মিন আম্‌রী।

অর্থঃ আয় মুক্তিকামীদের ফরিয়াদ গ্রহীতা, ওহে ফরিয়াদীদের আশ্রয়দাতা, হে বিপদাপন্নদের বিপদ দূর করার মালিক তুমি আমার অবস্থান দেখতেছ আর আমার নিদর্শনও প্রকাশ্য রয়েছে। আমার কোন কিছু গোপন নাই।

হযরত ইউসুফ (আঃ) এই দুআ পড়তেন আর আসমানী তাঈদ তাঁর প্রতি নাযিল হত। এভাবে আঁধার কূপের অজানা লোকেও তাঁর মনে আসিত শান্তি। উপরোক্ত দুআ ব্যতীত নিম্নলিখিত দুআটিও তিনি মাঝে মাঝে পড়তেন।

٢– يَا شَاهِدَ غَيْرَ غَائِبٍ وَيَا قَرِيْبَ غَيْرَ بَعِيْدٍ وَغَالِبَ غَيْرَ مَغْلُوْبٍ اِجْعَلْ لِىْ فَرَجًا مِّمَّا اَنَا فِيْهِ -

উচ্চারণঃ ইয়া শাহিদা গাইরা গায়িবিন,ওয়া ইয়া কারীবা গাইরা বাঈদিন, ওয়া ইয়া গালিবা গাইরা মাগলূবিন ইজআল লী ফারাজাম মিম্মা আনা ফীহ্।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! তুমি উপস্থিত, অনুপস্থিত নও, ওহে নিকটতম যিনি দূরবর্তী নয়, হে বিজয়ী যিনি পরাজিত নয় আমি যে বিপদে পড়েছি তার থেকে আমার মুক্তির পথ করে দাও।

তা ছাড়া হযরত জিবরাঈল (আঃ) বিশেষ করে নিম্নলিখিত দুআটি পড়তেও তাকিদ করেছিলেন।

২– اَللّٰهُمَّ يَا كَاشِفَ كُلِّ كُرْبَةٍ وَيَا مُجِيْبَ كُلِّ دَعْوَةٍ وَجَابِرَ كُلِّ كَسِيْرٍ وَمُيَسِّرَ كُلِّ عَسِيْرٍ وَيَا صَاحِبَ كُلِّ غَرِيْبٍ وَمُنِسَ كُلِّ وَحِيْدٍ يَا لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ لِىْ فَرْجًا وَمَخْرَجًا وَاَنْ تَقْذِفَ فِىْ قَلْبِىْ حَتّٰى لَا يَكُوْنَ لِىْ هَمٌّ وَلَا ذِكْرَ غَيْرُكَ ـ وَاَنْ تَحْفَظَنِىْ وَتَرْحَمْنِىْ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইয়া কাশিফা কুল্লি কুরবাতিন ওয়া ইয়া মুজীবা কুল্লি দা'ওয়াতিন ওয়া জাবিরা কুল্লি কাসীরিন ওয়া মুয়াস্‌সিরা কুল্লি আসীরিন ওয়া ইয়া ছাহিবা কুল্লি গারীবিন, ওয়া মুনিসা কুল্লি ওয়াহিদিন ইয়া লাইলাহা ইল্লা আন্তা সুব্‌হানাকা আস্‌আলুকা আন্তাজআলা লী ফারজান ওয়া মাখরাজান ওয়া আন তাকজিফা ফী কাল্‌বী হাত্তা লা ইয়াকূনা লী হাম্মুন ওয়া লা যিকরা গাইরুকা ওয়া আন তাহফাজনী ওয়া তারহামনী ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! ওহে বিপদাপদ দূরীভূত করার মালিক। ওহে প্রার্থনা কবূল করার মালিক। ওহে যাবতীয় ক্ষতিপূরণ করার মালিক। হে কঠিনকে সহজ করার মালিক। ওহে অসহায়ের সাথী। ওহে সকলকে ভূলানোর মালিক তুমি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নাই। আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতেছি। আমার মুক্তির ও পরিত্রাণের ব্যবস্থা করে দাও। আর তুমি আমার দিলে স্থান করে লও, যেন তুমি ছাড়া আমার আর কোন কিছু মনে

না পড়ে। তুমি আমাকে হেফাযত কর এবং আমার প্রতি তুমি দয়া কর হে মহান করুণাময় দয়ালু।

পাঠকদের খিদমতে বিনীত আরয কোন প্রকার দুঃখ-দরদের সময় তারা যেন এই সকল দুআ পাঠ করতে থাকেন, ইনশাআল্লাহ বালা-মসীবত দূর হয়ে যাবে আর তাহাজ্জুদ নামাযের সময় সেজদার মধ্যে একবার দুআটি পড়ে বিপদের কথা মনে করে দুআ করলে আল্লাহ মসীবত হতে তাকে মুক্তি দিবেন। (তাফসীরে সূরা ইউসুফ, মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ)

একটি মাকবুল ও কার্যকরী দু'আ

হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআনের বিশটি আয়াত পাঠ করবে, আমি তার যিম্মাদার যে, জ্বিন শয়তান, মানুষ শয়তান, যালিম, ডাকাত বা কোন হিংস্র প্রাণী তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আয়াত বিশটি হলঃ আয়াতুল কুরসী, সূরা আ'রাফের তিন আয়াত, সূরা আস্‌সাফফাত-এর প্রথম দশ আয়াত, সূরা আর রাহমান-এর তিন আয়াত।

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ থেকে فَلَا تَنْتَصِرَانِ পর্যন্ত, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত অর্থাৎ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত। (সূত্রঃ তাম্বীহুল গাফেলীন)

নিম্নে সবগুলোর আয়াত এক সাথে লিখা হইল ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ -

উচ্চারণঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইউল কাইউম; লা-তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা নাউম; লাহু মা-ফিস সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরযি; মান যাল্লাজী ইয়াশ্‌ফাউ ইন্দাহু ইল্লা বিইযনিহী; ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম; ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাইয়িম মিন ইলমিহী ইল্লা বিমা শাআ; ওয়াসিআ কুরসিইয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরযা; ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল আলিইয়্যুল আযীম।

অর্থঃ আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নাই; (তিনি) চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ঠ, শাশ্বত; তন্দ্রা তাঁকে ধরে না, নিদ্রাও না। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা তাদের সম্মুখে আছে, এবং যা তাদের পশ্চাতে আছে; এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুমাত্র তারা আয়ত্ব করতে পারে না; তাঁর সিংহাসন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর উপরে বিস্তৃত; এবং এতদুভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না; এবং তিনি অতীব উচ্চ, মহামহিম। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৫)

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۔ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۔

উচ্চারণঃ ইন্না রব্বাকুমুল্লাহুল্লাযী খালাকাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরযা ফি সিত্তাতি আইয়্যামিন, সুম্মাস্‌তাওয়া আলাল আরশি, ইউগ্‌শিল্

লাইলান্নাহারা ইয়াতলুবুহু হাছিছা, ওয়াশ্‌শামসা ওয়াল কামারা ওয়ান্‌নুজুমা মুসাখ্‌খারাতিম বিআমরিহী, আলা লাহুল খাল্‌কু ওয়াল আমরু, তাবারাকাল্লাহু রাব্বুল আলামীন। উদ্‌উ-রাব্‌বাকুম তাদার্‌রুআওঁ ওয়া খুফ্‌য়াতান; ইন্নাহু লা-ইউহিব্বুল মু'তাদীন। ওয়ালা তুফসিদু ফিল আরযি বা'দা ইছলাহিহা ওয়াদ্‌উহু খাওফাওঁ ওয়া তামাআন ইন্না রাহ্‌মাতাল্লাহি কারীবুম মিনাল মুহসিনীন।

অর্থঃ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন; তিনি দিনকে রাত্রের দ্বারা আবৃত করেন, ইহা (রাত অথবা দিন) তাকে (দিনকে অথবা রাতকে) দ্রুত অন্বেষণ করে; এবং (তিনি সৃষ্টি করেছেন) সূর্য এবং চন্দ্র এবং নক্ষত্র মণ্ডলীকে— তারা তাঁর আদেশক্রমে বাধ্যভাবে সেবারত। সৃজন ও আদেশ কি তাঁরই নহে? বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ মহিমাময়! তোমাদের প্রতিপালককে বিনীতভাবে ও সংগোপনে ডাকবে। নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না। আর পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করিও না ইহার সংস্কারের পর, এবং তাঁকে ডাকবে ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৪–৫৬)

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا - فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا - فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا - اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ - رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ - اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ اِلْكَوَاكِبِ - وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ - لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ - دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ - اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ -

উচ্চারণঃ ওয়াছছাফ্‌ফাতি ছাফ্‌ফান; ফায্‌যাজিরাতি যাজ্‌রান। ফাত্‌তালিয়াতি যিকরান। ইন্না ইলাহুকুম লা ওয়াহিদ। রাব্বুস্ সামাওয়াতি

ওয়াল আরযি ওয়া মা বাইনাহুমা ওয়া রাব্বুল মাশারিক। ইন্না যায়্যান্নাস সামাআদ দুন্ইয়া বিযীনাতিনিল কাওয়াকিব। ওয়া হিফ্জাম্ মিন কুল্লি শাইতানিম মারিদ। লা ইয়াস্সাম্মাউনা ইলাল মালাইল আ'লা ওয়া ইউক্যাফুনা মিন্ কুল্লি জানিব। দুহূরাওঁ ওয়া লাহুম আযাবুওঁ ওয়াছিব। ইল্লা মান খাতিফাল খাত্ফাতা ফাআতবাআহু শিহাবুন ছাকিব।

অর্থঃ শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকে, এবং যারা (মন্দকে) বলপূর্বক হটায়ে দেয়, এবং যারা কোরআন তেলাওয়াতে রত থাকে, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তোমাদের মা'বূদ এক। (তিনি) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের এবং তন্মধ্যস্থ সবকিছুর প্রতিপালক, এবং সূর্যের উদয়-স্থানসমূহের প্রতিপালক। নিশ্চয়ই আমরা নিম্ন আকাশকে সুশোভিত করেছি তারকারাজির শোভার দ্বারা, এবং (তা) সুরক্ষিত প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান হতে; এবং তারা উর্ধ্বতর (আসমানসমূহে) অবস্থিত ফেরেশতাসকলের প্রতি কর্ণপাত করতে পারে না, এবং তাদের প্রতি প্রত্যেক দিক হতে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয়, (তারা) বিতাড়িত হয়, এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি, সে ভিন্ন যে (গোপনে) কিছু ছিনিয়ে লয়, অতঃপর প্রখর অগ্নিশিখা তাকে পশ্চাদ্ধাবন করে ধরে ফেলে (এবং তাকে পুড়ে ফেলে)। (সূরা সাফফাতঃ ১–১০)

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ـ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ـ

উচ্চারণঃ ইয়া মা'শারাল জিন্নি ওয়াল-ইন্সি ইনিসতাতা'তুম আন্ তান্ফুযু মিন্ আক্তারিস সামাওয়াতি ওয়াল্ আরযি ফান্ফুযু লা-তান্ফুযূনা ইল্লা বিসুলতান। ফাবিআইয়্যি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান; ইউর্সালু আলাইকুমা শুওয়াযুম মিন্ নারিওঁ ওয়া নুহাসুন ফালা তানতাছিরান।

অর্থঃ হে জিন ও মানবের দল, যদি তোমরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের এলাকা হতে বের হতে সমর্থ হও, তবে বের হও। তোমরা বের হতে পারবেনা (আমাদের অর্পিত) ক্ষমতা ব্যতীত; অতএব তোমাদের

প্রতিপালকের কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে? তোমাদের (উভয় শ্রেণীর) উপর প্রেরিত হবে নির্ধূম অগ্নিশিখা, এবং পিত্তলের (অগ্নিস্ফুলিঙ্গসমূহ); অতঃপর তোমরা জয়ী হবে না। (সূরা আর-রাহমানঃ ৩৩-৩৫)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

উচ্চারণঃ হুওয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়া; আলিমুল গাইবি ওশ্‌শাহাদাতি হুওয়ার রাহমানুর রাহীম। হুওয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়া; আল-মালিকুল কুদ্দুসুস সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আযীযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির; সুবহানাল্লাহি আম্মা ইউশরিকূন। হুওয়াল্লাহুল খালিকুল বারিউল মুছাওবিরু লাহুল আসমাউল হুসনা, ইউসাব্বিহু লাহু মা ফিস-সামাওয়াতি ওয়াল-আরযি; ওয়া হুওয়াল আযীযুল-হাকীম।

অর্থঃ তিনিই আল্লাহ যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই; (তিনি) অদৃশ্যের ও দৃশ্যের জ্ঞাতা; তিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই; (তিনি) সার্বভৌম অধিপতি, পরম পবিত্র, শান্তির উৎস, নিরাপত্তা প্রদাতা, রক্ষাকর্তা, পরাক্রান্ত, সর্বশক্তিমান, মহান। মহিমা আল্লাহ্‌রই! যা কিছু তারা তাঁর সহিত শরীক করে সে সকল হতে তিনি উর্ধ্বে। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, নির্মাতা, রূপদাতা; সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই। যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে সবই তাঁর প্রশংসা কীর্তন করে; এবং তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশরঃ ২২-২৪)

বিপদ হতে মুক্তি পাওয়ার দুআ

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এমন একটি দুআ শুনেছি যা পাঠ করলে যে কোন বিপদাপদই হোক না কেন, আল্লাহ তা হতে মুক্তি প্রদান করেন। এক ব্যক্তির অনুরোধে হযরত আলী (রাঃ) তাকে উক্ত দুআটি শিখায়ে দিলেন।

হযরত হাসান (রাঃ) বললেন, এ লোকটি সে দুআ পাঠ করল এবং পরদিন সকালে একেবারে সুস্থাবস্থায় আমাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসল। আমি তাকে দুআ পাঠের নিয়ম জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, দু'বার দুআটি পাঠ করবার পর কেহ যেন আমাকে বলল, আল্লাহ-ই তোমার জন্য যথেষ্ট। তুমি ইসমে আজম পাঠ করেই দুআ করেছ। ইহা পাঠ করে কোন প্রার্থনা করলে অবশ্যই তা কবূল হয়ে থাকে। এরপর আমি নিদ্রিত হয়ে পড়লাম এবং হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমার পিতৃব্য পুত্র ঠিকই বলেছে। এ দুআর ইসমে আজম রয়েছে। এই দুআ পাঠ করে কোন প্রার্থনা করলে অবশ্যই তা কবূল হয়ে থাকে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার পবিত্র যবান হতে এ দুআ শুনতে ইচ্ছা করি। তখন তিনি নিজ মুখে ইরশাদ করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ يَا عَالِمَ الْخَفِيَّةِ وَيَامَنِ السَّمَآءَ بِقُدْرَتِهٖ مَبْنِيَّةٌ وَّيَامَنِ الْاَرْضَ بِعِزَّتِهٖ مَدْحِيَّةٌ وَّيَامَنِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِنُوْرِ جَمَالِهٖ مَشْرِقَةٌ مُّضِيَّةٌ وَّيَامَنْ نَجّٰى يُوْسُفَ مِنْ رِّقِّ الْعُبُوْدِيَّةِ يَامَنْ لَيْسَ لَهٗ بَوَّابٌ يُّنَادِىْ وَلَا صَاحِبٌ يُّغْشِىْ وَلَا وَزِيْرٌ يُعْطِىْ وَلَا غَيْرُهٗ رَبٌّ يُدْعٰى وَلَا يَزْدَادُ عَلٰى كَثْرَةِ الْحَوَائِجِ اِلَّا كَرَمًا وَّجُوْدًا وَّصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَعْطِنِىْ سُؤْلِىْ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা ইয়া আলিমাল খাফিয়্যাতি ওয়া ইয়া'মানিস সামা-য়ি বিকুদরাতিহী মাব্নিয়্যাতাঁও ওয়া ইয়া মানিল আরযা বিইয্যাতিহী মাদহিয়্যাতাঁও ওয়া ইয়া'মানিস শাম্সু ওয়াল ক্বামারু বিনূরি জামালিহী মাশরিকাতাম মুযিয়্যাতাউ ওয়া ইয়া'মান নাজা ইউসুফা মিঁররাক্কিল উবুদিয়্যাতি, ইয়া'মান লাইসা লাহু বাওয়াবুঁই ইউনাদী ওয়ালা ছাহিবুঁউ ইউগ্শী ওয়ালা ওয়াযীরুন ইউ'ত্বী ওয়ালা গাইরুহু রাব্বা ইউদ্আ ওয়ালা ইয়াযদাদু আলা কাছরাতিল হাওয়ায়িজি ইল্লা কারামাঁউ ওয়াজুদাঁও ওয়া সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলিহী ওয়া আ'ত্বিনী সু'লী ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আবেদন করতেছি, হে গোপনীয়তার অভিজ্ঞ, হে নিজ কুদরতে আসমানের নিরাপত্তাদাতা, হে নিজ সম্মানের উসীলায় যমীনের নিরাপত্তা দানকারী, হে চন্দ্র-সূর্যকে আলোক-উজ্জল দানকারী, ওহে আল্লাহ! যিনি ইউসুফ (আঃ)-কে দাসত্বের থেকে মুক্তিদানকারী। হে আল্লাহ্! যার কোন আহ্বায়ক নাই যে, আহ্বান করবে, যার কোন সাথী নাই যে প্রতিবন্ধক হতে পারবে। যার কোন উযীর নাই যে সাহায্য করতে পারবে। যার বিকল্প কেহই নাই যে দুআ কবূল করতে পারবে, আর আমার উপর অধিক প্রয়োজন চাপিয়ে দিও না। তুমি ছাড়া অনুগ্রহ করার মত এবং দান করার মত কেহই নাই। রহমত নাযিল কর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং তাঁর পরিবারের প্রতি, আর আবেদন কবূল করে নাঁও। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান।

সে ব্যক্তি বলল, অতঃপর আমি জাগ্রত হয়ে দেখলাম, আমি আর অসুস্থ নই। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, তুমি সর্বদা এ দুআ পাঠ করিও। কেননা তা আরশের সম্পদসমূহের অন্যতম। (গুনইয়াতু তালেবীন, বড়পীর হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলনী রহঃ।)

অন্ধের দৃষ্টিশক্তি লাভ

ইমাম তিরমিযী, নাসায়ী, হাকেম ও বায়হাকী হযরত ওসমান ইবনে হানীফ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে একজন অন্ধ লোক এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি দুআ করুন যেন আমার চক্ষুর জ্যোতি ফিরে আসে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে বললেন, উঠ এবং উযূ করে দু'রাকআত নামায পড়, তারপর এ ভাবে দুআ কর ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْـئَلُكَ وَاَتَـوَجَّـهُ اِلَيْكَ بِنَـبِـيِّكَ مُـحَـمَّـدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْٓ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّكَ اَنْ تَكْشِفَ عَنْ بَصَرِىْ اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِىَّ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ওয়া আতাওয়াজ্জাহু ইলাইকা বি নাবিইয়্যিকা মুহাম্মাদিন নাবিইয়্যির রাহমাতি ইয়া মুহাম্মাদু ইন্নী আতাওয়াজ্জাহু বিকা ইলা রাব্বিকা আন তাকশিফা আন বাছারী আল্লাহুম্মা শাফ্ফিহু ফিইয়্যা।

অর্থঃ ইয়া আল্লাহ্! তোমার রহমতের নবীর উসীলায় দুআ করতেছি এবং হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার উসীলায় আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট এইদরখাস্ত করতেছি যে, আমার চোখের অসুখ যেন দূর হয়ে যায় এবং আমার চোখের উপর হতে যেন অন্ধত্বের পর্দা অপসারিত হয়। ইয়া আল্লাহ্! আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবূল করুন।"

অন্ধ লোকটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথামত কাজ করল। উযূ করত দুই রাকআত নামায পড়ে উপরোল্লিখিত শব্দসমূহ যোগে দুআ করল। ফলে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল। অধিকাংশ মুহাদ্দিস এ দুআটিকে সর্বপ্রকার প্রয়োজনের জন্য পরশমণি তথা মহা ফলদায়ক বলে নির্দেশ করেছেন এবং সে ক্ষেত্রে দুআটি এরূপ হবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْـئَلُكَ وَاَتَـوَجَّـهُ اِلَيْكَ بِنَـبِـيِّكَ مُـحَـمَّـدٍ نَّبِيِّ الرَّحْـمَـةِ يَا مُـحَـمَّـدُ اِنِّىْٓ اَتَـوَجَّـهُ بِكَ اِلٰى رَبِّكَ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهٖ لِيَقْضٰى اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِىَّ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ওয়া আতাওয়াজ্জাহু ইলাইকা বি নাবিইয়্যিকা মুহাম্মাদিন নাবিইয়্যির রাহমাতি ইয়া মুহাম্মাদু ইন্নী আতাওয়াজ্জাহু বিকা ইলা রাব্বিকা ফী হাজাতী হাযিহী লিইয়াক্দিয়া আল্লাহুম্মা শাফ্ফিহু ফিইয়্যা।

এভাবে অত্র দুআটি শুধু চক্ষুর জন্য নহে; বরং সকল প্রয়োজনের জন্য কার্যকর হবে। সুতরাং হযরত ওসমান ইবনে হানীফ (রাঃ) ও তাঁর সন্তানগণ সকল প্রয়োজনের বেলায় এ দুআর ব্যবস্থা প্রদান করতেন এবং অত্র দুআর প্রভাব সম্পর্কিত বহু ঘটনা বিভিন্ন কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে।

স্বপ্নে ইবরাহীম (আঃ)-এর হাত বুলানোর কারণে অন্ধের দৃষ্টিশক্তি লাভ

সিমাক ইবনে হরবের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি স্বপ্নে ইবরাহীম (আঃ)-কে দেখলেন যে, তিনি তার চোখে হাত বুলাচ্ছেন এবং বলতেছেন, ফুরাত নদীর পানিতে তিনদিন ধৌত করবে। অতঃপর তিনি তাই করলেন এবং দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।

দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার জন্যে স্বপ্নাদিষ্ট দুআ

ইসমাইল ইবনে বেলাল হাযরামী অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। স্বপ্নে এক ব্যক্তি তাঁকে বলল يَا قَرِيْبُ يَا مُجِيْبُ يَا سَمِيْعَ الدُّعَاءِ رُدَّ عَلَىٰ بَصَرِىْ এই দুআ পড়বেন লাইস ইবনে সা'দ বললেন, তিনি তাই করলেন। ফলে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।

আয়াতুল কুরসীতে ৩৬০টি রহমত

ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবূ জা'ফর বর্ণনা করেন যে, আমি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলাম। ফলে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছি। এই ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় আমি আয়াতুল কুরসী পড়তাম। এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমার সামনে দু'জন লোক দাঁড়ায়ে আছে এবং একে অন্যকে বলেছে, এই ব্যঁক্তি এমন আয়াত পড়ে, যার মধ্যে ৩৬০টি রহমত রয়েছে। সে কি এর মধ্য থেকে একটি রহমতও পাবে না? এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সেদিন থেকেই ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগলাম।

গোলাপ জল পেটের ব্যথা উপশম করে

এক নেককার মহিলা পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হল। সে স্বপ্নে দেখল, এক ব্যক্তি তাকে বলেছে ঃ গোলাপ জল ব্যবহার কর। অতঃপর গোলাপ জল ব্যবহার করে সেই আরোগ্য লাভ করল।

হাঁটুর ব্যথার চিকিৎসা

উক্ত মহিলা বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি যেন বলেছি ঃ সানায়ে মক্কীর পাতা, খাঁটি মধু এবং কালো চুনার পানি হাঁটুর ব্যথায় উপকারী। যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম, হাঁটুর ব্যথা নিয়ে এক মহিলা আমার নিকট আসল। উপরোক্ত ব্যবস্থা পত্রটি তাকে বলে দিলাম। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা তাকে সুস্থ করে দিলেন।

শিঙ্গা লাগানোর ধারণা স্বপ্নের মাধ্যমেই পাওয়া

হাকীম জালীনুস বলেন, শিঙ্গা লাগানোর ধারণা আমি স্বপ্নের মাধ্যমেই প্রাপ্ত হয়েছি। আমি শৈশবেই এই ব্যাপারে দুইবার স্বপ্নে দেখেছি। তিনি বলেন, আমি সেই ব্যক্তিটিকে চিনি, যিনি স্বপ্নে দেখে শিঙ্গা লাগিয়ে ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাকে এর মাধ্যমে পাঁজরের ব্যথা থেকে সুস্থ করেছিলেন।

গুলকন্দ ও মুস্তাগীয়ে রুমী পেটের পীড়ার মহৌষধ

ইবনে খার্রায বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তির পাকস্থলীতে ব্যথা ছিল এবং আমার চিকিৎসাধীন ছিল। কিছুদিন চিকিৎসা করার পর চিকিৎসা বন্ধ করে দিল। অতঃপর তার সাথে একদিন দেখা হল এবং আমি তার অবস্থা জিজ্ঞাস করলাম। সে বলল, আমি স্বপ্নে হাজীদের মত এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যিনি লাঠিতে ভর দিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাস করলেন, তোমার পাকস্থলীতে কি ব্যথা? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, গুলকন্দ (গোলাপ ফুল দ্বারা তৈরী এক প্রকার ঔষধ) এবং মুস্তাগী ব্যবহার কর। অতঃপর কিছুদিন এই ঔষধ ব্যবহার করে আরোগ্য লাভ করেছি। ইবনে খার্রায বলেন, আমি তাকে বললাম ঃ ইনি জালীনুস ছিলেন। (রূহ—আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ)

হেফাজতের আমল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ - فَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّ حَافِظٌ وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ - لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ

بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ - وَ حَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ - وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ - وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ - اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ - اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ - اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ - وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ - ذُوْ الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ - فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ - هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ - فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ - بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ - وَّ اللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ - بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ - فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ -

উচ্চারণঃ ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফজুহুমা ওয়া হুওয়াল আলিয়্যুল আজীম। ফাল্লাহু খাইরুন ওয়া হাফিজুন ওয়া আরহামুর রাহিমীন। লাহু মুআক্কিবাতুম মিম বাইনা ইয়াদাইহি ওয়া মিন খালফিহী ইয়াফাজূনা মিন আমরিল্লাহি. ইন্না নাহ্‌নু নাযযালনায যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজূন। ওয়া হাফিজনা মিন কুল্লি শাইত্বানির রাজীম। ওয়া হিফজাম মিন কুল্লি শাইত্বানিম মারিদ। ওয়া হিফজান যালিকা তাকদীরুল আযীযিল আলীম। ইন কুল্লু নাফসিল লাম্মা আলাইহা হাফিজ। ইন্না বাতশা রাব্বিকা লা শাদীদ। ইন্নাহু হুওয়া ইউবদিউ ওয়া ইউঈদু ওয়া হুওয়াল গাফুরুল ওয়াদুদ। যুল আরশিল মাজীদ। ফা'আলুল লিমা ইউরীদ। হাল আতাকা হাদীছুল জুনূদ ফিরআউনা ওয়া ছামূদ। বালিল্লাযীনা কাফারু ফী তাকযীবিও ওয়াল্লাহু মিঁও ওয়ারাহিহিম মুহীত। বাল হুওয়া কুরআনুম মাজীদুন ফী লাওহিম মাহফূজ।

অর্থঃ মহান আল্লাহ্ নামে যিনি পরম করুণাময় অত্যন্ত দুয়ালু। (আমি আরম্ভ করলাম) এবং এতদুভয়ের হেফাযত করার কারণে ক্লান্ত হয় না এবং

তিনি অনেক বড় ও অধিক উচ্চ মর্যাদাবান। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা-ই উত্তম রক্ষক (হেফাযতকারী) এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু।

তার পাহারাদার (ফরেশতাগণ) সামনে এবং পিছনে তাকে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে রক্ষণাবেক্ষণ করে। আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমি তার রক্ষণাবেক্ষণকারী।

যাবতীয় বিতাড়িত শয়তান থেকে হেফাযতকারী। আমি-ই হেফাযত করি অবাধ্য শয়তান থেকে এবং আমি হেফাযত করি ইহা মহাপরক্রমশালী মাহজ্ঞানী আল্লাহ্ তাআলার সিদ্ধান্ত। এমন কেউ নাই যার উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতা নাই। নিশ্চয়ই তোমার প্রভূর পাকড়াও খুবই কঠিন। তিনি-ই প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি-ই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল এবং প্রেমিক। তিনি আরশের মালিক সম্মানী। যাহা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। তুমি কি সেনাবাহিনীর খবর পেয়েছ অর্থাৎ ফিরাউন এবং সামূদ জাতি। বরং কাফেররা মিথ্যুক বানাবার কাজে পড়ে আছে। আর আল্লাহ্ তাআলাও তাদেরকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছে। বরং ইহা অত্যন্ত মর্যাদাশীল কুরআন মাজীদ। যা লওহে মাহ্ফূজে লিখিত (সংরক্ষিত) আছে।

কোরআন পাকের বিভিন্ন সূরাতে বর্ণিত এ আয়াতগুলো একত্র করে সকাল-সন্ধায় পড়ার আমল করলে অথবা লিখে ব্যবহার করলে উপকৃত হবে। (পরীক্ষিত) এরপর তিনবার নিম্নোক্ত দুআ পড়বেন।

يَا دَآئِمَ الْعِزِّ وَالْمُلْكِ وَالْبَقَآءِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْجُوْدِ وَالْفَضْلِ وَالْعَطَآءِ يَا وَدُوْدُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ، يَا فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ - (ثلث مرات)

উচ্চারণঃ ইয়া দায়িমাল ইযযি ওয়াল মুলকি ওয়াল বাকায়ি ইয়া যাল জালালি ওয়াল জূদি ওয়াল ফাযলি ওয়াল আতায়ি ইয়া ওয়াদুদু ইয়া যাল আরশিল মাজীদি ইয়া ফা'আলুল লিমা ইউরীদু।

অর্থঃ আয় চিরস্থায়ী ইজ্জতের মালিক! বাদশাহ ও অনাদী অনন্ত আল্লাহ্, আয় বড়ত্বের অধিকারী, দানশীল, অনুগ্রহ-অনুকম্পা, হে প্রেমিক আয় সম্মানিত আরশের মালিক, আয় ইচ্ছামত সবকিছু করার অধিকারী।

বেকার ব্যক্তি ও অবিবাহিতদের আমল

বেকার ব্যক্তি, অবিবাহিত যুবক-যুবতী বা তাহদর অভিভাবক এই আয়াত ৪১/৫১ বার অথবা ১০১ বার পাঠ করলে এই ব্যপারে উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ -

উচ্চারণঃ কুল ইন্নাল ফাযলা বিইয়াদিল্লাহি ইউ'তীহি মাঁইয়্যাশাউ ওয়াল্লাহু ওয়াসিউন আলীম। ইয়াখ্‌তাস্‌সু বিরাহ্‌মাতিহী মাঁইয়্যাশাউ ওয়াল্লাহু যুল ফাযলিল আজীম।

অর্থঃ হে নবী! আপনি বলুন নিশ্চয়ই যাবতীয় অনুগ্রহ আল্লাহ্ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন, যাকে ইচ্ছা তার প্রতি অনুগ্রহ করেন। আর আল্লাহ্ তাআলা প্রাচুর্যমান মহাজ্ঞানী। নিজ রহমত (নবুওয়াত)-এর জন্য যাকে ইচ্ছা তাকে মনোনীত করেন। আর আল্লাহ্ তাআলা অনুগ্রহশীল সম্মানের অধিকারী।

এতদ্ব্যতীত সংক্ষিপ্ত আমলের মধ্যে দুই রাকআত নফল নামায পড়ে আল্লাহ পবিত্র নাম يَا لَطِيْفُ (ইয়া লাতীফু) ১৬৪১ বার জিকির ও দুরূদ শরীফ পড়লে ইনশাআল্লাহ্ হাজত পুরা হবে।

আসমাউল হুসনা

আসমাউল হুসনার ফযীলত ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. (رواه البخارى ومسلم)

অর্থঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি সর্বদা নিয়মিত এ সমস্ত নামের যিকির করে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমতের দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বেহেশতে দাখিল হবার আদেশ দিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ

হুওয়াল্লা হুল্লাযী লাইলাহা ইল্লা হুওয়া আলিমুল গাইবি ওয়াশ্‌শাহাদাতি

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

হুওয়ার রাহমানুর রাহীম। হুওয়াল্লা হুল্লাযী লাইলাহা ইল্লা হুওয়াল

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ

মালিকুল কুদ্দুসুস সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আযীযুল

اَلْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ

জাব্বারুল মুতাকাব্বিরুল খালিকুল বারিউল মুছাওবিরুল গাফ্‌ফারুল

اَلْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ

কাহ্‌হারুল ওয়াহ্‌হাবুর রায্‌যাকুল ফাত্তাহুল আলীমুল কাবিযুল

اَلْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ

বাসিতুল খাফিযুর রাফিউল মুইয্‌যুল মুযিল্‌লুস সামীউল

اَلْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ

বাসীরুল হাকামুল আদ্‌লুল লাতীফুল খাবীরুল হালীমুল

الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ

আজীমুল গাফূরুশ শাকূরুল আলিয়্যুল কাবীরুল হাফীজুল

الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ

মুকীতুল হাসীবুল জালীলুল কারীমুর রাকীবুল মুজীবুল

الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ

ওয়াসিউল হাকীমুল ওয়াদুদুল মাজীদুল বায়িছুশ শাহীদুল

الْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ

হাক্কুল ওয়াকীলুল কাবিয়্যুল মাতীনুল ওয়ালিয়্যুল হামীদুল

الْمُحْصِى الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْيِى الْمُمِيْتُ

মুহ্সিল মুবদিউল মুঈদুল মুহ্য়িল মুমীতুল

الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ

হায়্যুল ক্বায়্যুমুল ওয়াজিদুল মাজিদুল ওয়াহিদুল আহাদুস সামাদুল

الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ

ক্বাদিরুল মুকতাদিরুল মুকাদ্দিমুল মুআখখিরুল আউওয়ালুল আখিরুজ

الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِى الْمُتَعَالِى الْبَرُّ التَّوَّابُ

জাহিরুল বাত্বিনুল ওয়ালিল মুতাআলিল বাররুত তাউওয়াবুল

الْمُنْعِمُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوْفُ مَالِكُ الْمُلْكِ

মুনয়িমুল মুনতাকিমুল আফুওউর রাউফু মালিকুল মুলকি

ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ، اَلرَّبُّ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِىُّ

যুল জালালি ওয়াল ইকরামি, আররাব্বুল মুকসিতুল জামিউল গানিয়্যুল

اَلْمُغْنِى الْمُعْطِى الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّوْرُ

মুগনিল মু'ত্বীল মানিউয যাররুন নাফিউন নূরুল

اَلْهَادِى الْبَدِيْعُ الْبَاقِى الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ

হাদিল বাদীউল বাকিল ওয়ারিছুর রাশীদুস সাবূরুস

اَلصَّادِقُ السَّتَّارُ۔

সাদিকুস সাত্তারু।

اَلَّذِىْ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۔

আল্লাযী লাইসা কামিছলিহী শাইউন ওয়া হুওয়াস সামীউল বাছীর।

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۔ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাকাল মাছীরু। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহিস

اَلسَّيِّدُ الصَّادِقُ الْمُصَدِّقُ الْاَمِيْنُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى

সায়্যিদুস সাদিকুল মুসাদ্দিকুল আমীনু। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা

خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔بِسْمِ

খাইরি খালক্বিহি মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলিহী আজমাঈন। বিসমিল্লাহির

اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔اَللّٰهُمَّ يَا لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يَا

রাহমানির রাহীম। আল্লাহুম্মা ইয়া লাইলাহা ইল্লা হুওয়া ইয়া

اَحْكَمَ الْحَاكِمِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا اَسْرَعَ

আহকামাল হাকিমীন ইয়া আরহামার রাহিমীন ইয়া আসরাআল

الْحَاسِبِيْنَ يَا اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ يَا خَيْرَ النَّاصِرِيْنَ

হাসিবীন ইয়া আহসানাল খালিকীন ইয়া খাইরান নাসিরীন

اَسْئَلُكَ اَنْ تَغْفِرَلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِاُسْتَاذِىْ وَلِشَيْخِىْ

আসআলুকা আন তাগফিরালী ওয়া লি ওয়া লিদায়্যা ওয়া লিউসতাযী ওয়া লি

وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ اَنْ تَحْشُرَنِىْ

শাইখী ওয়া লি জামীইল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি ওয়া আন তাহ্শুরানী

فِىْ زُمْرَةِ الصَّالِحِيْنَ يَا اِلٰهَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ-بِحَقِّ

ফী যামরাতিস সালিহীন ইয়া ইলাহাল আউওয়ালীনা ওয়াল আখিরীন,বিহাক্কিন

النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

নাবিয়্যি ওয়া আলিহী আজমাঈন বিরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

পরমদাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

অর্থঃ তিনি আল্লাহ তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নাই; তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বস্তু সমূহের জ্ঞাতা, তিনি বড় মেহেরবান, পরম দয়ালু। তিনি এমন মা'বূদ যে, তিনি ভিন্ন আর কেউ মা'বূদ হওয়ার যোগ্য নয়, তিনি বাদশাহ, অতি পাক-পবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষাকারী, প্রভাবশালী, পরাক্রমশালী, অহংকারের অধিকারী, স্রষ্টা, নিখূঁত স্রষ্টা, আকৃতি দাতা, অতি ক্ষমাশীল, ক্ষমতাশালী, পুরস্কারদাতা, রিযিকদাতা, সর্বসমস্যা সমাধানকারী, মহাজ্ঞানী, আয়ত্তকারী, প্রসারকারী, রোধকারী, উন্নতিদানকারী, ইজ্জতদাতা, হীনকারী, শ্রবণকারী, দর্শনকারী, হুকুম প্রদানকারী, ন্যায়বিচারক, সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত, ধৈর্যশীল, সর্বমহান, ক্ষমাশীল, কৃতজ্ঞতা পছন্দকারী, চির উন্নত, সর্বময় বিরাট, রক্ষাকর্তা, শক্তিদাতা, হিসাব পরীক্ষক, মহিমান্বিত, দয়াশীল, প্রহরী, প্রার্থনা মঞ্জুরকারী, প্রশস্ততা দানকারী, বিজ্ঞানময়, শ্রেষ্ঠ বন্ধু, অনুগ্রহকারী, পুনরুত্থানকারী, সাক্ষী, সত্য, কার্যনির্বাহী, শক্তিশালী, অটল, জিম্মাদার, প্রশংসিত, সর্ববিষয়ে জ্ঞানী, প্রথম সৃষ্টিকারী, পুনঃসৃষ্টিকারী, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, চিরজীবন্ত, চিরস্থায়ী, স্বেচ্ছা-প্রাপক, দানশীল, অদ্বিতীয়, একক, অমুখাপেক্ষী, শক্তিশালী, ক্ষমতাশালী, অগ্রসরকারী, পশ্চাদবর্তীকারী, অনাদি, অনন্ত, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, অভিভাবক, সুমহান, মেহেরবান, তওবা মঞ্জুরকারী, নেয়ামতদাতা, প্রতিশোধ গ্রহণকারী, ক্ষমাকারী, পরম কৃপাশীল, রাজত্বের মালিক, সর্বসত্তা ও সম্মানের অধিকারী, প্রতিপালক, ন্যায়পরায়ণ,

একত্রকারী (কিয়ামতে), সম্পদশালী, সম্পদদাতা, নিবারক, বিপদদাতা, উপকারী, জ্যোতি, হেদায়েত দাতা, প্রথম সৃষ্টিকর্তা, অনন্ত, স্বত্বাধিকারী, সৎপথ প্রদর্শক, ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, বান্দাগণের দোষ আবরণকারী।

যিনি এমনই পরম গুণাবলী ও চরম ক্ষমতার অধিকারী তাঁর সদৃশ বা সমকক্ষ কেউ বা কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। হে আমার প্রভূ! আপনার ক্ষমার প্রার্থী আমরা। আপনার প্রতি আমাদের প্রত্যাবর্তন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল যিনি সত্যায়িত, সত্যবাদী, বিশ্বাসী সর্দার। আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষণ করেন, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর বংশধর ও সমস্ত সাহাবীগণের প্রতি। পরম করুণাময় অত্যন্ত দয়াবান মহান আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করলাম। আয় আল্লাহ! আয় ঐ সত্ত্বা যিনি ছাড়া আর আর কোন মা'বূদ নাই। আল শ্রেষ্ঠ বিচারক! আয় মহান করুণাময় (শ্রেষ্ঠ করুণাময়)! আয় দ্রুত হিসাব গ্রহীতা! ওহে অতিশয় উন্নত সৃষ্টিকর্তা! আয় উত্তম সাহায্যকারী! আমি তোমার কাছে আবেদন করছি যে, তুমি আমাকে আমার পিতা-মাতাকে, আমার শিক্ষক, আমার পীর এবং সমস্ত ঈমানদার পুরুষ-মহিলাদেরকে মাফ করে দাও। আর তোমার প্রিয় নেককার বান্দাদের দলুভূক্ত করে আমাকে হাশর ময়দানে উঠাইও। আয় আউওয়ালীন ও আখেরীন সমস্ত মাখলূকের মা'বূদ! তুমি নিজ দয়ায় তোমার নবী ও তাঁর পরিবারবর্গের উসীলায় আমার প্রার্থনা (দুআ) কবূল করে নাও, আয় শ্রেষ্ঠ দয়াবান।

দুঃখ-দুর্দশা, বিমারী ও বিপদ থেকে মুক্তির দুআ

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেটের মধ্যে থেকে যে দুআ পড়েছেন তা দ্বারা যে কোন বান্দা দুআ করবে তা নিশ্চয়ই কবূল হবে।" উক্ত দুআটি এই—

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

উচ্চারণঃ লাইলাহা ইল্লা আন্তা সুব্‌হানাকা ইন্নী কুন্তু মিনায যালিমীন।

আরেফে হক্কানী ওয়ালীয়ে রাব্বানী আল্লামা হযরত ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মোহাম্মাদ বিন ইউসুফ আস্‌সুনূসী আল-হাসানী আল-হোসাইনী (রহঃ) বলেন. কোন ব্যক্তির যে কোন প্রয়োজন দেখা দিলে বা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লে, ভাল ভাবে উযূ করে সেজদাতে পড়ে উক্ত দুআ ৪০বার পড়বে এবং প্রতিবার পড়ার সময় অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে এবং মনে মনে নিজের বাসনা কবূলের জন্য কাকুতি মিনতি করতে থাকবে।

হযরত সৈয়্যদ শায়খ সূনূসী (রহঃ) আরো বলেন, আবাসে ও প্রবাসে সূরা ইয়াসীন, সূরা ছফ, সূরা কুরাইশ দৈনিক তেলাওয়াত করলে প্রত্যেক বালা-মুসীবত ও আকস্মিক বিপদ থেকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করবেন।

কুনূতে নাযেলা

(কঠিন বালা মুসীবতের সময়ের দুআ)

১। কোন কঠিন বালা-মসীবত, যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারি অথবা শত্রুর আক্রমণ ইত্যাদির সময় ফজরের নামাজের মধ্যে অথবা অন্য কোন জেহরী নামাজের মধ্যে শেষ রাকআতের রুকু হতে উঠার পর দাঁড়ান অবস্থায় নিম্ন কুনূতে নাযেলা পড়বে। যদি ইমাম পড়েন তবে মোক্তাদীগণ প্রত্যেক বাক্যের উপর আমীন, আমীন বলবে।

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِىْ مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ
وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَآ اَعْطَيْتَ
وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى
عَلَيْكَ وَاِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ
وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ -

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُسْلِمِيْنَ - وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ
وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ
اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ

وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَاءَكَ اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِىْ لَا تَرُدُّهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাহ্দিনী ফী মান হাদাইতা ওয়া আফিনী ফী মান আফাইতা ওয়া তাওয়াল্লানী ফী মান্ তাওয়াল্লাইতা ওয়া বারিকলী ফী মা আ'তাইতা ওয়াক্বিনী শার্রা মা কাযাইতা ফাইন্নাকা তাক্যী ওয়ালা ইউক্যা আলাইকা। ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মাঁও ওয়ালাইতা ওয়ালা ইয়ায়িয্যু মান 'আদাইতা তাবারাক্তা রব্বানা ওয়া তাআলাইতা নাস্তাগফিরুকা ওয়া নাতুবু ইলাইকা ওয়া সাল্লাল্লাহু আলান্নাবিয়্যি।

আল্লাহুম্মাগফির লানা ওয়া লিল্মু'মিনীনা ওয়াল-মু'মিনাতি ওয়াল্-মুসলিমীনা ওয়াল-মুসলিমাতি ওয়া আল্লিফ বাইনা কুলূবিহিম ওয়া আসলিহ্ যাতা বাইনিহিম, ওয়ানসুরহুম্ আলা আদুওবিকা ওয়া আদুওবিহিম, আল্লাহুম্মাল্ আনিল্ কাফারাতাল্লাযীনা ইয়াসুদ্দূনা আন্ সাবীলিকা ওয়া ইউকাজ্জিবুনা রুসূলাকা ওয়া ইউকাতিলূনা আওলিয়াআকা আল্লাহুম্মা খালিফ বাইনা কালিমাতিহিম্ ওয়া যালযিল্ আক্দামাহুম্ ওয়া আনযিল বিহিম্ বা'সাকাল্লাযী লা তারুদ্দুহু আনিল্ কাওমিল্, মুজরিমীন।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! তুমি যাদেরকে হেদায়াত দান করেছ তাদের মধ্যে তুমি আমাকেও হেদায়াত দান কর এবং যাদেরকে তুমি নিরাপত্তা দান করেছ তাদের মধ্যে তুমি আমাকেও নিরাপত্তা দান কর। তুমি যেই সব লোকদের ওলী (কার্য সম্পাদনকারী) হয়েছ তাদের মধ্যে তুমি আমারও ওলী (কার্য সম্পাদনকারী) হয়ে যাও। তুমি আমাকে যা কিছু দান করেছ ওর মধ্যে বরকত দান কর এবং যা কিছু তুমি আমার ভাগ্যে রেখেছ ওর অনিষ্ট হতে আমাকে বাঁচাও। কেননা তোমার আদেশ সকলের উপর প্রয়োগ হতে পারে না। তুমি যার সাহায্যকারী হয়েছ সেই কখনো অপমানিত হয় না এবং তোমার দুশমন কখনো সম্মানিত হতে পারে না। তুমি বরকতপূর্ণ। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমিই সর্বোপরি। আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেছি এবং তোমার দরবারে তাওবা করতেছি। আল্লাহ্ পাক আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর রহমত নাযেল করুন।

আয় আল্লাহ্! তুমি আমাদের এবং সকল মু'মিন পুরুষ ও মহিলা এবং সকল মুসলমান পুরুষ ও মহিলাদের মাফ করিয়া দাও এবং তাদের পরস্পরের দিলকে মিলায়ে দাও। তাদের পরস্পরের সম্পর্ককে ঠিক করে দাও এবং তোমার ও তাদের শত্রুর মোকাবেলায় তুমি তাদের সাহায্য কর। আয় আল্লাহ্! ঐসব কাফেরদিগকে তুমি তোমার রহমত হতে বঞ্চিত কর যারা তোমার রাস্তায় বাধা প্রদান করে, তোমার রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং তোমার প্রিয়জনদের (মুসলমানদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আয় আল্লাহ্! তুমি তাদের মধ্যে কলহ ও মতভেদ সৃষ্টি করে দাও, তাদেরকে প্রকম্পিত করে দাও এবং তাদের উপর তোমার এমন আযাব নাযেল কর যা তুমি অপরাধী জাতির উপর হতে কখনও পরিহার কর না।

খতমে খাজেগান সংক্ষিপ্ত নিয়ম

(১) কেবলা রোখ্ বসিয়া দুই হাত উত্তোলন করিয়া সূরা ফাতেহা ১বার পড়বে।

(২) বিসমিল্লাহ্র সহিত ৭ বার সূরা ফাতেহা পড়বে।

(৩) দরূদ শরীফ ১০০ বার।

(৪) সূরা "আলাম নাশ্‌রাহ্ লাকা সাদ্‌রাকা" ৭৯ বার।

(৫) সূরা "ইখলাস" বিসমিল্লাহ্র সহিত ১০০০ বার।

(৬) সূরা "ফাতেহা" বিসমিল্লাহ্র সহিত ৭ বার।

(৭) দরূদ শরীফ ১০০ বার।

(৮) সূরা "ফাতেহা" ১ বার।

অতঃপর মুনাজাত দ্বারা ইহার ছাওয়াব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উসীলায় (খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দী (রহঃ) ও নক্‌শবন্দিয়া তরিকার পীরগণের রূহসমূহে বখ্‌শিশ করিয়া দিয়া তাদের উসীলায় স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য দুআ করবে। এই নিয়ম বহু কামেল পীরের পরীক্ষিত।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আসগর হোসাইন, মুহাদ্দিছ দারুল উলূম দেওবন্দ] বলেনঃ হাফেয কারী মাওলানা আবদুল আওয়াল বিন হযরত মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রহঃ)-এর লিখিত কিতাবটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কিতাব। হযরত মাওলানা আবদুল আওয়াল সাহেবের যোগ্যতা, জ্ঞানের গভীরতা, অসংখ্য গ্রন্থ রচনা বিশেষ করে সাহিত্য বিদ্যায়

তাঁর যে পারদর্শিতা রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য তার সকল রচনাই উলামায়ে কেরামদের নিকট অত্যন্ত আগ্রহ সৃষ্টি করে থাকে এবং খুবই উপকারী হওয়ার কারণে অনেক কিতাবই আরবী মাদ্‌রাসাসমূহে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু এ কিতাবটি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে একটি বিশেষ কিতাব।

আমি নিজেও কিতাবটি দেখে আনন্দ পেতাম এবং যাকে শুনাতাম, সেও খুশি হতো। যেহেতু কিতাবটি আরবী ভাষায় ছিল তাই যারা কিতাবটি না বুঝত তাদের প্রতি খুবই অনুতাপ হতো। উর্দুতে আজ পর্যন্ত এমন কোন কিতাব দৃষ্টিগোচর হয়নি। সুতরাং ঐ সকল লোকদের উপকারের জন্য পুস্তিকাটি চয়ন করে যে সকল বিষয় সর্বসাধারণের সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় ছিল, সেগুলোকে উর্দূতে প্রশ্ন-উত্তরের আকারে সাজিয়ে 'ইলমুল আওয়ালীন' নাম দিয়েছি। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু তথ্য জ্ঞাতব্য শিরোনামে সংযোজন করা হল। (প্রকাশক–বুলবুল এডভোকেট) আল্লাহ্ তাআলার দরবারে আশা পোষণ করি যে, তিনি যেন নেক লোকদের কাছে কিতাবটিকে গ্রহণযোগ্য ও উপকারী করে দেন।

যা জানা প্রয়োজন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রঃ সর্বপ্রথম আল্লাহ্ পাক কোন্ বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন?

উঃ আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূরকে। হাদীস শরীফে আছে ঃ

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ ـ

প্রঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূরের পরে আল্লাহ্ পাক কোন্ বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন?

উঃ কলমকে সৃষ্টি করেছেন।

প্রঃ সর্বপ্রথম আল্লাহ্ পাকহ কুরআন শরীফের কোন্ সূরাহ্কে অবতীর্ণ করেন?

উঃ সূরায়ে আলাক অর্থাৎ– اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

প্রঃ সর্বপ্রথম দুনিয়াতে কোন্ বৃক্ষ সৃষ্টি হয়েছে?

উঃ খর্জুর বৃক্ষ।

জ্ঞাতব্যঃ এটা একটা আশ্চর্য বৃক্ষ। আরববাসীদের পাথেয়-সম্বল এবং সে দেশের বিশেষ ফলবৃক্ষ। পাহাড় ও পাথরের মধ্যেও বৃক্ষটি জন্মে থাকে এবং অত্যধিক সুমিষ্ট হয়। বছরের পর বছর সঞ্চিত করে রাখা যায়, নষ্ট হয় না। বিভিন্নভাবে খাওয়া যায়। রস বের করে চিনির পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়, রুটি দিয়ে খাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের চাটনী আচার তৈরী করা যায়। জীব-জানোয়ারের মধ্যে উট আর ফলের মধ্যে খর্জুর আরব দেশে আল্লাহ্ তাআলার এক বিশেষ নেয়ামত। মানুষের সাথে এই খর্জুর বৃক্ষের বেশ মিল আছে। মানুষের কোন অঙ্গ কেটে গেলে যেমন আর জন্মে না, খর্জুর বৃক্ষের কোন শাখা কেটে গেলে পুনর্বার জন্মে না। এজন্যই প্রচলিত আছে যে, হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পর যে মাটি অবশিষ্ট ছিল তা দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা খর্জুর বৃক্ষ তৈরী করেছেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, বলতে পার কি এমন কোন্ বৃক্ষ আছে যা মুমিন ব্যক্তির মতই উপকারী এবং যার পাতা কোন ঋতুতেই ঝরে না? উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন বৃক্ষের কথা বললেন কিন্তু খর্জুর বৃক্ষের কথা কারও মনে পড়ল না। পরিশেষে বললেন, হুজুর আপনিই তা বলে দিন। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ করলেন, ইহা খর্জুর বৃক্ষ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) এই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমার মনে জাগ্রত হয়েছিল যে, তা খর্জুর বৃক্ষ। কিন্তু আমি ছিলাম বয়সে সকলের ছোট। বড় বড় সাহাবাদের সম্মুখে লজ্জায় আমি বলার সাহস পাইনি।

প্রঃ লাওহে মাহফুজের মধ্যে আল্লাহ্ পাক সর্বপ্রথম কি লিখেছেন?

উঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রঃ প্রথমে পৃথিবীর কোন্ অংশকে সৃষ্টি করা হয়?

উঃ কা'বা শরীফ যেখানে অবস্থিত, সে স্থানকে প্রথমে সৃষ্টি করেন। পরে চতুর্দিকে যমীনকে বিস্তৃত করে দেয়া হয়।

প্রঃ আরবাঈন বা চল্লিশ হাদীস সর্বপ্রথম কে লিখেন?

উঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ), যিনি হাদীসের ইমাম ছিলেন এবং একাশি হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

তারপর শত শত উলামায়ে কেরাম ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে চল্লিশ হাদীস সংকলন করেন।

প্রঃ চিকিৎসা-বিদ্যায় রোগের কারণ ও লক্ষণ সম্পর্কে সর্বপ্রথম কে লিখেন?

উঃ হাকিম বোকরাত।

প্রঃ জ্যোতির্বিদ্যা সর্বপ্রথম কে আবিষ্কার করেন?

উঃ বোতায়লামূস।

প্রঃ এই হাকিমের শিষ্যদের মধ্যে এই বিদ্যা সর্বপ্রথম কে শিখেন?

উঃ ইবরাহীম বিন হাবীব আল ফাযারী।

প্রঃ অলংকার-শাস্ত্র সম্পর্কে সর্বপ্রথম কে লিখেন?

উঃ আবুল আব্বাস ইবনে আল-মোতাজ্জ আব্বাসী সর্বপ্রথম ২৭৪ হিজরীতে অলংকার শাস্ত্র সম্পর্কে লিখেন। তিনি ২৯৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

প্রঃ ইলমে তাজবীদ সম্পর্কে সর্বপ্রথম কে লিখেন?

উঃ মূসা ইবনে উবাইদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া বাগদাদী। তাঁর মৃত্যু ২৫ হিজরীতে হয়।

প্রঃ সর্বপ্রথম সূফী উপাধি কার হয়?

উঃ আবূ হাশেম সূফীর, যার ইন্তেকাল ১৫০ হিজরীতে হয়।

প্রঃ মুসলমানদের মধ্যে এ্যালজাবরা সম্পর্কে সর্বপ্রথম কে লিখেন?

উঃ উস্তাদ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মূসা খাওয়ারেয্মী, যার কিতাব এ বিষয়ে অতি প্রসিদ্ধ।

প্রঃ ভূগোল শাস্ত্র সম্পর্কে সর্বপ্রথম কে লিখেন?

উঃ বোতায়লামূস।

প্রঃ ইলমে হাদীস সম্পর্কে সর্বপ্রথম কে লিখেন?

উঃ হযরত ইবনে জুরাইজ মুহাদ্দেস (রহঃ)

প্রঃ ইলমে সিয়ার অর্থাৎ রাসূলে কারীম ও সাহাবাদের জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থ সর্বপ্রথম কে রচনা করেন?

উঃ প্রসিদ্ধ জীবনীকার ইমামে মাগাজী মুহাম্মদ বিন ইসহাক (মৃত্যু ১৫১ হিঃ) তারপর আবদুল মালেক বিন হিশাম হিময়ারী আরও সুবিন্যস্ত করে উন্নতমানের জীবনী গ্রন্থ লিখেন (মৃত্যু ২৭২ হিজরী)।

প্রঃ কুরআন ও হাদীসের কঠিন শব্দসমূহের ব্যাখ্যার উপর সর্বপ্রথম কে লিখেন?

উঃ আবু উবাইদাহ মা'মার বিন আল মুছান্না তামীমী বসরী, মৃত্যু ২১০ হিজরী।

প্রঃ কুরআন শরীফের ফযীলত সম্পর্কে সর্বপ্রথম কে লিখেন?

উঃ হযরত ইমাম শাফিঈ (রহঃ)।

প্রঃ কেয়ামতের দিন কবর থেকে সর্বপ্রথম কে উঠবেন?

উঃ আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মুজাদ্দিদ তথ্যাবলী

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত প্রাপ্তির সময় থেকে একশত বছর পর পর প্রত্যেক শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ এসেছেন। এ পর্যন্ত যে সকল মুজাদ্দিস আবির্ভূত হয়েছেন তাঁরা হলেন-

প্রথম শতাব্দী ঃ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)

দ্বিতীয় শতাব্দী ঃ হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস শাফেয়ী (রহঃ)

তৃতীয় শতাব্দী ঃ হযরত আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে সুরাই (রহঃ)

চতুর্থ শতাব্দী ঃ হযরত আবু বকর ইবনে খতীব বাকিল্লানী (রহঃ)

পঞ্চম শতাব্দী ঃ হযরত হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামেদ গাযযালী (রহঃ)

ষষ্ঠ শতাব্দী ঃ হযরত ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ রাযী (রহঃ) ও হযরত ইমাম রাফেয়ী (রহঃ)

সপ্তম শতাব্দী ঃ হযরত ইমাম ইবনে দাকীকুল ঈদ (রহঃ)

অষ্টম শতাব্দী ঃ হযরত ইমাম বালকীযানী (রহঃ) ও হযরত হাফেয যাইনুদ্দীন (রহঃ)

নবম শতাব্দী ঃ হযরত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)

দশম শতাব্দী ঃ হযরত ইমাম শামসুদ্দীন ইবনে শিহাবুদ্দীন (রহঃ) ও হযরত মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী (রহঃ)

একাদশ শতাব্দী ঃ হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) ও হযরত ইমাম ইবরাহীম ইবনে হাসান কুরদী (রহঃ)

দ্বাদশ শতাব্দী ঃ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ), হযরত শায়খ সালেহ ইবনে মুহাঃ ইবনে ফল্লানী (রহঃ) ও সাইয়্যেদ মুর্তাযা হুসাইনী (রহঃ)

ত্রয়োদশ শতাব্দী ঃ হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহঃ) ও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাছেম নানুতুভী (রহঃ)

চতুর্দশ শতাব্দী ঃ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) (হায়াতুল হায়ওয়ানঃ আজাইবুল মাখলূকাত ও গারাইবুল মাউজূদাতঃ খণ্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৬৪, আওনুল মা'বুদ শরহে আবূ দাউদ ঃ খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ১৮১)

কুরআনে বর্ণিত মুনাজাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করতেছি।

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ - اٰمِيْنَ -

উচ্চারণঃ আল-হাম্দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আর-রাহ্মানির্ রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। ইহ্দিনাস্ সিরাত্বাল মুসতাক্বীম সিরাত্বাল্লাজীনা আন আম্তা আলাইহিম। গাইরিল মাগ্দূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বা-ল্লীন। (আমীন)।

অর্থঃ (১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার যিনি সকল সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা। (২) যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (৩) যিনি বিচার-দিনের মালিক। (৪) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) আমাদিগকে সরল পথ দেখাও; (৬) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। (৭) তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (আমীন) (সূরাতুল-ফাতিহা-১-৭; পারা-১)

ইতিবৃত্তঃ কুরআন শরীফের প্রথম সূরা– সূরাতুল ফাতিহার আঁয়াত সংখ্যা সাত। প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ্র প্রশংসা এবং শেষের তিনটি আয়াতে মানুষের পক্ষ হতে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা ও দরখাস্তের বিষয়বস্তু, যা আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই দয়াপরবশ হয়ে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। মধ্যের একটি আয়াত প্রশংসা ও দোয়া মিশ্রিত বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ। এ সূরায় একটি বিশেষ ধরনের বর্ণনারীতির মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্র নিকট কোন দোয়া বা কোন ফরিয়াদ পেশ করতে হয়, তখন প্রথমে তাঁর প্রশংসা কর, তাঁর দেয়া সীমাহীন নেয়ামতের

স্বীকৃতি দাও। অতঃপর একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কাউকেও দাতা ও অভাব পূরণকারী মনে করো না বা অন্য কাউকে ইবাদতের যোগ্য বলে স্বীকার করো না। অতঃপর স্বীয় উদ্দেশ্যের জন্য আরজী পেশ কর। এ নিয়মে যে দুআ করা হয় তা কবূল হওয়ার বিশেষ আশা করা যায়। দুআ করতেও এমন ব্যাপক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় যাতে মানুষের সকল মাকসূদ তার অন্তর্ভূক্ত থাকে। সূরাতুল ফাতিহা প্রকৃতপক্ষে কুরআনের সারসংক্ষেপ। ইমাম তিরমিযী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন যে, সূরায়ে ফাতিহা প্রত্যেক রোগের ওষুধ বিশেষ হাদীস শরীফে সূরা আল ফাতিহাকে সূরায়ে শেফাও বলা হয়েছে।

২- رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

উচ্চারণঃ রাব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস্ সামিউল আলীম

অর্থঃ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের (এ শ্রম) কবূল কর নিশ্চয়, তুমিই শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাক্বারা, ১২৭; পারা-১)।

ইতিবৃত্তঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) আরবভূমির মরু বুকে পবিত্র মক্কানগরীতে বর্তমান কা'বা ঘর নির্মাণ করার সময় এই দুআ পাঠ করেছিলেন। দুআ ও আমল কবূলের জন্য ইহা কার্যকর দুআ।

৩- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

উচ্চারণঃ রাব্বানা- ওয়াজ্আল্না- মুসলিমায়নি লাকা ওয়া মিন যুররিয়্যাতিনা- উম্মাতাম্ মুসলিমাতিল্লাকা, ওয়া আরিনা-মানা-সিকানা ওয়া তুব আলাইনা; ইন্নাকা আন্তাত্তাউওয়াবুর রাহীম।

অর্থঃ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর ও আমাদের হজ্বের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবূলকারী, দয়ালু। (সূরা বাক্বারা, ১২৮; পারা-১)

ইতিবৃত্ত ঃ এই দুআও হযরত ইবরাহীম (আঃ) করেছিলেন। এই দুআটি বাহ্যতঃ তখন করা হয়, যখন মক্কায় বসতি স্থাপিত হয়ে স্থানটি একটি নগরীতে পরিণত হয়েছিল। সূরা ইবরাহীমের শেষভাগে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। এ দুআ হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞান ও খোদাভীতির ফল, আনুগত্যের প্রতীক।

٤- رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

উচ্চারণঃ রাব্বানা-আতিনা-ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা আযাবান্নার।

অর্থঃ হে পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদিগকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। (সূরা বাক্বারা, ২০১; পারা-২)

ইতিবৃত্তঃ জাহেলিয়াত যুগে হজ্বের গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোতে পূর্বপুরুষদের গুণকীর্তন এবং কবিতা প্রতিযোগীতায় অতিবাহিত করার প্রচলন ছিল। এ সময় কিছু কিছু মানুষ আল্লাহ্র যিকির করলেও তা ছিল ইহলৌকিক কল্যাণ কামনায় মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ তথা জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করবার জন্য দুআ করা আবশ্যক। দুনিয়ার কল্যাণ, যথা- শারীরিক সুস্থতা, পরিবার পরিজনের সুস্থতা, হালাল রুযির প্রাচুর্য, পার্থিব যাবতীয় প্রয়োজনের পূর্ণতা, নেক আমল, সচ্চরিত্র, উপকারী বিদ্যা, মান সম্মান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি, আক্বীদার সংশোধন, সীরাতে-মুস্তাকীমের হিদায়েত, ইবাদতে একাগ্রতা প্রভৃতিসহ পরকালের কল্যাণ কামনায় ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ দুআ। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুআটি খুব বেশী পরিমাণে পাঠ করতেন। কাবাঘরের তাওয়াফের সময় বিশেষভাবে এ দুআ করা সুন্নাত। এ আয়াতে ঐ সকল ব্যক্তিদেরও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যারা কেবল পরকালের জন্য প্রার্থনাকেই ইবাদত মনে করে এবং বলে যে দুনিয়া আমাদের প্রয়োজন নাই।

٥- رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

উচ্চারণঃ রাব্বানা-আফরিগ আলাইনা-সাবরাওঁ ওয়া ছাব্বিত আক্বদা-মানা-ওয়ান্‌সুর্‌না আলাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ; আর আমাদের সাহায্য কর সে কাফিরদের বিরুদ্ধে। (সূরা বাক্বারা, ২৫০; পারা-২)

ইত্তিবৃত্তঃ বনী ইসরাঈলদের একটি সিন্দুক পূর্ব থেকেই ছিল যা বংশ পরম্পরায় চলে আসছিল। তাতে হযরত মূসা (আঃ) ও অন্যান্য নবীগণের পরিত্যক্ত কিছু বরকতপূর্ণ বস্তু সামগ্রী রক্ষিত ছিল। তারা যুদ্ধের সময় ইহা সামনে রাখত এবং এর বরকতে আল্লাহ্ তাদেরকে বিজয়ী করতেন। কওমে আমালেকার কাফের বাদশা জালূত বনী ইসরাঈলগণকে পরাজিত করে সিন্দুকটি নিয়ে গিয়েছিল। তালূতের নেতৃত্বে তারা জালূতকে পরাজিত করে। তালূত যুদ্ধে গমনকালে শেষাবধি সামান্য সংখ্যক সঙ্গীই মাত্র অবশিষ্ট পান। তালূত ও তার এই ক্ষুদ্র ও ক্লান্ত সেনাবাহিনী যখন শত্রুর সম্মুখীন হলেন তখন এই দুআ পাঠ করেছিলেন। জালূত পরাজিত হয় এবং হযরত দাঊদ (আঃ) (তালূতের দলভূক্ত ছিলেন, কিন্তু তখনও নবী হননি। জালূতকে হত্যা করে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসেন। আর হযরত দাঊদ (আঃ) রাজত্ব এবং হেকমত (হেকমত বলতে এখানে নবুওয়াত) প্রাপ্ত হন।

٦- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

উচ্চারণঃ রাব্বানা-লা-তুআখিযনা-ইন্নাসীনা-আও আখ্‌ত্বা'না; রাব্বানা ওয়ালা তাহ্‌মিল আলাইনা-ইস্‌রান কামা হামাল্‌তাহু আলাল্লাজীনা মিন ক্বাব্‌লিনা; রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিল্‌না-মা-লা-ত্বাক্বাতালানা-বিহী, ওয়া'ফু আন্না, ওয়াগ্‌ফির্‌লানা, ওয়ার্‌হাম্‌না, আন্‌তা মাওলানা ফান্‌সুর্‌না আলাল্‌ ক্বাওমিল কাফিরীন।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে গ্রেফতার (অপরাধী) করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ। হে আমাদের প্রভূ! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করাইও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের গোনাহ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভূ। সুতরাং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। (সূরা বাক্বারা, ২৮৬; পারা-২)

ইতিবৃত্তঃ সূরা বাক্বারার শেষ আয়াতে এই দুআ সমূহ উল্লেখিত হয়েছে। সূরা বাক্বারার শেষ দু'টি আয়াত খুবই ফযীলতপূর্ণ। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ কেউ রাতের বেলায় এ আয়াত দু'টি পাঠ করলে তা তার জন্য যথেষ্ট। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনা-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ্ তাআলা এ দু'টি আয়াত জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ করেছেন। জগতসৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে পরম দয়ালু আল্লাহ্ তাআলা নিজে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। প্রথম দুআটির দ্বারা ভুল ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। এবং পরবর্তী দুআগুলোর দ্বারা পূর্ববর্তী যুগের মানুষের উপর আরোপিত কঠিন কাজ হতে অব্যাহতি চাওয়া হয়েছে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রার্থনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বনী ইসরাঈলসহ অন্যান্যদের উপর কঠিন কাজকর্ম আরোপিত ছিল। যথাঃ না-পাক বস্ত্র ধৌত করলেই পাক হত না, পরিহিত চামড়ার পোশাক এর না-পাক অংশ কেটে ফেলতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হত ইত্যাদি।

৭- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ -

উচ্চারণঃ রাব্বানা-লা তুযিগ্ কুলূ-বানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়াহাব্লানা মিল্লাদুন্কা রাহমাতান, ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহ্হাব।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সবকিছুর মহাদাতা। (সূরা আলে-ইমরান, ৮; পারা-৩)

ইতিবৃত্তঃ ইহা সূরা আলে ইমরানের ৮ম আয়াতে বর্ণিত। এই দুআ দ্বারা সরল পথ প্রাপ্তির পর বিপথগামী না হওয়ার স্বপক্ষে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করা হয়েছে যাঁরা ধর্মের পথে কায়েম থাকতে আগ্রহী, তাঁরা সর্বদাই আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর দৃঢ়চিত্ততা প্রদানের জন্য দুআ করে থাকেন। এক হাদীসে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্নোক্ত দুআ। অনুরূপ উদ্দেশ্য) বর্ণিত হয়েছে।

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ ـ

উচ্চারণঃ ইয়া-মুক্বাল্লিবাল কুলূবি ছাব্বিত কুলূবানা আলা দ্বীনিকা।

অর্থঃ হে অন্তর আবর্তনকারী! আমাদের অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখ। (তাফসীরে মাযহারী, ২য় খণ্ড)

৮– رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

উচ্চারণঃ রাব্বানা ইন্নাকা জামিউন্নাসি লি-ইয়াওমিল্লারাইবা ফীহি, ইন্নাল্লাহা লা-ইউখলিফুল মীআদ।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (সূরা আলে-ইমরান- ৯, পারা-৩)

ইতিবৃত্তঃ ইহা সূরা আলে-ইমরানের ৯ম আয়াতে বিধৃত। এই দুআ দ্বারা পরকালের প্রতি ঈমানের দৃঢ়তা বর্ণিত হয়েছে। পরকালের কথা স্মরণ দ্বারা আমলের প্রতি একাগ্রতা আসে।

৯ – رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

উচ্চারণঃ রাব্বানা ইন্নানা-আ-মান্না-ফাগফিরলানা যুনূবানা ওয়াক্বিনা আযাবান্নার।

অর্থঃ হে পরওয়ারদেগার! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও, আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। (সূরা আলে-ইমরান- ১৬; পারা-৩)

ইতিবৃত্তঃ ইহা সূরা আলে-ইমরানের ১৬তম আয়াতে বর্ণিত দুআ। ঈমানের ঘোষণা প্রদান করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা ও জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা পাবার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। এই দুআয় ইহ্লৌকিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা পারলৌকিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১০- رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ -

উচ্চারণঃ রাব্বি হাবলী মিল্লাদুনকা যুর্রিয়্যাতান ত্বাইয়্যিবাতান, ইন্নাকা সামীউদ দুআ-ই।

অর্থ ঃ হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পূতপবিত্র সন্তান দান কর- নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (সূরা আলে-ইমরান-৩৮; পারা-৩)

ইতিবৃত্তঃ ইহা সূরা আলে-ইমরানে বিধৃত। হযরত যাকারিয়া (আঃ) ছিলেন নিঃসন্তান ও বয়োঃবৃদ্ধ। আল্লাহ্র শক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস রেখে তিনি সুসন্তান লাভের জন্য এই দুআ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, হযরত যাকারিয়া (আঃ) এক সুপুত্র লাভ করেন যাঁর নাম হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)।

১১- رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ -

উচ্চারণঃ রাব্বানা আমান্না বিমা-আন্যাল্তা ওয়াত্তাবা' নার্রাসূলা ফাক্তুব্না মাআশ্শাহিদীন।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর যা তুমি নাযিল করেছ এবং আমরা এই রাসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব আমাদিগকে সাক্ষ্যদানকারীদের (মান্যকারীদের) তালিকাভূক্ত করে নাও। (সূরা আলে-ইমরান- ৫৩; পারা-৩)

ইতিবৃত্তঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর আহ্বানে সাড়া প্রদানকারীগণ (হাওয়ারীগণ) এই দুআ করেছিলেন।

১২- رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

উচ্চারণঃ রাব্বানা মা খালাক্বতা হাযা বাত্বিলান, সুব্হানাকা ফাক্বিনা আযাবান্নার।

অর্থঃ হে পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (সূরা আলে-ইমরান- ১৯১; পারা-৪)

ইতিবৃত্তঃ আল্লাহ্ তাআলার সীমাহীন সৃষ্টির উপর চিন্তা-ভাবনাকারী সহজে বুঝে যে, এ সব বস্তু সামগ্রীকে আল্লাহ্ নিরর্থক সৃষ্টি করেননি বরং এই সৃষ্টির পিছনে রয়েছে সুগভীর তাৎপর্য। আর এই তাৎপর্য নিয়ে ভাবতে গিয়েই আল্লাহ্র নিকট জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা পাবার প্রার্থনা এসে যায়। এই দুআ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র অপার মহিমা নিয়ে গবেষণার জন্য মানুষের মনকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

١٣- رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ -

উচ্চারণঃ রাব্বানা-ইন্নাকা মান্ তুদ্খিলিন্নারা ফাক্বাদ্ আখ্যায়তাহু; ওয়ামা লিয্যালিমীনা মিন আন্সার।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলে তাকে চরমভাবে অপমানিত করলে; আর যালেমদের জন্য তো কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা আলে-ইমরান- ১৯২; পারা-৪)

ইতিবৃত্তঃ এ আয়াতটি আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণাকারীদের ভাষ্য এবং পূর্বের আয়াতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পূর্বে বলা হয়েছে সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণা করে সত্য উদঘাটিত হওয়ার পর যারা আল্লাহ্র ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে তারাই জ্ঞানী। পক্ষান্তরে যারা আত্মনিয়োগ করে না তারা যালেম। এখানে যালেমদের পরিণাম বলা হয়েছে ও সতর্ক করা হয়েছে।

١٤- رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ -

উচ্চারণঃ রাব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদিয়্যাই ইউনাদি লিল ঈমানি আন আমিনু বিরাব্বিকুম ফাআ-মান্না; রাব্বানা ফাগফিরলানা যুনূবানা ওয়া কাফ্ফির আন্না সাইয়্যিআতিনা ওয়াতাওয়াফ্ফানা মাআল আব্রার।

অর্থ ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ্ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষ ত্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। (সূরা আলে-ইমরান- ১৯৩; পারা-৩)

ইতিবৃত্তঃ এ আয়াতও গবেষণাকারীদের প্রকাশ্যে ঈমানের স্বীকৃতি ও পূর্বের কৃত গোনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য।

১৫- رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ -

উচ্চারণঃ রাব্বানা ওয়া আতিনা মা-ওয়াআত্তানা আলা রুসুলিকা ওয়ালা-তুখযিনা ইয়াউমাল ক্বিয়ামাতি, ইন্নাকা লা তুখ্লিফুল মীআদ।

অর্থঃ হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং ক্বিয়ামতের দিন আমাদিগকে তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না । (সূরা আলে-ইমরান- ১৯৪; পারা-৪)

ইতিবৃত্তঃ হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাত্রে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর সঙ্গে ঘরে ছিলেন। ঐ রাত্রে তিনি সারারাত ইবাদত অবস্থায় কান্নাকাটি করেন। সকালে হযরত বেলাল (রাঃ) তাঁকে ডাকলেন এবং কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে ঐ রাতে সূরা আলে-ইমরানের ১৯১-১৯৪ আয়াত নাযিলের কথা জানান। অতঃপর বলেন, 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্য সে লোকের, যে আয়াতগুলো পড়ার পরও এ সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে না।"

১৬- رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ -

উচ্চারণঃ রাব্বানা-আমান্না ফাক্তুব্না মাআশ্শাহিদীন।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা মুমিন হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের (মান্যকারীদের) তালিকাভুক্ত করে নিন। (সূরা মায়েদাহ- ৯৩; পারা-৭)

ইতিবৃত্তঃ হিজরতের পূর্বে মুসলমানগণ যখন জন্মভূমি মক্কা নগরী ছেড়ে আবিসিনিয়ায় চলে যায় তখন খৃস্টানদের একটি দল মুসলমানদেরকে কোনরূপ কষ্ট দেয়নি। অন্য যে সব খৃস্টান এ গুণে গুণান্বিত, তারাও কার্যতঃ তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান হয়ে যায়। এ দুআটিতে তাদেরই আকুতি প্রকাশ করা হয়েছে।

১৭ - رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

উচ্চারণঃ রাব্বানা যালাম্‌না-আন্‌ফুসানা, ওয়াইল্লাম তাগ্‌ফির্‌লানা ওয়াতার হাম্‌না লানা কূনান্না মিনাল খা-সিরীন।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। (সূরা আ'রাফ- ২৩; পারা-৮)

ইতিবৃত্তঃ হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া নিষিদ্ধ ফল আস্বাদন করার পর বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট তাঁরা এই দুআ করেন। তখন তাঁদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

১৮- رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ -

উচ্চারণঃ রাব্বানা লা তাজ্‌আল্‌না মাআল ক্বাওমিয্‌ যা-লিমীন।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এ যালিমদের সাথী করো না। (সূরা আ'রাফ-৪৭, পারা-৮)

ইতিবৃত্তঃ জান্নাত ও জাহান্নাম ছাড়াও একদল থাকবে আ'রাফবাসী, যারা বেহেশতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু প্রবেশপ্রার্থী হবে। তাদের দৃষ্টি যখন জাহান্নামীদের উপর পতিত হবে তখন তারা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে এই দুআ করবে। পরবর্তীতে এদেরকে বেহেশতে স্থান দেয়া হবে।

١٩- رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ -

উচ্চারণঃ রাব্বানাফ্তাহ্ বাইনানা ওয়াবায়না ক্বাওমিনা বিলহাক্কি ওয়াআন্তা খাইরুল ফাতিহীন।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন- যথার্থ ফয়সালা। আপনিই শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। (সূরা আ'রাফ-৮৯; পারা-৯)

ইতিবৃত্তঃ হযরত শোয়াইব (আঃ)-এর কথা যখন তার সম্প্রদায় শুনেনি তখন তিনি এই প্রার্থনা করেন। অতঃপর ভূমিকম্প তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনকে ধ্বংস করে দেয়।

٢٠- رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ -

উচ্চারণঃ রাব্বিগ ফিরলী ওয়ালিআখি ওয়া আদখিল্না ফী রাহ্মাতিকা, ওয়া আন্তা আরহামুর্ রাহিমীন।

অর্থঃ হে প্রভূ, আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন; এবং আমাদিগকে আপনার রহমতের অন্তর্ভূক্ত করুন, সকল ক্ষমাকারীর মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ। (সূরা আ'রাফ- ১৫১; পারা-৯)

ইতিবৃত্তঃ হযরত মূসা (আঃ) তদীয় ভ্রাতা হযরত হারূন (আঃ)-এর উপর সম্প্রদায়ের ভার অর্পণ করে তূর পাহাড়ে আল্লাহ্র ধ্যান করবার জন্য গমন করেন। প্রথমে এই ধ্যানের মেয়াদ ছিল ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত, যা পরে আরও দশদিন বাড়ান হয়। ইত্যাবসরে সামেরী নামক বনী-ইসরাঈলের এক ব্যক্তির খপ্পরে পড়ে বনী ঈসরাঈলগণ গোবৎসের উপাসনা শুরু করে দেয়। হযরত মূসা (আঃ) প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে হযরত হারূন (আঃ)-এর উপর দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য রাগ করেন। কিন্তু তার দোষ নেই জেনে রাগ থেমে যায় এবং এই দুআ পাঠ করেন।

٢١- رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ - وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

উচ্চারণঃ রাব্বানা লা তাজ্‌আল্‌না ফিতনাতাঁল লিল্‌ক্বাওমিয যোয়ালিমীন। ওয়া নাজ্জিনা বিরহ্‌মাতিকা মিনাল ক্বাওমিল কাফিরীন।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে যালিম কওমের উৎপিড়নের পাত্র করিও না। আর আমাদেরকে অনুগ্রহপূর্বক রক্ষা কর এই কাফিরদের কবল থেকে। (সূরা ইউনুস- ৮৫-৮৬; পারা-১১)

ইতিবৃত্তঃ হযরত মূসা (আঃ) এর আসা বা লাঠির মু'জিযা প্রকাশ পাবার পর কিছু সংখ্যক লোক ঈমান আনল। কিন্তু তারা ফেরাউন ও তার লোকজনের ভয়ে ছিল সন্ত্রস্ত। তখন হযরত মূসা (আঃ) বললেন যে, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখ, তবে তাঁর উপরই ভরসা কর। অতঃপর তিনি উপরোক্ত দুআ পাঠ করেন।

২২- رَبِّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْـئَلَكَ مَالَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ وَ لَا تَغْفِرْلِىْ وَتَرْحَمْنِىْ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ -

উচ্চারণঃ রাব্বি ইন্নী-আউযু বিকা আন আসআলাকা মা লাইসালী বিহী ইলমুন, ওয়া ইল্লা তাগফিরলী ওয়া তারহামনী-আকুম মিনাল খাসিরীন।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা! আমার যা জানা নেই এমন দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় চাচ্ছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব। (সূরা হূদ, ৪৭; পারা-১২)

ইতিবৃত্তঃ হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্র কেনান যখন পিতার উপদেশ ও আহ্বান প্রত্যাখ্যান করায় সমূহ ধ্বংস তার জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে, তখন হযরত নূহ (আঃ) তাকে রক্ষা করবার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট আরজ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে সতর্ক করে জানান যে, এ পুত্রটি তাঁর পরিবার পরিজনের আর অন্তর্ভূক্ত নহে। সে দূরাত্মা, কাফের। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা না জেনে আরজ করা বাঞ্চনীয় নয়। তখন হযরত নূহ (আঃ) স্বীয় ভুল উপলব্ধি করে উপরোক্ত মুনাজাত করেন।

২৩- رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ -

উচ্চারণঃ রাব্বিজআল হাযাল বালাদা আমিনাঁও ওয়াজনুব্‌নী ওয়া বানিয়্যা আন্না'বুদাল আস্‌নাম্‌।

অর্থঃ হে পালনকর্তা, এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান সন্তুতিকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রাখুন। (সূরা ইবরাহীম, ৩৫; পারা-১৩)

ইতিবৃত্তঃ হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে মক্কায় রেখে যাবার পর মক্কায় জনবসতি স্থাপিত হবার অন্তে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই দুআটি করেন।

٢٤- رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ -

উচ্চারণঃ রাব্বানা-ইন্নাকা তা'লামু মা-নুখ্‌ফী ওয়ামা নু'লিনু, ওয়ামা ইয়াখ্‌ফা-আলাল্লাহি-মিন শাইয়্যিন ফিল আরদ্বি ওয়ালা ফিস্- সামা-য়ি।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি তো জানেন আমরা যা কিছু গোপনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্যে করি। আল্লাহ্‌র কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোন কিছুই গোপন নয়। (সূরা ইবরাহীম- ৩৮; পারা-১৩)

ইতিবৃত্তঃ মক্কায় কা'বাঘর প্রতিষ্ঠার পর হযরত ইবরাহীম (আঃ) যে সকল দুআ করেছিলেন ইহা তদভূক্ত অন্যতম দুআ।

٢٥- رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ -

উচ্চারণঃ রাব্বিজ আলনী মুক্বীমাস্ সালাতি ওয়ামিন যুররিয়্যাতি, রাব্বানা- ওয়াতাক্বাবাল দুআ-ই।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে নামায কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা এবং আমার দুআ কবূল করুন। (সূরা ইবরাহীম- ৪০ পারা-১৩)

ইতিবৃত্তঃ ইহাও হযরত ইবরাহীম (আঃ) কা'বা গৃহ প্রতিষ্ঠার পর কৃত দুআ সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

٢٦- رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ -

উচ্চারণঃ রাব্বানাগ ফিরলী ওয়ালি ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়ালিল মু'মিনীনা ইয়াউমা ইয়াকূমুল হিসাব।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। (সূরা ইবরাহীম, ৪১; পারা-১৩)

ইতিবৃত্তঃ ইহাও হযরত ইবরাহীম (আঃ) ক্বাবা গৃহ প্রতিষ্ঠার পর কৃত দুআ সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

২৭- رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۔

উচ্চারণঃ রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বাইয়া-নী সাগীরা।

অর্থঃ হে পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন পালন করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল- ২৪; পারা-১৫)

ইতিবৃত্তঃ সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি কখনো সামান্যতম বিমুখতা প্রকাশ পেলে তাঁদের অন্তরে তা ক্ষত হিসেবে দেখা দিতে পারে। আলোচ্য দুআ বর্ণনার পূর্বে সূরা বনী-ইসরাঈলে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। পিতামাতা শৈশবে সন্তানকে নিজেদের আরাম আয়েশ ও কামনা বাসনা কুরবানী দিয়ে প্রতিপালন করেছিলেন। তাই তাঁদের প্রতিও অনুরূপ রহমত করবার জন্য আলোচ্য দুআ দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে। পিতামাতা মুসলমান হলে তাঁদের জন্য রহমতের দুআ করা যাবেই; কিন্তু মুসলমান না হলে তাঁদের জীবদ্দশায় এ দুআ জায়েয হবে এবং নিয়ত থাকবে এই যে, তারা পার্থিব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুন এবং ঈমানের তাওফীক লাভ করুন। মৃত্যুর পর (ঈমান না এনে থাকলে) তাঁদের জন্য রহমতের দুআ করা জায়েয নয়।

২৮- رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا ۔

উচ্চারণঃ রাব্বি আদখিলনী মুদ্‌খালা সিদক্বিঁও ওয়াআখ্‌রিজনী মুখ্‌রাজা সিদক্বিঁও ওয়াজআল্‌লী মিল্লাদুনকা সুলতানান্নাসীরা।

অর্থঃ হে পালনকর্তা, আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং আমাকে দান করুন নিজের কাছ থেকে বিজয় ও সাহায্যকারী। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৮০ পারা-১৫)

ইতিবৃত্তঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ছিলেন, অতঃপর তাঁকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেয়া হয়। এর প্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় (তিরমিযী শরীফ এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী)। এখানে 'প্রবেশ করার স্থান' বলে মদীনা এবং 'বহির্গমনের' স্থান বলে মক্কা বুঝান হয়েছে। হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানলেন যে, শত্রুদের চক্রান্ত-জালের মধ্যে অবস্থান করে রিসালাতের কর্তব্য পালন সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই তিনি আল্লাহ্র দরবারে বিজয় ও সাহায্যের জন্য দুআ করেন, যা কবূল হয় এবং এর শুভফল সবার দৃষ্টি গোচর হয়।

২৯- رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا -

উচ্চারণঃ রাব্বানা-আতিনা মিল্লাদুন্কা রাহ্মাতাঁও ওয়া হাইয়্যি' লানা মিন আম্রিনা রাশাদা।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন। (সূরা কাহ্ফ, ১০; পারা-১৫)

ইতিবৃত্তঃ আসহাবে কাহ্ফ নামে পরিচিত ঈমানদার ব্যক্তিগণ বেদ্বীন শাসকের হাত হতে উদ্ধারার্থে যখন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন এই দুআ পাঠ করে তাঁরা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করেন। আল্লাহ্ তাঁদের দুআ কবূল করেছিলেন।

৩০- رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ - وَيَسِّرْ لِىْٓ اَمْرِىْ -

উচ্চারণঃ রাব্বিশ্রাহ্লী সাদ্রী। ওয়া ইয়াস্সির্লী-আম্রী।

অর্থ ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশস্ত (মনোবল আরও বেশী) করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। (সূরা ত্বো-হা- ২৫-২৬; পারা-১৬)

ইতিবৃত্তঃ হযরত মূসা (আঃ) যখন জানতে পারলেন যে, তাঁকে পয়গাম্বর করে ফিরাউনকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে, তখন এই

গুরুদায়িত্বের কঠিন কর্তব্যাদি সহজ করার জন্য তিনি তাঁর ভাই হযরত হারুন (আঃ)-কে সহযোগী করা, তোতলামি দূর করা প্রভৃতিসহ ৫টি দুআ করেন। তন্মধ্যে আলোচ্য আয়াত দু'টিতে দু'টি দুআ বর্ণিত হয়েছে। বাকী দুআ সমূহ তাঁর সমকালীন ও নিজস্ব বিষয় সম্পর্কিত। যথাঃ (ক) জিহ্বার জড়তা দূর করা (তোতলামি দূর করা) (খ) পরিবার বর্গের মধ্য হতে একজন সাহায্যকারী পাওয়া (গ) সাহায্যকারী হিসেবে হযরত হারুন (আঃ) কে প্রদান করা। উল্লেখ্য যে, এই দুআ সমূহের মধ্যে আলোচ্য দুআ দু'টি সকল কাজে আল্লাহ্র সাহায্য লাভ করার জন্য ছিল। হযরত মূসা (আঃ) এর দুআ সমূহ কবূল হয়েছিল।

৩১- رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا -

উচ্চারণঃ রাব্বি যিদ্নী ইলমা।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন। (সূরা ত্বো-হা- ১১৪; পারা-১৬)

ইতিবৃত্তঃ ওহীর প্রারম্ভকালে যখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) কোন আয়াত নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনাতেন, তখন তিনি তাঁর সাথে সাথে আয়াতটি পাঠ করারও চেষ্টা করতেন, যাতে আয়াতটি স্মৃতি থেকে উধাও হয়ে না যায়। এতে তাঁর কষ্ট দ্বিগুণ হত। আল্লাহ্ তাঁকে জানিয়ে দেন যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহ মুখস্থ করা তাঁর দায়িত্ব নয়, দায়িত্ব আল্লাহ্র। তাই, হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে সাথে পাঠ করার এবং জিহ্বা নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন নেই। শুধু নিবিষ্ট মনে শুনে যেতে হবে। তবে আলোচ্যরূপ দুআ করবার জন্যও তাঁকে বলা হয়েছে। স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ইহা একটি উত্তম দুআ।

৩২- رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ -

উচ্চারণঃ রাব্বি ফালা- তাজআলনী ফিল ক্বাওমিয্ যোয়ালিমীন।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা! তবে আপনি আমাকে গোনাহ্গার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত করবেন না। (সূরা আল-মু'মিনূন, ৯৪; পারা-১৮)

ইতিবৃত্তঃ আলোচ্য আয়াতের পূর্বের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّىْ مَا يُوْعَدُوْنَ (রাব্বি ইম্মা তুরিইয়ান্নী মা ইউআদুন।) অর্থঃ "হে আমার পালনকর্তা, যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা

যদি আমাকে দেখান।" আয়াত দু'টি দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই দুআ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, হে আল্লাহ্, যদি তাদের উপর আপনার আযাব আমার সামনে এবং আমার চোখের উপরই আসে, তবে আমাকে এই যালেমদের সাথে রাখবেন না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষ্পাপ ছিলেন বিধায় আল্লাহ্র আযাব থেকে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁকে এই দুআ শিক্ষা দেয়া হইয়াছে, যাতে সওয়াব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করেন এবং তাঁর কাছে ফরিয়াদ করতে পারেন। (কুরতুবী)

৩৩– رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ـ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ـ

উচ্চারণঃ রাব্বি আউযুবিকা মিন হামাযা-তিশ্ শায়া-ত্বীন। ওয়াআউযু বিকা রাব্বি আঁইয়্যাহ্দুরূন।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, এবং হে আমার পালনকর্তা! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকেও আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। (সূরা আল-মু'মিনূন-৯৭-৯৮; পারা-১৮)

ইতিবৃত্তঃ শয়তানের প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটা একটি সুদূর প্রসারী দুআ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে এই দুআ পড়ার আদেশ করেছেন, যাতে ক্রোধ ও গোস্সা অবস্থায় মানুষ যখন বে-কাবু হয়ে পড়ে, তখন শয়তানের প্ররোচনা থেকে এই দুআর বরকতে নিরাপদ থাকতে পারে। এছাড়া শয়তান ও জ্বিনদের প্রভাব ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও এ দুআটি পরীক্ষিত।

৩৪– رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণঃ রাব্বানা-আমান্না ফাগ্ফিরলানা ওয়ার্হাম্না ওয়া আন্তা খাইরুর্‌রা-হিমীন।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর। তুমিতো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (সূরা আল-মু'মিনূন- ১০৯; পারা-১৮)

ইতিবৃত্তঃ পরবর্তীকালে আল্লাহ্ কাফেরদের জাহান্নাম হইতে মুক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে মু'মিনদের দুনিয়ার অবস্থা বর্ণনা করে বলবেন যে, যদি তোমরা উক্তরূপ দুআকারী হতে তাহলে আজ মু'মিনদের অন্তর্ভূক্ত থাকতে এবং তোমাদের এ দুরাবস্থা হত না।

৩৫- رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণঃ রাব্বিগ্‌ফির্ ওয়ার্‌হাম ওয়া আন্তা খাইরুর্‌রা-হিমীন।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও রহম করুন। কেননা রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী। (সূরা আল মু'মিনূন- ১১৮; পারা-১৮)

ইতিবৃত্তঃ আলোচ্য দুআয় اِغْفِرْ ও اِرْحَمْ উভয়ের مَفْعُوْل তথা কর্মপদ উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ কি ক্ষমা করা হবে এবং কিসের প্রতি রহম করা হবে, তা বলা হয়নি। এতে করে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, অর্থাৎ মাগফিরাতের দুআ ক্ষতিকর বস্তু দূর করাকে অন্তর্ভূক্ত রেখেছে এবং রহমতের দুআ প্রত্যেক উদ্দেশ্য ও কাম্য বস্তু অর্জিত হওয়াকে অন্তর্ভূক্ত হওয়াকে অন্তর্ভূক্ত রেখেছে। কেননা ক্ষতি দূরীকরণ ও উপকার আহরণ, মানবজীবনের উদ্দেশ্য সমূহের নির্যাস। উভয়টি দুআর অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। (মাযহারী)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষ্পাপ ও রহমত প্রাপ্তই ছিলেন। তদসত্ত্বেও তাঁকে মাগফিরাতের ও রহমতের দুআ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে যে, তোমাদের এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান হওয়া উচিত। -(কুরতুবী)।

৩৬- رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ـ اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ـ

উচ্চারণঃ রাব্বানাস্‌রিফ আন্না আযাবা জাহান্নামা, ইন্না আযাবাহা কানা গারামা; ইন্নাহা সাআত মুস্‌তাক্বার্‌রাঁও ওয়া মুক্বামা।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি দূরে রাখ। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ; বসবাসও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা ফুরক্বান- ৬৫-৬৬; পারা-১৯)

ইতিবৃত্তঃ আল্লাহ্‌র বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের নিদর্শন বর্ণনাকালে তাদের গুণাবলী হিসেবে এই দুআকারীকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে অন্যান্য গুণাবলীর সঙ্গে।

৩৭- رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا -

উচ্চারণঃ রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজিনা ওয়াযুর্‌রিয়্যাতিনা কুররাতা আ'ইউনিও ওয়াজ্‌আল্‌না লিলমুত্তাক্বীনা ইমামা।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা, (আমাদেরকে তুমি চোখের শীতলকারক স্ত্রী ও সন্তান দান কর)। আমাদের স্ত্রীদের থেকে এবং আমাদের সন্তানদের থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলকারক বস্তু দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ কর। (সূরা ফুরক্বান- ৭৪, পারা-১৯)

ইতিবৃত্তঃ আল্লাহ্‌র বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের আলামত বর্ণনাকালে তাদের গুণাবলী হিসেবে অন্যান্য গুণাবলীর সঙ্গে আলোচ্য দুআকারীকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। গুণাবলী সমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) আল্লাহ্‌র বান্দা বা দাস হওয়া। যজ্জন্য বিশ্বাস, চিন্তাধারা, ইচ্ছা ও আকাঙ্খা এবং প্রতিটি আচরণ ও স্থিরতাকে আল্লাহ্‌র আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখা এবং প্রতিটি আচরণ ও স্থিরতাকে আল্লাহ্‌র আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখতে এবং যখন যে আদেশ হয় তা পালনার্থে উৎকর্ণ থাকা;

২) নম্রতা সহকারে চলাফেরা করা;

(৩) যখন অজ্ঞতাসম্পন্ন লোক তাদের সাথে কথা বলে, তখন বলে- সালাম;

(৪) রাত্রি যাপন করে আল্লাহ্‌র সামনে সিজদা ও দন্ডায়মানরত অবস্থায়;

(৫) দিবারাত্রি ইবাদতকারী হওয়া সত্ত্বেও নিশ্চিত হয়ে বসে ন থেকে আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং আখিরাতের চিন্তা করে, চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং দুআ করতে থাকে;

(৬) অপব্যয়কারী বা কৃপণ নহে;

(৭) ইবাদতে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে না;

(৮) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না বা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না;

(৯) তওবাকারী;

(১০) মিথ্যা ও বাতিল মসজিদে যোগদানকারী নহে;

(১১) অনর্থক ও বাজে মজলিসের নিকট দিয়ে গমনকালে গাম্ভীর্য ও ভদ্রতাসহকারে গমনকারী;

(১২) আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী যথাযথ গুরুত্ব ও মনোযোগ সহকারে শুনে তদসম্পর্কে চিন্তাকারী ও আমলকারী।
(১৩) স্বীয় স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের সংশোধন চিন্তাকারী।

৩৮– رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ـ

উচ্চারণঃ রাব্বি-হাব্‌লী হুকমাঁও ওয়া আলহিক্বনী বিস্‌সা-লিহীন।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত কর। (সূরা আশ-শুআরা- ৮৩; পারা-১৯)

ইতিবৃত্তঃ আলোচ্য দুআটি হযরত ইবরাহীম (আঃ) করেছিলেন।

৩৯– رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ـ

উচ্চারণঃ রাব্বি নাজ্‌জিনী ওয়া আহ্‌লী মিম্মা-ইয়া'মালূন।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর। (সূরা আশ-শুআরা- ১৬৯; পারা-১৯)

ইতিবৃত্তঃ আলোচ্য দুআটি হযরত লূত (আঃ) করেছিলেন।। তখনকার সময়ে হযরত লূত (আঃ)-এর দেশে মানুষ সমজাত পুরুষকে যৌন অভিলাষ পূরণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল এবং সমকামীতা ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত লূত (আঃ) এই কু-কর্ম হতে নিজেকে এবং তাঁর পরিবারের সকলের পানাহ কামনা করেন। এই দুআ কবূল হয়েছিল। তবে হযরত লূত (আঃ) এর স্ত্রী ছিল কাফের এবং তাদের মতানুসারী। সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।

٤٠– رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

উচ্চারণঃ রাব্বি আওযি'নী- আন আশ্‌কুরা নি'মাতাকাল্লাতী-আন্‌আম্‌তা আলাইয়্যা ওয়াআলা ওয়ালিদাইয়্যা ওয়াআন আ'মালা সালিহান তারদা-হু ওয়া আদখিলনী বিরাহ্‌মাতিকা ফী ইবাদিকাস্‌ সা-লিহীন।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ দাও, যাতে আমি তোমার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও

আমার পিতা-মাতাকে দান করিয়াছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করিতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত কর। (সূরা আন-নামল- ১৯; পারা-১৯)

ইতিবৃত্তঃ আলোচ্য দুআটি হযরত সুলাইমান (আঃ) করেছিলেন। জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য খোদায়ী কৃপা ও অনুগ্রহের জন্য দুআ করেছেন। সৎকর্ম মকবূল হওয়াই জরুরী নয়; বরং এটা কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই পয়গম্বরগণ তাঁদের সৎকর্মসমূহ মকবূল হওয়ার জন্যও দুআ করতেন। কোন সৎকর্ম সম্পাদন করেই নিশ্চিত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়; বরং তা কবূলের জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট দুআ করা ও বাঞ্ছনীয়।

৪১- رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ-

উচ্চারণঃ রাব্বি ইন্নি যালাম্তু নাফ্সী ফাগফির্লী।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা আমিতো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। (সূরা আল্কাসাস- ১৬; পারা-২০)

ইতিবৃত্তঃ এই দুআটি হযরত মূসা (আঃ) করেছিলেন যা কিবতী- হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একজন মুসলমানকে জুলুম করায় হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক এই হত্যা সংঘটিত হয়। হযরত মূসা (আঃ) এ ঘটনার জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হযরত মূসা (আঃ) ইহা ইচ্ছাকৃতভাবে করেননি; বরং ইসরাঈলী লোকটিকে জুলুম থেকে বাঁচানোর জন্য হাতে প্রহার করেছিলেন। কিন্তু কিবতী এতেই মারা যায়। মূসা (আঃ) একে জায়েয হিসেবে মনে করেননি। তিনি একে শয়তানের কাজ আখ্যা দিয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করেন।

৪২ - رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ -

উচ্চারণঃ রাব্বি বিমা-আন্আম্তা আলাইয়্যা ফালান আকুনা যহীরাল লি মুজ্রিমীন।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। (সূরা আল কাসাস- ১৭; পারা-২০)

ইতিবৃত্তঃ কিবতী হত্যার পর হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা পান। অতঃপর আলোচ্য প্রার্থনা দ্বারা তাঁর শোকর করা হয়েছে এবং তিনি আল্লাহ্‌কে অঙ্গীকারাকারে বলেছেন ভবিষ্যতে আমি কোন অপরাধীকে সাহায্য করব না। এ থেকে বোঝা যায়, যে ইসরাঈলী বা মুসলমানের সাহায্যার্থে কিবতীকে হত্যা করা হয় সে নিজেও কলহপ্রিয় ছিল। কেউ কেউ বলেন, [যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রাঃ)] ইসরাঈলীও মুসলমান ছিল না। অবশ্য হযরত মূসা (আঃ) মজলূম মনে করে তাকে সাহায্য করেছিলেন।

٤٣- رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ -

উচ্চারণঃ রাব্বি নাজ্জিনী মিনাল ক্বাওমিয যোয়ালিমীন।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর। (সূরা আল কাসাস- ২১; পারা-২০)

ইতিবৃত্তঃ আলোচ্য দুআটিও হযরত মূসা (আঃ) করেছিলেন। কিবতী হত্যার পরদিন ঐ ইসরাঈলী ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির সহিত ঝগড়া বাধালে হযরত মূসা (আঃ) উক্ত ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট হিসেবে আখ্যায়িত করলেন এবং তাকে শায়েস্তা করতে চাইলেন। তখন উক্ত ব্যক্তি বলল তুমি যেমন গতকাল একজনকে হত্যা করেছ, আজ তেমনি আমাকেও হত্যা করতে চাও? এরপর শহরের প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি এসে হযরত মূসা (আঃ)-কে পালাতে বললেন। কারণ তাঁকে হত্যা করবার জন্য রাজ্যের পরিষদবর্গ পরামর্শ করছে, উক্ত ঘটনা ফেরাউনের নিকট পৌছানোর পর। তখন তিনি পলায়নরত হলেন এবং এই দুআ পাঠ করেন।

٤٤- رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ -

উচ্চারণঃ রাব্বি ইন্নী লিমা-আনযালতা ইলাইয়্যা মিন খাইরিন ফাক্বীর।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী। (সূরা আল কাসাস- ২৪; পারা-২০)

ইতিবৃত্তঃ হযরত মূসা (আঃ) মিসর হতে পলায়ন করার পর সাতদিন পর্যন্ত কোন কিছু আহার করেননি। তখন এক বৃক্ষের ছায়ায় এসে আল্লাহ্ তাআলার সামনে নিজের অবস্থা ও অভাব এই দুআর মাধ্যমে পেশ করেন। এটা দুআ করার একটা সূক্ষ্ম পদ্ধতি। আল্লাহ্ এই দুআ কবূল করিয়াছিলেন। পরবর্তীতে তিনি হযরত শোয়াইব (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পান

এবং উপকৃত হন। এর পূর্বে তিনি হযরত শোয়াইব (আঃ) এর দুই কন্যার ছাগলকে পানি পানে সহায়তা করেন।

٤٥- رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ -

উচ্চরণঃ রাব্বিন সুরনী আলাল ক্বাওমিল মুফসিদীন।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা, দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (সূরা আল আনকাবূত, ৩০; পারা-২০)

ইতিবৃত্তঃ এ দুআ হযরত লূত (আঃ) করেছিলেন তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। কারণ তারা পুংমৈথুনসহ নানাবিধ অপকর্মে লিপ্ত ছিল এবং হযরত লূত (আঃ)-এর নিকট আল্লাহ্‌র আযাব আনয়নের জন্য বলত, যার ভয় তিনি তাদেরকে দেখাতেন।

٤٦- رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ -

উচ্চারণঃ রাব্বি হাবলী মিনাস সা-লিহ্বীন।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এক সু-পুত্র দান কর। (সূরা সাফফাত, ১০০; পারা-২৩)

ইতিবৃত্তঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) সু-পুত্রের জন্য দুআ করেছিলেন। তাঁর দুআ কবূল হয়।

٤٧- سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ - وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

উচ্চারণঃ সুবহা-না রাব্বিকা রাব্বিল ইয্‌যাতি আম্মা ইয়াসিফূন। ওয়া সালামুন আলাল মুর্‌সালীন। ওয়াল্ হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন।

অর্থঃ অতি পবিত্র ও সম্মানিত আপনার পরওয়ারদেগারের সত্ত্বা, উহা থেকে যা তারা বর্ণনা করে এবং পয়গাম্বরগণের প্রতি প্রশান্তি বর্ষিত হোক এবং সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্‌র নিমিত্ত। (সূরা সাফফাত-১৮০-৮২; পারা-২৩)

ইতিবৃত্তঃ ইহা সূরা সাফ্‌ফাতের শেষ তিন আয়াত। এই তিনটি সংক্ষিপ্ত আয়াতে সূরার সমস্ত বিষয়বস্তু ভরে দেওয়া হয়েছে। আল্লামা কুরতুবী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করে বলেছেন, আমি

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায সমাপনান্তে سُبۡحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوۡنَ এই আয়াত তিনটি তিলাওয়াত করতে একাধিকবার শুনেছি। এছাড়া কতিপয় তাফসীর গ্রন্থে হযরত আলী (রাঃ) এর উক্তিতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন পূর্ণমাত্রায় পুরস্কার পেতে চায়, তার প্রত্যেক বৈঠক শেষে এই আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করা উচিত। এ উক্তি ইবনে আবী হাতেম হযরত শা'বীর বাচনিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও বর্ণনা করেছেন। (তাফসীর ইবনে-কাসীর)।

٤٨- رَبِّ اغۡفِرۡلِیۡ وَهَبۡ لِیۡ مُلۡكًا لَّا یَنۡۢبَغِیۡ لِاَحَدٍ مِّنۡۢ بَعۡدِیۡ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡوَهَّابُ -

উচ্চারণঃ রাব্বিগ ফিরলী ওয়া হাবলী মুলকাল লা- ইয়ামবাগী লি আহাদিম মিম বা'দী, ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহ্হাব্।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয় আপনি মহান দাতা। (সূরা সোয়াদ-৩৫; পারা-২৩)

ইতিবৃত্তঃ হযরত সুলাইমান (আঃ) এ দুআ করেছিলেন। কারো কারো মতে, আমার আমলে', এবং কারো মতে 'আমাকে ছাড়া' আমার মত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী অন্য কেউ যেন না হয় তার জন্য দুআ করেছিলেন। হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে যেরূপ সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল, তেমন সাম্রাজ্য পবর্তীকালেও কেউ পায়নি। বাতাস, জ্বিন প্রভৃতি তাঁর বশীভূত ছিল।

٤٩- رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَیۡءٍ رَّحۡمَةً وَّعِلۡمًا فَاغۡفِرۡ لِلَّذِیۡنَ تَابُوۡا وَاتَّبَعُوۡا سَبِیۡلَكَ وَقِهِمۡ عَذَابَ الۡجَحِیۡمِ - رَبَّنَا وَاَدۡخِلۡهُمۡ جَنّٰتِ عَدۡنِ ِالَّتِیۡ وَعَدۡتَّهُمۡ وَمَنۡ صَلَحَ مِنۡ اٰبَآئِهِمۡ وَاَزۡوَاجِهِمۡ وَذُرِّیّٰتِهِمۡ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ

الْحَكِيْمُ - وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ
فَقَدْ رَحِمْتَهٗ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

উচ্চারণঃ রাব্বানা ওয়াসি'তা কুল্লা শাইয়িঁর রাহ্‌মাতাওঁ ওয়া ইলমান ফাগফির লিল্লাযীনা তাবূ ওয়াত্তাবায়ূ সাবীলাকা ওয়াক্বিহিম আযাবাল জাহীম। রাব্বানা ওয়া আদ্‌খিল্‌হুম জান্নাতি আদনিনিল্লাতী ওয়াআত্তাহুম ওয়া মান সালাহা মিন আ-বা-য়িহিম ওয়া আয ওয়াজিহিম ওয়া যুর্‌রিয়্যা-তিহিম। ইন্নাকা আন্তাল আযিযুল হাকীম। ওয়াক্বিহিমুস্‌ সাইয়্যিআতি, ওয়ামান তাক্বিস্‌ সাইয়্যিআতি ইয়াওমায়িযিন ফাক্বাদ রাহিমতাহু, ওয়া যালিকা হুওয়াল ফাওযুল আযীম।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সর্বব্যাপী বা সবকিছুতে পরিব্যপ্ত। অতএব যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নি ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকেও। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। এবং আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এবং এটাই মহা সাফল্য। (সূরাতুল মু'মিন-৭-৯; পারা-২৪)

ইতিবৃত্তঃ আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ এবং আরশের চারপাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য এভাবে দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। মুক্তির জন্য ঈমান শর্ত। ঈমানের পর অন্যান্য সৎকর্মে মুসলমানদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানগণ নিম্নস্তরের হলেও আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তাদেরকেও জান্নাতে তাদের স্তরেই স্থান দেবেন, যাতে তাদের আনন্দও সন্তুষ্টিপূর্ণ হয়।

৫০- رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا
بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

উচ্চারণঃ রাব্বানাগ্‌ফির্‌লানা ওয়ালি ইখ্‌ওয়ানিনাল্লাযিনা সাবাকূনা বিল-ঈমানি ওয়ালা- তাজআল ফী কুলূবিনা গিল্লাল্লিল্লাযীনা আ-মানু রাব্বানা- ইন্নাকা রাউফুর্‌রাহীম।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, নিশ্চয় আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। (সূরা হাশর- ১০; পারা- ২৮)

ইতিবৃত্তঃ মুহাজির ও আনসার এবং তদপরবর্তীতে আগত মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন কালে সৃষ্ট ঈর্ষাদি হতে রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে এ দুআ।

৫। - رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ - رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

উচ্চারণঃ রাব্বানা আলাইকা তাওয়াক্কালনা ওয়া ইলাইকা আনাব্‌না ওয়া ইলাইকাল মাসীর। রাব্বানা লা- তাজআলনা ফিতনাতাঁল লিল্লাযীনা কাফারূ ওয়াগ্‌ফির্‌লানা রাব্বানা, ইন্নাকা আন্তাল আযীযুল হাকীম।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা তোমারই উপর ভরসা করছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদেরকে কাফেরদের পীড়নের পাত্র করো না, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মুম্‌তাহিনা ৪-৫; পারা-২৮)

ইতিবৃত্তঃ এই দুআ হযরত ইবরাহীম (আঃ) করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে চেয়েছিলেন। কাফের পিতার জন্য বিশ্বাস স্থাপন করে ক্ষমার যোগ্য হবার জন্য দুআ করা যায়, তার অধিক নয়। অর্থাৎ ক্ষমার জন্য দুআ এই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, তাঁর মাগফিরাতের জন্য নহে। কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই দুআ করেছিলেন।

٥٢- رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণঃ রাব্বানা-আত্‌মিম লানা-নূরানা ওয়াগ্‌ফির্‌লানা, ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান বা সর্বশক্তিমান। (সূরা তাহরীম-৮, পারা-২৮)

ইতিবৃত্তঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মুমিন কিছু না কিছু নূর প্রাপ্ত হবেন। পুলসিরাতে পৌছে যখন মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে, যা সূরা হাদীদে বর্ণিত আছে, তখন মুমিনগণ এই দুআ করবে, মুনাফিকদের ন্যায় তাদের নূরও নিভে না যায়।

٥٣- رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا -

উচ্চারণঃ রাব্বিগফিরলী ওয়ালি ওয়া-লি দাইয়্যা ওয়া লিমান দাখালা বাইতিয়া মু'মিনাঁও ওয়ালিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি। ওয়ালা-তাযিদিয্‌ যা লিমীনা ইল্লা তাবারা।

অর্থঃ হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, এবং যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে- তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং যালেমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন। (সূরা নূহ- ২৮; পারা-২৯)

ইতিবৃত্তঃ হযরত নূহ (আঃ) এই দুআ করেছিলেন।

দুরূদ শরীফের ফযীলত ও আমল

সর্বক্ষণ দুরূদ শরীফ পড়া উত্তম ও মোস্তাহাব। কিন্তু জুমুআর পরবর্তী রাত্রি ও জুমুআর দিনে পড়া অধিকতর উত্তম। কেননা, এ দু'টি সময়ের ফযীলত অনেক। এ সম্পর্কে অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বর্ণনা করেন, জুমুআর পূর্ববর্তী রাত্রির ফযীলত শবে কদরের চেয়ে বেশী। কেননা, এ রাত্রিতেই আমেনার গর্ভে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মের সূত্রপাত হয়েছিল।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

اَفْضَلُ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ فِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ وَاَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ فَاَدْعُوْ لَكُمْ وَاسْتَغْفِرُ-

অর্থঃ সকল দিনের মধ্যে জুমুআর দিন শ্রেষ্ঠ। এদিনেই আদমকে সৃষ্টি করা হয় এবং এদিনেই ইন্তেকাল করেন। জুমুআর দিনেই শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং এদিনেই সকলে সংজ্ঞা হারাবে। অতএব, আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দুরূদ পাঠ কর। জুমুআর দিনে তোমাদের দুরূদ আমার সামনে পেশ করা হয় এবং আমি তোমাদের জন্যে দুআ ও ইস্তেগফার করি।"

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, فَاِنَّ يَوْمَ مَشْهُوْدٌ تَشْهَدُ الْمَلَائِكَةُ

অর্থাৎ জুমুআর দিনে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেস্তাগণ উপস্থিত থাকে এবং দুরূদ পাঠকারীর দুরূদ শুনে আমার কাছে পৌছায়। অন্য হাদীসে আছে ঃ

اَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِى اللَّيْلَةِ الْفَلَاْ الْيَوْمِ الْاَغَرِّ-

অর্থাৎ. অন্য দিনসমূহের তুলনায় এদিনে আমার প্রতি অধিক দুরূদ পাঠ কর উজ্জ্বল রাত্রে ও উজ্জ্বল দিনে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমুআর আগের রাত্রে আমার প্রতি একশ'বার দুরূদ পাঠ করে, তার একশ'টি প্রয়োজন পূরণ করা হয়। তন্মধ্যে ৭০টি জাগতিক প্রয়োজন ও ৩০টি পারলৌকিক প্রয়োজন।

অন্য এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে এক হাজার বার নিম্নোক্ত দুরূদ পাঠ করবে, বেহেশতে তার আসন না দেখানো পর্যন্ত তাকে দুনিয়া থেকে উঠানো হবে না। দুরূদ শরীফটি এইঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ اَلْفَ اَلْفَ مَرَّةٍ -

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলা আলিহী আল্‌ফা আল্‌ফা মাররাহ্।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) যায়েদ ইবনে ওয়াহাবকে বললেনঃ জুমুআর দিনে এক হাজার বার নিম্নোক্ত দুরূদ পড়া বর্জন করো না, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মোহাম্মাদিন নাবিয়্যিল উম্মী।

আরও বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে আছরের নামাযের পরে ৮০বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার ৮০বছরের গোনাহ্ মাফ করা হবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদি নিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাল্লিম তাসলীমা।

জুমুআর দিনের অনুরূপ সোমবারেও দুরূদ শরীফ পাঠের ফযীলত অপরিসীম। কেননা, এদিনটিও বরতকতময় দিনসমূহের অন্যতম। এদিনে বান্দার আমলসমূহ রাব্বুল ইযযতের দরবারে পেশ করা হয়। একারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা এ দিনে রোযা রাখতেন। বৃহস্পতিবার দুরূদ পড়া সম্পর্কেও এক হাদীসে বলা হয়েছে,

مَنْ صَلّٰى يَوْمَ الْخَمِيْسِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَفْتَقِرْ اَبَدًا

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার দিন একশ'বার দুরূদ পড়বে, সে কখনও অভাবগ্রস্ত হবে না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখার উদ্দেশ্যে দুরূদ পাঠ ঃ

হুযূর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখা নিঃসন্দেহে পরম সৌভাগ্য। এই সৌভাগ্য অর্জনের জন্যে কতিপয় বিশেষ দুরূদ রয়েছে। নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হল।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লিম কামা তুহিব্বু ওয়া তারযা লাহু।

এই দুরূদ সর্বক্ষণ পাঠ করেও এই সৌভাগ্য অর্জন করা যায়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَسَدِهٖ فِى الْاَجْسَادِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبْرِهٖ فِى الْقُبُوْرِ ـ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা রূহি মুহাম্মাদিন ফিল আর্‌ওয়াহি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা জাসাদিহী ফিল আজসাদি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা কাবরিহী ফিল কুবুরি। (এ দুরূদটিও উপরোক্ত উদ্দেশ্য লাভে সহায়ক।)

মাফাখেরে ইসলামে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে হাজার বার নিম্নোক্ত দুরূদ পড়বে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখতে পাবে– اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদি নিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি

যদি কিছুই না দেখে, তবে পাঁচ জুমুআ পর্যন্ত এই আমল অব্যাহত রাখবে। ইনশাআল্লাহ আনন্দায়ক স্বপ্ন দেখবে।

জুমুআর আগের রাত্রিতে দু'রাকআত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকআতে ফাতেহার পরে এগারবার আয়াতুল কুরসী এবং এগারবার সূরা ইখলাছ পড়বে। নামাযের পরে এ দুরূদ একশ'বার اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ। যে ব্যক্তি এই আমল করবে, সে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখবে। নছীবে থাকলে ইনশাআল্লাহ্ তিনি জুমুআ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই দীদার লাভে ধন্য হবে। এটা কোন কোন বুযুর্গের পরীক্ষিত।

সায়ীদ ইবনে আতা বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি পাক বিছানায় শয়ন করে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে, অতঃপর ডানহাতকে বালিশ করে নিদ্রা যাবে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখতে পাবে। দুআটি এই–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ بِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ اَنْ تُرِيَنِيْ فِيْ مَنَامِيْ وَجْهَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَةً تُقِرُّبِهَا عَيْنِيْ وَتُشَرِّحُ بِهَا صَدْرِيْ وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِيْ وَتُفَرِّجُ بِهَا كُرْبَتِيْ وَتَجْمَعُ بِهَا بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى ثُمَّ لَا تُفَرِّقُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ اَبَدًا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা বি জালালি ওয়াজহিকাল কারীমি আন তুরিয়ানী ফী মানামী ওয়াজহা নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রু'য়াতান তুকির্রু বিহা আইনী ওয়া তুশার্রিহ্ বিহা সাদ্রী ওয়া তাজমাউ বিহা শামলী ওয়া তুফাররিজু বিহা কুরবাতী ওয়া তাজমাউ বিহা বাইনী ওয়া বাইনাহু ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ফিদ্দারাজাতিল উলা, ছুম্মা লা তুফাররিকু বাইনী ওয়া বাইনাহু আবদা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

এই তরিকায় দুরূদের উল্লেখ না থাকলেও দুরূদের পূর্বে উপরোক্ত দুআ পড়লে নিশ্চিতই তা আরও পূর্ণাঙ্গ ও অধিক কার্যকর হবে।

সূত্রঃ জাযবুল কুলূব ইলা দিয়ারিল মাহবূব (বাংলা তরজমা)

সমাপ্তির দুআ

١- اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِىْ، وَتَرٰى مَكَانِيْ وَتَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِىْ، وَلَا يَخْفٰى عَلَيْكَ شَىْءٌ مِنْ أَمْرِىْ، وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ، وَالْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ، وَالْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ إِلَيْكَ بِذَنْبِهٖ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِيْنِ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ، وَأَدْعُوْكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيْرِ، دُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهٗ، وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهٗ، وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهٗ ـ

٢- اَللّٰهُمَّ، كُنْ لِيْ مُؤَيِّدًا وَنَاصِرًا، وَكُنْ بِيْ رَءُوْفًا رَّحِيْمًا، يَا خَيْرَ الْمَسْئُوْلِيْنَ، إِلَيْكَ أَشْكُوْ ضِعْفَ قُوَّتِيْ، وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ وَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ـ (তিনবার)

٣- سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ، عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضٰى نَفْسِهٖ، وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ ـ (তিনবার)

٤- اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ لِى الدُّنْيَا وَزَهِّدْنِىْ عَنْهَا ـ

٥- اَللّٰهُمَّ اَخِرْلِىْ وَاخْتَرْلِىْ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ مَالِكِىْ وَسَيِّدِىْ وَمَوْلَاىَ وَثِقَتِىْ وَرَجَائِىْ اَسْئَلُكَ بِحُرْمَةِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَقَبْرِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ تَهَبَ لِىْ مِنَ الْخَيْرِ مَالَا يَعْلَمُ عِلْمَهٗ اِلَّا اَنْتَ وَتَصْرِفَ عَنِّىْ مِنَ السُّوْءِ مَالَا يَعْلَمُ عِلْمَهٗ اِلَّا اَنْتَ ـ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ـ رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ـ